বাংলা দৈনিক

জাতীয় খবর

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>249 >>07 Ashar 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ২৪৯ >> << ০৭ই, আষাঢ় ১৪৩০>>

মোদীমাস্ক কথা, ভারতে কারখানা করবে টেসলা

নিউ ইয়র্ক ঃ টেসলার সিইও এবং টুইটারের মালিক ইলন মাস্কের সঙ্গে মোদীর বৈঠক। ভারতে কারখানা করবে গাড়ি তৈরির কোম্পানি টেসলা। মোদীর সঙ্গে বৈঠকের পর মাস্ক জানিয়েছেন, ''ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে অসাধারণ বৈঠক হয়েছে। আমি তাকে খুবই পছন্দ করি। তিনি কয়েক বছর আগে আমাদের কারখানাতেও এসেছিলেন। তাই আমাদের পুরনো পরিচয় আছে।'' ২০১৫ সালে মোদী ক্যালিফোর্নিয়ায় টেসলা মোটর কারখানায় গিয়েছিলেন। মাস্ক বলেছেন, ''ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমি খুবই আশাবাদী। বিশ্বের অন্য বড় দেশগুলির তুলনায় ভারতের সম্ভাবনা অনেক বেশি।'' টেসলার ভারতে আসা এবং কারখানা করা নিয়ে মাস্ক বলেছেন, ''আমি আত্মবিশ্বাসী যে, টেসলা যত দ্রুত সম্ভব ভারতে আসবে।'' মোদীর ভূয়সী প্রশংসা করে মাস্ক বলেছেন, ''প্রধানমন্ত্রী মোদী ভারতের জন্য ভাবেন, তিনি আমাদের বারবার বলছেন, যাতে আমরা ভারতে বিনিয়োগ করি। আমরা করব। তবে আমাদের ঠিক সময়টা বেছে নিতে হবে। মোদী কোম্পানিগুলিকে সাহায্য করতে চান, তিনি ভারতের জন্য ঠিক কাজটা করতে চান। ভারত যাতে সুবিধাজনক অবস্থায় থাকে, তিনি সেটাও চান।''

বাজার দর

SENSEX : 63238.89 -284.26
NIFTY : 18771.25 -85.60

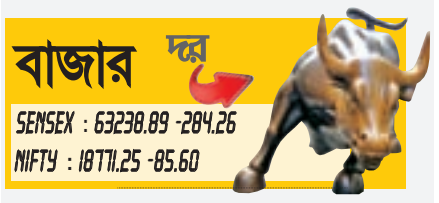

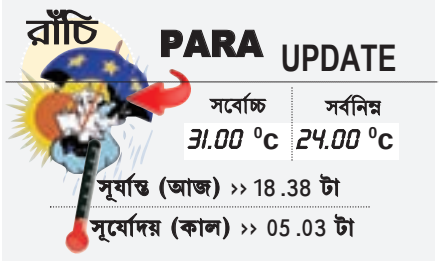

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
31.00 °c	24.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18 .38 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .03 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী)
58,650 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়)
61,580 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 83,700 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

জাতিসংঘে যোগ ব্যায়াম দিয়ে মোদির যুক্তরাষ্ট্র সফর শুরু, ওয়াশিংটনে জাতীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিদর্শন

নিউইয়র্ক ঃ যুক্তরাষ্ট্র সফররত ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আনুষ্ঠানিক রাষ্ট্রীয় সফর এবং হোয়াইট হাউজে নৈশভোজের এক দিন আগে, বুধবার তাঁকে ভার্জিনিয়ায় এক পার্শ্ব সফরে নিয়ে যান ফার্স্ট লেডি জিল বাইডেন। ভারতের নেতা নিউইয়র্ক হয়ে ওয়াশিংটন আসেন। এর আগে বুধবার সকালে তিনি জাতিসংঘের প্রাঙ্গনে বহুজাতিক জনতার সাথে একটি যোগ সেশনে অংশ নিয়েছিলেন। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন মোদিকে রাষ্ট্রীয় সফরের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। বাইডেন, তাঁর পুনর্নির্বাচনের প্রচারণার জন্য তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে গত দুই দিন ক্যালিফোর্নিয়া সফর করেন। মানবাধিকারের রেকর্ড এবং ইউক্রেনে রাশিয়ার যুদ্ধের বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ভারতের সাথে গভীর মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, রাষ্ট্রীয় সফরের জন্য বাইডেন প্রশাসন তৃতীয়বারের মতো মোদীকে আমন্ত্রণ জানান। মোদির প্রতি সমস্ত আড়ম্বর এবং মনোযোগ দেওয়ায়, বাইডেন এমন একটি দেশের নেতার সাথে তার সম্পর্ককে দৃঢ় করার আশা করেন, যা যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বাস করে যে, আগামী কয়েক দশকের মধ্যে ভারত এশিয়ার একটি অন্যতম পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হবে। বৃহস্পতিবার উষ্ণ রাষ্ট্রীয় আতিথেয়তার আগে, ফার্স্ট লেডি বুধবার ভার্জিনিয়ার আলেকজান্দ্রিয়ায় ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশনে মোদির একটি পরিদর্শনের ব্যবস্থা করেন। মোদি সেখানে কর্মশক্তি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি তুলে ধরার একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেন। তিনি প্রায় ১৪০ কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশটির নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ফার্স্ট লেডি সাধারণত ওয়াশিংটন সফররত রাষ্ট্রীয় অতিথিদের পত্নীদের বেড়াতে নিয়ে যান, কিন্তু চিরকুমার হওয়ায়, একাই ভ্রমণ করছেন মোদি। বিজ্ঞান ফাউন্ডেশনে, ফার্স্ট লেডি এবং মোদি যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতের শিক্ষার্থীদের সাথে দেখা করেন। সেখানে তারা উপস্থাপকের মাধ্যমে কথোপকথনে অংশ নেন। এর আগে বুধবার, নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দফতরে, ভারতের নেতা যোগকে জীবনের একটি উপায় হিসাবে অভিহিত করেন। এখানে যোগ ব্যায়াম অনুশীলনের মধ্য দিয়েই তিনি যুক্তরাষ্ট্রে তার জনসংযোগ শুরু করেন। এ সময় মোদি বলেন, এটি একটি খুব পুরানো ঐতিহ্য, এবং সমস্ত প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের মতো, এটিও জীবন্ত এবং গতিশীল, যোগ সত্যিকার অর্থেই একটি সর্বজনীন শাস্ত্র। ৭২ বছর বয়সী এই নেতা বলেন, যোগব্যায়াম শারীরিক সুস্থতা, মানসিক প্রশান্তি এবং তৃপ্তির একটি মাধ্যম, এটি কেবল একটি মাদুরে ব্যায়াম করার বিষয় নয়। যোগ হল জীবনেরই একটি অনুষঙ্গ। অনুষ্ঠানটি আন্তর্জাতিক যোগ দিবসকে মহিমান্বিত করেছিল, যেটিকে মোদি প্রতি বছর উদযাপন করার জন্য ২০১৪ সালে জাতিসংঘকে রাজি করিয়েছিলেন।

সুচেতনা থেকে সুচেতন বুদ্ধদেবের কন্যা

কলকাতা ঃ নারী থেকে পুরুষে রূপান্তরিত হতে চান পশ্চিমবঙ্গের সাবেক মুখ্যমন্ত্রীর কন্যা। সুচেতনা ভট্টাচার্য থেকে সুচেতন।

রাজ্যের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মেয়ে সুচেতনা। তিনি রূপান্তরকামী পুরুষ হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করেছেন। চলতি মাসে পিপলস রিলিফ কমিটির একটি কর্মশালায় অংশ নেন তিনি। এলজিবিটিকিউ প্লাস সমাজের স্বাস্থ্যের অধিকার নিয়ে আয়োজিত কর্মশালায় নিজের বক্তব্য পেশ করেন। তাতেই আগল ভেঙে সুচেতনার নতুনভাবে আত্মপ্রকাশের ইঙ্গিত ছিল।

এর পর একান্ত ব্যক্তিগত পরিসরে যে বিষয়টি ছিল, বুধবার সেটি প্রকাশ্যে এনেছেন বুদ্ধকন্যা। তিনি নিজেই ঘোষণা করেছেন, সুচেতন ভট্টাচার্য হিসেবেই পরিচিত হতে চান। আধার, ভোটার কার্ডে এ জন্য পরিবর্তন করতে চান তিনি। আইনি দিক থেকে এই বদলের জন্য পদক্ষেপ নিতে চান। আর সর্বোপরি, অস্ত্রোপচার করে নারী থেকে শরীরে পুরুষ হতে চান সুচেতন।

সংবাদমাধ্যমে দেয়া সাক্ষাৎকারে সুচেতন বলেছেন, সম্প্রতি একটি কর্মশালায় গিয়েছিলাম। এ ধরনের সভায় এটাই আমার প্রথম অংশগ্রহণ। সেখানে আমাদের সমাজের মানুষজনের সঙ্গে আলাপ হয়। অনেক কিছু জানতে পারি। এই কর্মশালাই আমাকে খুব অনুপ্রাণিত করেছে। এখানেই তিনি প্রশ্ন করেন, আমি সুচেতনা নই, সুচেতন। রূপান্তর ঘটাতে কী কী করতে হবে? সুচেতনার নারী শরীরে দীর্ঘদিন ধরেই বাস পুরুষ সুচেতনের। ৪১ বছরের সুচেতন ১৮ বছর ধরে এক নারীর সঙ্গে বাস করছেন। সুচেতনের ভাষায়, বন্ধুদের সঙ্গে এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলেছি। নিজের প্রকৃত পরিচয় কীভাবে সামনে আনা যায়, সেটা নিয়ে ভাবনাচিন্তাছিল। ৪০-এর কোঠায় এসে পড়ার পর মনে হয়, এটাই সময়। এই দীর্ঘ সময় সুচেতন ও তার সঙ্গী পরিবার এবং স্বজনবন্ধুদের পাশে পেয়েছেন। কিন্তু বৃহত্তর সমাজের অভিজ্ঞতা সবসময় সুখকর হয়নি। সুচেতন বলেন, আমাদের সমাজ সমকামী নারী ও রূপান্তরকামী পুরুষের পার্থক্য সম্পর্কে সচেতন নয়। তবে রূপান্তকামীদের একটা বড় অংশ যেভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন, সেটা আমার ক্ষেত্রে হয়নি।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এখন খুবই অসুস্থ। স্ত্রী মীরা ভট্টাচার্য রয়েছেন স্বামীর সঙ্গে। সঙ্গীকে নিয়ে আলাদা থাকেন সুচেতন। একটি ইউটিউব চ্যানেলের কাজ নিয়ে তিনি ব্যস্ত। সঙ্গী বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত। সুচেতন চান না, রূপান্তরের বিষয়টা নিয়ে তার মাবাবা কোনো ভাবে বিব্রত হয়ে পড়ুন। তাই নিজের মতো নবপরিচয় প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন। ছোটবেলা থেকেই সুচতনের মধ্যে পুরুষের সত্তা জেগে উঠেছিল। তখন কেমন ছিল অভিভাবকদের প্রতিক্রিয়া? সুচেতন বলেছেন, আমি বুঝতে পারতাম নিজেকে। মাবাবাও বুঝেছিলেন। তাদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পেয়েছি। এই অতীতকে পুঁজি করে যৌন সংখ্যালঘুদের পাশে দাঁড়াতে চাইছেন একসময়ের বাম রাজনৈতিক কর্মী।

প্রগতিশীল পরিবারের সদস্য হওয়ায় সমর্থন পেয়েছেন ঠিক কথাই। কিন্তু সেটাই কি আত্মপ্রকাশের পথে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল না? কর্মশালার অন্যতম বক্তা, অভিনেত্রী উষসী চক্রবর্তী বলেন, সেলিব্রেটি বাবার সন্তান হওয়ায় এই সিদ্ধান্ত নেয়া কঠিন ছিল। এই সিদ্ধান্ত প্রান্তিক মানুষের লড়াইয়ে শক্তি জোগাবে।

সিদ্ধান্ত যে কঠিন তা বোঝা যাচ্ছে নেটিজেনদের একাংশের ভাষায়। এই 'ট্রোল' দেখে বিচলিত নন সুচেতন। তৃতীয় লিঙ্গের অধিকার আন্দোলনে যুক্ত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'প্রান্তকথা'র কর্ণধার বাপ্পাদিত্য মুখোপাধ্যায় কর্মশালায় ছিলেন। তিনি বলেন, নিজেকে সুচেতন হিসেবে ঘোষণা করার জন্য শরীর পরিবর্তনের দরকার নেই। নিজের মনের প্রকাশই যথেষ্ট। সেই আইনি অধিকার রূপান্তরকামীদের রয়েছে। এই ঘোষণা অনেক মানুষকে উৎসাহ জোগাবে।

বাইডেন চীনের প্রেসিডেন্ট শি'কে একনায়কদের সঙ্গে তুলনা করলেন

নিউ ইয়র্ক ঃ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন মঙ্গলবার ডেমোক্র্যাটিক পার্টির দাতাদের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ ও তাদেরকে ধন্যবাদ জানানোর এক অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে বক্তব্য দেন। সেখানে তিনি চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিন পিং একনায়কদের সমতুল্য বলে মন্তব্য করেন। ক্যালিফোর্নিয়ার উত্তরাঞ্চলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বাইডেন জানান, শি একটি বিষয় নিয়ে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। ফেব্রুয়ারিতে একটি চীনা বেলুন যুক্তরাষ্ট্রের আকাশ সীমার ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময় যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক জেট বিমান সেটিকে ভূপাতিত করে। ওয়াশিংটন বলেছিল, বেলুনটি গুপ্তচরবৃত্তিতে নিয়োজিত ছিল। বাইডেন বলেন যখন গুপ্তচরবৃত্তিতে ব্যবহৃত সরঞ্জামসহ বেলুনটিকে ভূপাতিত করা হয়, তখন শি জিন পিং খুব অসন্তুষ্ট হন, কারণ তিনি জানতেন না সেগুলো সেখানে ছিল। আমি গুরুত্ব নিয়েই এটা বলছি। যখন কী ঘটছে, তা তারা জানতে পারেন না, তখন তা একনায়কদের জন্য খুব বিব্রতকর বিষয়ে পরিণত হয়, জানান বাইডেন। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন দু ক্ষমতাধর রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘাত এড়াতে যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে বেইজিং সফর করার অল্প কয়েকদিন পরই এলো বাইডেনের এই মন্তব্য। ফেব্রুয়ারির বেলুন ঘটনার পর চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বিরাজমান বহুমাত্রিক দ্বন্দ্ব একটি পূর্ণ মাত্রার কূটনীতিক সংকটে রূপান্তরিত হয়। বুধবার বাইডেনের মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় বেইজিং একে উন্মুক্ত রাজনৈতিক উসকানি হিসেবে অভিহিত করে। চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রকের মুখপাত্র মাও নিং এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আসা মন্তব্যগুলো একেবারে ভিত্তিহীন ও দায়িত্বজ্ঞানহীন। এগুলো মৌলিক বাস্তবতা, কূটনীতিক নীতিমালা ও চীনের রাজনৈতিক সম্মান লঙ্ঘন করে। চীন খুবই অসন্তুষ্ট এবং তীব্রভাবে এর বিরোধিতা করে, জানান তিনি। এর আগেও রাজনৈতিক চাঁদা সংগ্রহ অনুষ্ঠানে বাইডেন উল্লেখযোগ্য, এমন কী উসকানিমূলক বক্তব্য দিয়েছেন। ন্যূনতম কলেবরের এই অনুষ্ঠানগুলোতে সাধারণত ছবি তোলা ও ভিডিও রেকর্ড করার ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকে।

রাজীব সিং কি এরপর পদে থাকতে পারবেন?

কলকাতা ঃ পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচনে সবচেয়ে আলোচিত কর্মকর্তা হলেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিং। বারবার রাজভবনে ডাকলেও যাননি। হাইকোর্ট তাকে প্রচণ্ড তিরস্কার করেছে। একবার নয় একাধিকবার। এরপর রাজ্যপাল আনন্দ বোস রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিংয়ের জয়েনিং রিপোর্ট সই না করে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তারপরই প্রশ্ন ওঠে, এবার কি অত্যন্ত বিতর্কিত এই রাজ্য নির্বাচন কমিশনারকে ইস্তফা দিতে হবে? বৃহস্পতিবার সকালে রাজ্য নির্বাচন দপ্তরে ঢোকার সময় তাকে প্রশ্ন করা হয়, আপনি কি পদত্যাগ করছেন? রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের জবাব, ''সেরকম কোনো তথ্য তো পাইনি।''

বুধবারই কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শিবজ্ঞানম রাজ্য নির্বাচন কমিশনারকে বলেছিলেন, যদি তিনি কেন্দ্রীয় বাহিনী সংক্রান্ত নির্দেশ না মানতে পারেন, তাহলে রাজ্যপালের কাছে গিয়ে ইস্তফা দিন। রাজ্যপাল আরেকজন কমিশনার নিয়োগ করবেন। এরপর রাজ্যপালের সিদ্ধান্তে জল্পনা বাড়ে। তবে বৃহস্পতিবার রাজীব সিংয়ের কথা শুনে মনে হয়েছে, তার পদত্যাগ দেয়ার কোনও ইচ্ছা বা সম্ভাবনা নেই।

শুক্রবারও আবার হাইকোর্টে ভর্ৎসনার মুখে পড়েছেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার। বিচারপতি অমৃতা সিনহা প্রশ্ন করেছেন, '''নির্বাচন কমিশনার এখনো আছেন? কমিশনে পঞ্চায়েত ভোটের নামে কী হচ্ছে জানি না। নির্বাচন প্রক্রিয়া কি এখনও চলছে?'''

ভ্রমণ নিউ টাউন এলাকা না দেখলে ড্রেসডেন ভ্রমণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে

পর্যটনের অবহেলিত গন্তব্য জার্মানির ড্রেসডেন

বার্লিন ঃ জার্মানিতে বেড়ানোর জায়গা হিসেবে মিউনিখ বা বাভেরিয়া যতটা পরিচিত, ড্রেসডেন ততটা পরিচিত নয়। অথচ সেই শহর ও সংলগ্ন এলাকায় পর্যটকরা অনেক কিছু দেখার সুযোগ পেতে পারেন।

লোনলি প্ল্যানেট নামের ভ্রমণের বইয়ের প্রকাশক ২০২৩ সালে ড্রেসডেন শহরকে অন্যতম সেরা ভ্রমণের গন্তব্য হিসেবে তুলে ধরছে। ড্রেসডেন শহরের আকর্ষণ চিরকালই জানা ছিল। এর ছয়টা কারণ তুলে ধরা যাক। উঁচু জায়গা থেকে ড্রেসডেন শহরের দৃশ্য সত্যি মুগ্ধ করার মতো। যেমন এলবে নদীর এক প্রান্ত থেকে বারোক যুগের বিখ্যাত ওল্ড টাউন খুব সুন্দর লাগে। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইটালীয় শিল্পী কানালেতোর আঁকা ছবির সুবাদে সেই দৃশ্যকে 'কানালেতো ভিউ' বলা হয়। 'চার্ট অফ আওয়ার লেডি' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। দুই জার্মানির পুনরেকত্রীকরনের পর গোটা বিশ্ব থেকে চাঁদার অর্থ ব্যয় করে সেই গির্জা পুনর্গঠন করা হয়। আজ এই উপাসনালয়টি পুনর্মিলনের প্রতীক হয়ে উঠেছে। সোম থেকে শুক্রবার দুপুর ১২টা নাগাদ গির্জার অরগ্যানের সুন্দর সুর শোনা যায়। তারপর সেই ভবন ঘুরে দেখতে বিনামূল্যের গাইডেড ট্যুর তো আছেই।

বেশ কয়েকটি চমকপ্রদ ভবন ও সবুজ বাগানভরা সুইঙার প্রাসাদের কমপ্লেক্স ঘুরে দেখার জন্য অবশ্যই হাতে সময় রাখা উচিত, যা বারোক যুগের অসাধারণ শিল্পকীর্তি হিসেবে পরিচিত। সেটি ড্রেসডেন শহরের অন্যতম বিখ্যাত দ্রষ্টব্য।

সেখানেই 'ওল্ড মাস্টার্স' চিত্রশিল্পীদের গ্যালারি রয়েছে। কয়েকশো বছরের পুরানো প্রায় ৭০০ পেন্টিং সেখানে শোভা পাচ্ছে। সেগুলির মধ্যে কানালেতোর বিখ্যাত ড্রেসডেন স্কাইলাইনের ছবিও রয়েছে। রাফায়েলের সিস্টিন ম্যাডোনাও সেই সংগ্রহের অংশ। সেখানকার দুই দেবদূতকে গোটা বিশ্বের অসংখ্য পোস্টার ও পোস্টকার্ডে দেখা যায়।

রয়েল প্যালেস ও সেখানকার 'গ্রিন ভল্ট'ও আবশ্যক গন্তব্যের মধ্যে পড়ে। স্যাক্সনির রাজাদের চেম্বার হিসেবে সেই ভল্টের মধ্যে দুর্লভ অলংকারের অসাধারণ সংগ্রহ রয়েছে। ২০১৯ সালে অভাবনীয় ডাকাতির সময় কিছু সামগ্রী চুরি হয়েছিল। সৌভাগ্যবশত, চোরাই মালের অংশবিশেষ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। নিউ টাউন এলাকা না দেখলে ড্রেসডেন ভ্রমণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, যদিও জায়গাটির নাম কিছুটা বিভ্রান্তির কারণ হতে পারে। বিশাল এক অগ্নিকাণ্ডের পর অষ্টাদশ শতাব্দীতে সেই এলাকা তৈরি করা হয়েছিল। আজ অনেক তরুণতরুণী সেখানে বাস করেন। অসংখ্য দোকান, ক্যাফে ও শিল্পীদের সমারোহ জায়গাটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। ড্রেসডেন শহরের বহুমুখী আকর্ষণের কারণ স্পষ্ট।অবশেষে স্যাক্সনির সুইজারল্যান্ডের উল্লেখ না করলেই নয়। ড্রেসডেনে এলে এলবে নদীর উপর স্টিমবোট ক্রুজে ঘোরার মজাই আলাদা। নৌকায় বসেই ঊনবিংশ শতাব্দীর লশভিৎস সেতু পেরিয়ে যাওয়া যায়, যা 'ব্লু ওয়ান্ডার' নামে পরিচিত। কয়েক কিলোমিটার পরেই স্যাক্সনির সুইজারল্যান্ড বলে পরিচিত অঞ্চল চোখে পড়বে। চুনাপাথরের সেই পাহাড় হাইকার ও ক্লাইম্বারদের কাছে বেশ জনপ্রিয়। এত কিছু করার আছে, যে একঘেয়েমীর কোনো অবকাশই নেই।

পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘোষণা হতেই এবারে কালিয়াচকে তৃণমূল কর্মীদের লক্ষ্য করে বোমাবাজি করার অভিযোগ উঠলো দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে

মালদা ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘোষণা হতেই এবারে কালিয়াচকে তৃণমূল কর্মীদের লক্ষ্য করে বোমাবাজি করার অভিযোগ উঠলো দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। এই হামলার ঘটনায় চারজন তৃণমূল কর্মী গুরুতর জখম হয়েছেন। তাঁদের চিকিৎসা চলছে কালিয়াচকের সিলামপুর গ্রামীণ হাসপাতাল এবং মালদা মেডিকেল কলেজে। রবিবার রাতে এই ঘটনায় তুমুল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে কালিয়াচক থানার আলিপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ লক্ষীপুর গ্রামে । পঞ্চায়েত নির্বাচনের ব্যানার, পোস্টার লাগিয়ে প্রচার চালানোর কাজ চালাচ্ছিলেন তৃণমূল দলের বেশ কিছু সংশ্লিষ্ট এলাকার কর্মীরা। সেই সময় অন্ধকারের মধ্যে একদল দুস্কৃতী এলো পাথারি বোমা ছুঁড়ে বলে অভিযোগ। তাতেই জখম হন চারজন তৃণমূল কর্মী। আর এই ঘটনার পিছনে স্থানীয় কংগ্রেস আশ্রিত দুস্কৃতীদের বিরুদ্ধেই অভিযোগ তুলেছেন আক্রান্ত তৃণমূল কর্মীরা। পুরো ঘটনাটি নিয়ে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব কালিয়াচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন । বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে , আহত তৃণমূল কর্মীদের নাম আবু রায়হান খান (৪৫), জিন্নাত খান (৩৬), রফিক সেখ(৪০) এবং অসীম আখতার (৩৮)। আহতদের প্রথম তিনজন চিকিৎসাধীন কালিয়াচকের একটি গ্রামীণ হাসপাতালে। একজনের চিকিৎসা চলছে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। আহতদের শরীরের বিভিন্ন অংশের পাশাপাশি মাথায় গুরুতর বোমার আঘাত লেগেছে বলেও জানিয়েছে আক্রান্তের পরিবার।

খেলতে গিয়ে ছাদ থেকে পড়ে গুরুতর আহত পাঁচ বছরের শিশুর চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু

মালদা ঃঅন্যান্য শিশুদের সাথে ছাদে খেলতে গিয়ে ছাদ থেকে পড়ে গুরুতর আহত হয়ে মালদা মেডিকেল হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু এক পাঁচ বছরের শিশুর। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তির জন্য আনা হলো মালদা মেডিকেল কলেজের মর্গে। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার উত্তর রামপুর এলাকায়। মৃত শিশুর নাম হরিরাম রাই বয়েস পাঁচ বছর পরিবারের রয়েছে বাবা রাজিব রায় মা কেষ্ট রানী রায়। পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা যায় গত শনিবারের দিন সন্ধ্যার সময় খাদে অন্যান্য শিশুদের সাথে খেলা করছিল। সেই সময় খেলতে গিয়ে ছাদ থেকে পড়ে যায় হরিরাম রায় নামে শিশু। তড়িঘড়ি উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় চাঁচল সুপার স্পেশালিস্ট হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখান থেকে অবস্থার অবনতি রাতে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে। চিকিৎসা চলাকালীন সোমবার সকালে মৃত্যু হয় ও শিশুর। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে শিশুর পরিবার সহ গোটা গ্রাম।

হরিশ্চন্দ্রপুরে নির্বিঘ্নে চলছে নমিনেশন

হরিশ্চন্দ্রপুর ঃ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় পঞ্চায়েত নির্বাচনের নমিনেশন ঘিরে অপৃতকর ঘটনা ঘটলেও হরিশ্চন্দ্রপুর প্রসাশনের উদ্যোগে মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ও দুই নম্বর ব্লকে নির্বিঘ্নে চলছে পঞ্চায়েত নির্বাচনের নমিনেশন । নমিনেশন করতে সমস্যা হলে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অনির্বাণ বসু নিজে হস্তক্ষেপ করে সমস্যা সমাধান করছে।এমন ছবি ধরা পড়েছে সংবাদ মাধ্যমের কেমেরায় সোমবার দিন থেকে মনোনয়ন জমার আগে কেন্দ্র থেকে জারি হয়েছে ১৪৪ ধারা।রয়েছে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী। মনোনয়নকে সামনে রেখে ১ নম্বর ও দুই নম্বর ব্লক দপ্তর জুড়ে কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি করা হয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ।

কেন্দ্রে প্রবেশের মুখে কার্যত নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের নমিনেশন

তৃতীয় দিনেও তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা সামনে না আসার ফলে মনোনয়ন কেন্দ্রে দেখা নেই শাসকদলের প্রার্থীদের।শুরুর দিকে লাইনে দাড়িয়ে ডিসিআর কাটতে দেখা গেল গুটিকয়েক বিরোধী দলের প্রার্থীদের।হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নং ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অনির্বাণ বসু বলেন কোন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র দাখিল করতে অসুবিধা যেন না হয়,তার জন্য আমার তৎপর।

৫৮ বছর বয়সেও রক্তযোদ্ধা সম্মানীয় রঞ্জিত মিশ্র

জলপাইগুড়ি ঃ রক্তদানে পিছিয়ে নেই এহেন মহৎ কাজে রক্তদানে একের পর এক রেকর্ড গড়ে চলেছেন তিনি। রবিবার তিনি তার নিজ গড়া রেকর্ড পূর্ব উত্তর ভারতের সবথেকে বেশি রক্তদানকারী ব্যক্তি ১১০ বার। সেই রেকর্ড ভেঙে ১১১ তম রক্তদানে রেকর্ড গড়লেন উত্তরাখান্ড দেহরাদুনে ''রক্ত মিত্র ''সহযোগিতার Dehradun city blood bank কে। FBC GROUP WEST BENGAL এর আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি তথা গ্রুপ এর Chief অফ Blood ARRANGEMENT SECTION, রঞ্জিত মিশ্র মহোদয় Nimtijhora চা বাগান শ্রমিক ছিলেন. গত ১১.০৩.২০২৩ জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে ১১০ তম রক্তদান করছিলেন. ঠিক তার নব্বই দিনের দিন ১১১ তম রক্তদান করে তিনি এক নতুন রেকর্ড স্থাপন করলেন Uttarakhand এর Dehradun শহরে সিটি Blood ব্যাংক এ.

FBC GROUP er Founder Secretary, Tanmay Sengupta জানিয়েছেন আমাদের গাইড হিসাবে সঠিক মানুষ কে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে. উত্তরবঙ্গ তথা সারা রাজ্যের সমস্ত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গুলো তার জন্য শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা জানিয়েছেন.

যারা বলেন রক্ত দিতে ভয় লাগে তারা দেখুন শিখুন ওনার কাছ থেকে আগ্রহ এবং সাহস থাকলে পৃথিবী জয় করা যায় কিন্তু রক্তদান এটা তো কোন ব্যাপার ই না!

এই সন্ত্রাসের পরিবেশে গ্রামে কি জন পঞ্চায়েত তৈরি হবে ‐ জীব সরকার

শিলিগুড়ি ঃসন্ত্রাস কি উপেক্ষা করে গ্রামে মানুষের পঞ্চায়েত গড়ে উঠবে, রাজগঞ্জে মনোনয়ন খতিয়ে দেখতে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই জানালেন রাজ্য বাম নেতা জীবেশ সরকার।সোমবার মনোনয়নের তৃতীয় দিনে কার্যত আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে প্রক্রিয়া, এদিন সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীদের আনাগোনা লক্ষ্য করা গেল। পক্ষ থেকে মনোনয় ন ঢালাও মনোনয়ন জমা দেওয়ার কথা থাকলেও গুটি কয়েকজনকেই মনোনয়ন জমাতে দেখা গেল।জিবেশ বাবু আরো বলেন রাজ্যের স্বৈরাচারী সরকারকে সরাতে সমস্ত বিরোধী দলগুলোকে এক হওয়ার বার্তা দিয়েছেন তিনি। সেই লক্ষ্যে পক্ষেও সম্মত হয়েছে বলে তিনি দাবি করেছেন। তার কথায় রাজ্যে সন্ত্রাসের তৈরি করেছে রাজ্যের শাসক দল তাসত্ত্বেও গ্রামের সাধারণ মানুষ এবারে তাদের পক্ষেই রায় দেবে। তুমি আশা করেছেন।বিভিন্ন সময়ে রাজ্যের শাসক দল এবং কেন্দ্রের বিজেপি সরকার পাহাড়ের মানুষকে প্রতারিত করছে। ভোট এলে ই মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় বলে তার দাবি এদিকে বাম সংগঠন সবসময় পাহাড়ের মানুষের অধিকারের কথা বলে। তিনি আভাস দেন নাম ক্ষমতায় এলে গোর্খা মানুষের অধিকার নিয়ে সদর্থক ভূমিকা নেবেন তারা।

উত্তর দিনাজপুরে বিডিও অফিসে যাওয়ার সময় কংগ্রেস ও সিপিএম নেতাদের ওপর হামলা ও অপহরণ করার অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে

উত্তর দিনাজপুর ঃ চোপড়ার হাতিঘিসা মোরে কংগ্রেস কর্মীদের গাড়ি হামলা, মারধর, গাড়ি ভাঙচুর করার অভিযোগ উঠল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। ঘটনার পর থেকেই নিখোঁজ কংগ্রেস নেতা অশোক রায়, সিপিএম নেতা বিদ্যুৎ তরফদার সহ একাধিক নেতারা নিখোঁজ রয়েছে। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। জানা গিয়েছে চোপড়া বিডিও অফিসে গাড়িতে করে কাজে আসছিলেন কংগ্রেসের নেতা কর্মীরা। এরপর হাতিঘিসা মোরে কংগ্রেসের গাড়ি আটকে মারধর, গাড়ি ভাঙচুর করে বলে অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে।

দাম নেই আমের, দিশেহারা মালদার আম বিক্রেতারা

মালদা ঃ আড়াই টাকায় ১ কিলো লক্ষণভোগ, ৮ টাকায় হিমসাগর, ১০ টাকায় গোপালভোগ । দাম নেই আমের, দিশেহারা আম বিক্রেতারা। তীব্র দাবদাহের জেরেই মানুষ আম বেশি খেতে চাইছে না। বহু বাগান মালিকেরা পাকা আম গোরুকে খাইয়ে দিচ্ছে বলে এমনও অভিযোগ করেছেন। তাই এখন মালদার বিভিন্ন এলাকায় বাজার , হাটে পসরা সাজিয়ে বসে থাকছেন বিক্রেতারা । এত সস্তার দরে আম বিগত দিনে মালদায় বিক্রি হয়েছিল কিনা জানা নেই অনেকেরই, এমনটাও বলছেন আম রসিক প্রিয় মানুষেরা। কিন্তু এবারে বিপুল উৎপাদন এবং খামখেয়ালী আবহাওয়ার জন্যই আমের বিক্রিতে অনেকটাই ভাঁটা পড়েছে। যেভাবে আম ক্রেতাদের মধ্যে খাবার একটা চাহিদা ছিল, ভ্যাপসা গরমের কারণে সেই আম অনেকেই সাধ্যমতো কিনে খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করছে না। ফলে চাহিদা থাকলেও আম বিক্রিতে ভাটা পড়েছে। আর তাতেই এখন দুশ্চিন্তার কালো মেঘ ঘনিয়েছে আম চাষি ও বিক্রেতাদের মধ্যে। মালদা শহরের রথবাড়ি থেকে শুরু করে বিভিন্ন এলাকার জাতীয় সড়কের ধারে সকাল থেকে ডালি, গামলাতে বিভিন্ন জাতের আম বোঝাই করে নিয়ে বসে থাকছেন পুরুষ এবং মহিলা বিক্রেতারা। তাঁদের বক্তব্য, আড়াই টাকা কিলোয় দরে লক্ষণভোগ বিক্রি হচ্ছে। আট টাকায় হিমসাগর, দশ টাকায় গোপালভোগ বিক্রি হচ্ছে। এরকমভাবে আম বিক্রি হতে থাকলে প্রচুর লোকসানের মধ্যে পড়তে হবে চাষি এবং বিক্রেতাদের। অনেক বাগানের গাছে আম পেকে থাকায় সেগুলি ঝরে পড়ছে । ফলে বাগান মালিকেরা সেইসব আম রাস্তায় ফেলে দিচ্ছেন। এমনকি খুচরো বিক্রেতাদের কাছে জলের দরে সেই আম বিক্রি করে ফেলছেন।

ডেঙ্গু পরিস্থিতি মোকাবেলায় পুরনিগমের প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত হল বৈঠক

শিলিগুড়ি ঃশহরে ডেঙ্গু পরিস্থিতি মোকাবেলায় পুরনিগমের প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত হল বৈঠক। পুরনিগমের অন্তর্গত স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীদের নিয়ে এদিন এই বৈঠক সারলেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার।

প্রতি বছর বর্ষা এলেই শহরে ডেঙ্গুর প্রবণতা দেখা যায়। গত বছর ডেঙ্গুতে মৃত্যুও হয়েছে অনেকের। ফলে এবার ডেঙ্গু পরিস্থিতি আগাম মোকাবেলায় তৎপর পুরনিগম। সোমবার বিকেলে পুরনিগমের প্রধান কার্যালয়ে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। জানা গিয়েছে, যে সমস্ত জায়গায় ডেঙ্গুর প্রবনতা বেশি দেখা যায় সেই জায়গাগুলি চিহ্নিত করা হবে। বাড়ি বাড়ি পরিদর্শনে যাবে ভেক্টর কন্ট্রোল টিম। ডেঙ্গু মোকাবেলায় সমস্ত প্রয়োজেনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা শুরু করে দিয়েছে শিলিগুড়ি পুরনিগম বলে জানান ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার।

কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে ধর্না তৃনমূল মহিলা কংগ্রেসের,টাকা চুরি করছে, হিসেবটা কি কালীঘাট দেবে, প্রশ্ন বিজেপির

জলপাইগুড়ি ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগেই কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামল জেলে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস। মঙ্গলবার সমাজপাড়া মোড়ে অবস্থান আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন তারা। কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনা, জিনিস পত্রের আকাশ ছোঁয়া দাম,একশো দিনের কাজ,আবাস যোজনা সহ আরও কয়েকটি দাবিতে ধর্না অবস্থান আন্দোলন করেন জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা সংগঠন। এইদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ধর্না অবস্থান আন্দোলন করেন তারা।আবাস যোজনা,একশো দিনের কাজের টাকা সহ আরও বিভিন্ন দাবিতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তোপ আনেন তারা। ধর্না প্রসঙ্গে জেলা তৃনমূল কংগ্রেসের নেত্রী নূরজাহান বেগম বলেন, এই ধর্না মঞ্চ থেকে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বঞ্চনার বিরূদ্ধে আওয়াজ তুলছি। অপরদিকে ধর্না মঞ্চ করে আন্দোলনকে কটাক্ষ করে বিজেপির জেলা সম্পাদক শ্যাম প্রসাদ বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা চুরি করে তৃণমুল নেতারা গাড়ী, বাড়ি করছে, টাকার হিসেবটা কি কালীঘাট দেবে।

সবজির সঠিক দাম না মেলার রাস্তায় সবজি ফেলে বিক্ষোভ কৃষকদের

জলপাইগুড়ি ঃ জেলার ধূপগুড়ি সুপার মার্কেটে ঢ্যাঁড়স ফেলে দিয়ে বিক্ষোভ কৃষকদের। বাজারে ঢ্যাঁড়সের চাহিদা নেই ,এমনকি ঢ্যাঁড়স কেনার জন্য কোন পাইকার আসছে না। মঙ্গলবার হাটে বিক্রি করতে নিয়ে আসা ব্যাগ ভর্তি ঢ্যাঁড়স রাস্তায় ফেলে দিয়ে বিক্ষোভ দেখালো কৃষকরা। কৃষকদের অভিযোগ, কেনাতো দূরের কথা,একজন পাইকারও ঢ্যাঁড়সের দাম করতে আসে না। কালিরহাট ,শালবাড়ি সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে গাড়ি ভাড়া দিয়ে হাটে ঢ্যাঁড়স নিয়ে এসে ভাড়ার টাকাও উঠছে না। তাই বাধ্য হয়ে কুইঃটাল কুইঃটাল ঢ্যাঁড়স রাস্তায় ফেলে দিয়েছে কৃষকরা। এমনকি অনেকে আবার গরুকে খাওয়াচ্ছে ঢ্যাঁড়স। প্রসঙ্গত, বেশ কিছুদিন আগে সুপার মার্কেটে একইভাবে প্রতিবাদ জানায় কৃষকরা। ঢ্যাঁড়স বিক্রি করতে না পেরে খালি হাতে বাড়িতে ফিরতে হচ্ছে কৃষকদের।এদিন ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ধূপগুড়ি থানার পুলিশ। পুলিশ কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে তাদের আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেন।

পরকীয়ার অভিযোগে ধূপগুড়ির এক গৃহবধূকে গ্রামে থাকতে বাঁধা স্থানীয়দের

ধূপগুড়ি ঃ সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ধূপগুড়ির মাগুরমারী ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। স্থানীয়দের অভিযোগ, ঐ এলাকার এক গৃহবধূ এর আগে পাঁচ জনের সাথে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জেরে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছেন। এদিন তার স্বামী ফের তাকে বাড়িতে নিয়ে আসলে আপত্তি জানায় গ্রামবাসীরা। এই নিয়ে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ধূপগুড়ি থানার পুলিশ। তবে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে গৃহবধূ। তার দাবী, আমি পালিয়ে কোথাও যাইনি। আমি আত্বিয়র বাড়িতে গিয়েছিলাম।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগের বিরোধিতা করে স্বারকলিপি প্রদান সারা ভারত তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু সমিতির

মালদা ঃ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের HRDC বিভাগে চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগের বিরোধিতা করে বিশ্ব বিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারকে স্বারকলিপি দিলো সারা ভারত তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু সমিতি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের Human Resource Development Centre বিভাগে ৬ জন চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগ করা হবে। বিশ্ব বিদ্যালয়ে বর্তমানে ৫০০ জন চুক্তিভিত্তিক, অস্থায়ী ও মেন্ডেস কর্মী নিযুক্ত আছে। এমতবস্থায় তাদের স্থায়ীকরনের কোনো সুরাহা না করে নতুনভাবে চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগের বিরোধিতা করে মঙ্গলবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার নুপুর দাসকে স্বারকলিপি দিলো সারা ভারত তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু সমিতি সদস্যরা।

বৃষ্টি নামতেই মালদহের মাঠে দেখা গলো হলুদ ব্যাঙের জলকেলী

মালদা ঃ এ কেমন ব্যাঙ!সচরাচর দেখা যায় না এই ধরনের হলুদ রঙের ব্যাঙ। এটা হচ্ছে সোনা ব্যাঙ। তীব্র দাবদাহের পর মালদহে নামলো স্বস্তির বৃষ্টি। বৃষ্টি জলে জলমগ্ন ধানের জমিতে দেখা গেলো দলে দলে হলুদ রঙের ব্যাঙ। সাধারনত আমরা হলুদ রঙের ব্যাঙ মানে সোনা ব্যাঙ,কুনো ব্যাঙ যার গায়ের রঙ ধুসর রঙের। বশীর ভাগ ধুসর রঙর ব্যাঙ বেশী দেখা যায়। তবে মালদহে নরহাট্টা গ্রামপঞ্চায়েতের দূর্গাপর গ্রামে বৃষ্টির জল জমতেই দেখা গেলো হলুদ ব্যাঙ দলে দলে জমিতে ভাসতে দেখা যায়। আর যা দেখতে বৃষ্টি কমতেই হলুদ ব্যাঙ দখতে মানুষের ভীর দেখা গেলো। তীব্র দাবদাহের পর হঠাৎ করে আবহাওয়া দপ্তরের ঘোষনা অনুযায়ী ভোর রাতে মুষল ধারে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি নামে। ঘঃটা দুইয়েক বৃষ্টি চলে। আর তার ফলে জমি থেকে বিভিন্ন জায়গায় জল জমে।কোথাও হাঁটু জল আবার কোথাও তার ওপরেও জল জমে।বৃষ্টি কমতেই দেখা গেলো সেই জলে হলুদ রঙের দলে দলে ব্যাঙ খেলছে। ঘেঙর ঘেঙর ডাকছে আর জশকেলী করছে।আর যা দেখতে ভির করছে গ্রামের মানুষ। গ্রামের বাসিন্দা সীতেস ঘোষ জানান, এই ধরনের ব্যাঙ গ্রামে প্রথম দেখছেন।তবে ভালো লাগছে। সকাল বেলায় হলুদ রঙের ব্যাঙের ঘেঙর ঘেঙর শব্দের।আরো বাসিন্দারা জানান,নরহাট্টা গ্রামপঞ্চায়েতের এই ধানের মাঠের মাঠ দিয়ে প্রতিদিন যাতায়াত করেন। তবে এই ধরনের ব্যাঙ আগে দেখা যায় নি। এই প্রথম দেখছি। ভালো লাগছে। এক সাথে এতো হলেদ ব্যাঙের খেলা।

মনোনয়ন জমা দেওয়ার মাত্র তিন দিন বাকি। প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেনি তৃণমূল কংগ্রেস। ক্ষোভ বাড়ছে কর্মীদের মধ্যে। অভিমানে প্রার্থী পদ থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসর জেলা সভানেত্রীর

কোচবিহার ঃমনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার আর মাত্র তিন দিন বাকি রয়েছে। ইতিমধ্যেই নির্বাচন ঘোষণার পর চার দিন পেরিয়ে গেলেও কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত ঘোষণা করা হয়নি প্রার্থী তালিকা। যার ফলে বর্তমানে দিশেহারা অবস্থায় রয়েছে কোচবিহার জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা। একদিকে যখন বিরোধী দলের পক্ষ থেকে প্রত্যেকটি ব্লকে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার কাজ চলছে জোর কদমে সেই সময় হাত গুটিয়ে জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা নেতৃত্ব দের দিকে তাকিয়ে রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা। পঞ্চায়েত নির্বাচনে কে প্রার্থী হবে? তা নিয়ে বর্তমানে কর্মীদের মধ্যে রয়েছে ধোঁয়াশা। এই অবস্থায় জেলার নেতাদের প্রতি ক্ষোভ বাড়ছে লিচুতলার কর্মীদের। এই অবস্থায় ইতিমধ্যে দিনহাটা ওকড়াবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এর হাজীর বাজার এলাকায় দুই তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীর দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের জেনে গুলিবিদ্ধ হয় এক তৃণমূল কর্মী। এবার রীতিমতো সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রার্থী পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা করলেন কোচবিহার জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী সুচিস্মিতা দেব শর্মা। সূত্রের খবর মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার মাত্র তিন দিন বাকি রয়েছে এখনো পর্যন্ত দলের পক্ষ থেকে তার টিকিট সুনিশ্চিত করা হয়নি। আর এই কারণেই অভিমানে দলের টিকিটে না দাঁড়ানোর ঘোষণা করেন তিনি। সুচিস্মিতা দেব শর্মা গত পঞ্চায়েত নির্বাচন এবং তার আগের পঞ্চায়েত নির্বাচনে জেলা পরিষদের আসলে দাঁড়িয়ে জয়লাভ করেছিল। এবং গত ১০ বছর ধরে কোচবিহার জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রীর দায়িত্বে রয়েছেন। তারপরেও দলের পক্ষ থেকে জেলা পরিষদের কোন আসন সুনিশ্চিত না করায় মূলত অপমানিত বোধ করে অভিমানে তিনি নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করার সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন। সুচিস্মিতা দেব শর্মা বলেন, গত দশ বছর ধরে আমি কোচবিহার জেলা পরিষদের কর্মদক্ষ হিসেবে রয়েছি। আমার সাধ্যমত আমি মানুষের জন্য কাজ করেছি। এবার আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি এই পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবনা। ইতিমধ্যেই আমার সিদ্ধান্তের কথা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে। আগামী দিনে আমি শুধু দলের জন্য কাজ করতে চাই। এই নির্বাচনে আমি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি না। নেত্রী এই সিদ্ধান্তের পর স্বাভাবিকভাবেই জল্পনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। রাজনৈতিক মহলের ধারণা তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠী কোন্দল ঠেকাতে তৃণমূল কংগ্রেস মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষের দুই দিন বেছে নিয়েছে। যাতে তৃণমূল কংগ্রেস থেকে টিকিট না পেয়ে বিক্ষুব্ধ হয়ে কোন তৃণমূল কর্মী তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে বিরোধীদের দলে যোগদান করে নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে না পারে। তাই লাস্ট দুই বলে ছয় মারার অপেক্ষায় রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। এই বিষয়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, মহেন্দ্র সিং ধোনিকে যেমন রেখে দেওয়া হতো শ্লোক ওভার খেলার জন্য। সেরকমেই শেষের দুইদিন স্লোক হবার খেলা হবে। মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভানেত্রী সুচিস্মিতা দেব শর্মার পাত্রী হিসেবে না দাঁড়ানোর ঘোষণা নিয়ে কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, সুচিস্মিতা দেব শর্মা গতবার যে আসলে দাঁড়িয়ে ছিল সেই আসনটি ওপেন হয়ে যাওয়ার কারণে হয়তো কোন টেকনিক্যাল সমস্যা দেখা দিয়েছে। আমরা তাকে ডেকে তার সঙ্গে কথা বলব। এটা নিয়ে কোন সমস্যা হবে না।

দেহ ব্যবসার নামে মেয়েদের ছবি পাঠিয়ে প্রতারণার অভিযোগ দুই টোটো চালকের বিরুদ্ধে

শিলিগুড়ি ঃ দেহ ব্যবসার নাম করে যুবতীদের ছবি পাঠিয়ে প্রতারণার অভিযোগ উঠলো দুই টোটো চালকের বিরুদ্ধে।ঘটনার পর্দা ফাঁস করলো শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ(এসওজি)।গ্রেফতার করা হয়েছে দুজনকে।ধৃতদের নাম প্রশান্ত সাহা(৩১) এবং বাপী সূত্রধর(৩০)।দুজনই শিলিগুড়ির ভক্তিনগরের বাসিন্দা। অভিযুক্ত দুজনই বিবেকানন্দ রোডে টোটো নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো।গ্রাহকদের দেখেই যুবতীদের ছবি দেখিয়ে মোটা অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নিত তারা।এই ধরণের বেশকিছু অভিযোগ পায় শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশ।ঘটনার তদন্তে নামে এসওজি। এরপরই এসওজি শিলিগুড়ির সেবক রোডে অভিযান চালিয়ে দুই প্রতারককে গ্রেফতার করে পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশের হাতে তুলে দেয়।ধৃত দুজনকে আজ শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়েছে।গোটা ঘটনার তদন্তে পুলিশ।

ঝার আলতা এক নং গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত বোর্ডের সদস্যা মাম্পী গাইন আজ তার অনুগামীদের নিয়ে বিজেপিতে যোগদান করলেন

জলপাইগুড়ি ঃ ঝার আলতা এক নং গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত বোর্ডের সদস্যা মাম্পী গাইন আজ তার অনুগামীদের নিয়ে বিজেপিতে যোগদান করলেন। এ যেন ভাঙ্গা গড়ার খেলা ।পঞ্চায়েত নির্বাচন ইতিমধ্যে ঘোষণা করে দিয়েছেন নির্বাচন কমিশন ।আগামী ৮ই জুলাই হতে চলেছে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ভোট। আর এর মধ্যেই উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলা জুড়ে দল বদলের হিড়িক পড়ে গিয়েছে। প্রায় প্রত্যেকদিনই বিভিন্ন দল ছেড়ে বিভিন্ন দলের কর্মী সমর্থক থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত সদস্য ,এমনকি প্রধানকেও দলবদল করতে দেখা যাচ্ছে। ধুপগুড়ি ব্লকের ঝাড় আলতা এক নং গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান যেন নিত্যদিনের ঘটনা। গতকাল সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতে ২০০ জন তৃণমূল কর্মী সমর্থক তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেন। পাশাপাশি গ্রাম প্রধান মমতা রায় সহ আরো চারজন পঞ্চায়েত সদস্য তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে অঞ্চল সভাপতি বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে বাধা প্রাপ্ত করার। ঠিক সে সময়ে ঝার আলতা এক নং গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত বোর্ডের সদস্যা মাম্পী গাইন আজ তার অনুগামীদের নিয়ে বিজেপিতে যোগদান করলেন। বিজেপির দাবি গ্রাম পঞ্চায়েতের দুর্নীতির বিরুদ্ধেই প্রত্যেকে সরব হয়েছেন।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

ব্যাংক পরিচালকদের মেয়াদ বাড়ানোর প্রতিবাদে জাপার ওয়াকআউট

ঢাকা ঃ বিরোধী দল জাতীয় পার্টির (জাপা) সংসদ সদস্যদের তীব্র বিরোধিতা এবং ওয়াকআউটের মধ্যে দিয়ে বুধবার সংসদে ব্যাংক কোম্পানি (সংশোধন) বিল ২০২৩ পাস হয়েছে।

ব্যাংকের পরিচালক পদের মেয়াদ নয় বছর থেকে বাড়িয়ে ১২ বছর করে বিল পাসের প্রতিবাদ করে এসময় সংসদ থেকে ওয়াকআউট করেন জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্যরা।

বিল পাস এবং তার ওপর সাধারণ আলোচনার বিভিন্ন পর্যায়ে সংসদে জাতীয় পার্টির সদস্যরা হইচই করতে থাকেন। এতে সাময়িক সময়ের জন্য সংসদে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়।

ওয়াকআউটের আগে জাপার সংসদ সদস্যরা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ব্যাংক লুটপাটের মূলহোতা এর পরিচালকেরা। সরকার তাদের দলীয় লোকদের সুবিধা দেওয়ার জন্য আইন সংশোধন করছে।

ক্ষোভ প্রকাশ করে উপহাসের ছলে তারা পরিচালকদের মেয়াদ আজীবন করে দেওয়ার সুপারিশ করেন। অবশ্য স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী বিষয়টির ব্যাখ্যা দিয়ে সংসদে রুলিং দেন। জাতীয় পার্টির অনুপস্থিতিতেই বিলটি পাস হয়।

প্রসঙ্গত, গত ৮ জুন ব্যাংক কোম্পানি (সংশোধন) বিল ২০২৩ জাতীয় সংসদে তুলেছিলেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। সংশোধনীর মূল প্রস্তাবে পরিচালক পদের মেয়াদ বাড়ানো কমানোর বিষয়ে কোনো প্রস্তাব ছিল না। পরে সেটি পরীক্ষা করে প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে পাঠানো হয়েছিল। কমিটিও পরিচালক পদের মেয়াদ নিয়ে কোনো সংশোধনী আনেনি।

কিন্তু সংসদে এ বিলটি পাসের আগে এ বিষয়ে সংশোধনী প্রস্তাব দেন সরকারি দলের সংসদ সদস্য আহসানুল ইসলাম। তিনি পরিচালক পদের মেয়াদ ১২ বছর করার প্রস্তাব করেন।

এই প্রস্তাবটি দেখে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখান জাতীয় পার্টির একাধিক সংসদ সদস্য। বিল পাসের আলোচনায় অংশ নিয়ে তারা প্রশ্ন তোলেন, এভাবে বিলে সংশোধনী আনা যায় কি না। এ বিষয়ে তারা স্পিকারের ব্যাখ্যা দাবি করেন।

জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্য ফখরুল ইমাম বলেন, পরিচালক পদের মেয়াদ ১২ বছর করার জন্য সরকারি দলের একজন সদস্য সংশোধনী প্রস্তাব দিয়েছেন। এটা বিল উত্থাপনের সময় ছিল না। যেহেতু সরকারি দলের সংসদ সদস্য এই প্রস্তব দিয়েছেন, তাই মনে হচ্ছে এটা গ্রহণ করা হবে। তিনি প্রশ্ন রাখেন, যে বিষয়টি সংসদে উত্থাপনই হয়নি, সেটা চাওয়া হয় কী করে?

তিনি আরও বলেন, ব্যাংকগুলোতে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর হাত থেকে মুক্ত করতে হবে জাতীয় পার্টির আরেক সংসদ সদস্য মুজিবুল হক চুন্নু বলেন, পরিচালকেরা হচ্ছেন ব্যাংক লুটপাটের মূল হোতা। কোনো পরিচালক সুপারিশ না করলে আমার মত লোক গেলে ব্যাংক ঋণ মিলবে না। চেয়ারম্যান পরিচালকের কারণে ন্যাশনাল ব্যাংক, এক্সিম ব্যাংক শেষ। যে আইনের কোনো ধারা অর্থমন্ত্রী সংশোধনীতে আনেননি, যে সেকশন সংশোধনের জন্য সংশোধনী কমিটি কোনো সুপারিশ করেনি, সেখানে একজন সরকারি দলের সদস্য কোন আইনে এই সংশোধনী আনলেন? তিনি এটা পারেন কি না? এটা জানা খুবই দরকার। অভিভাবক হিসেবে স্পিকার এটা বলবেন বলে আশা করি।

তিনি বলেন, মনে হচ্ছে অর্থমন্ত্রীকে কনভিন্স করে সরকারি দল করেন এমন অনেক ব্যাংকের পরিচালকদের সুপারিশে এটা আনা হয়েছে পাস করার জন্য। সেটা হলে আমরা আমাদের সব সংশোধনী প্রত্যাহার করলাম। কারণ এর থেকে বড় অন্যায় আর হতে পারে না। ব্যাংকের চেয়ারম্যান পরিচালক হাজার কোটি টাকা নিয়ে বিদেশে চলে যায়। আপনারা দেখছেন না। আপনারা আছেন কাউকে ফেভার করার জন্য। পরিচালকের মেয়াদ ১২ বছর করার এই প্রস্তাবের আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাই।

প্রধানমন্ত্রীর তহবিলে ব্যাংক মালিকদের অনুদান দেওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে কাজী ফিরোজ রশীদ বলেন, তারা এই টাকা দিয়ে সংবাদপত্রের প্রথম ও শেষ পাতায় বড় বড় ছবি দিয়ে বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন।

তিনি আরও বলেন, ব্যাংক মালিকদের সুবিধা দেওয়ার জন্য আইনটি আনা হয়েছে। তারা জনগণের টাকার অপব্যবহার করেন। সর্দিকাশি হলেই তারা ব্যাংকের টাকায় সিঙ্গাপুর চলে যান। স্বতন্ত্র পরিচালক কারা এই প্রশ্ন রেখে কাজী ফিরোজ রশীদ বলেন, আমরা তার লিস্ট চাই। আমরা এই ভাগ্যবানদের সংসদে দেখতে চাই। সমস্ত দলীয় কর্মী ও আত্মীয়স্বজনকে স্বতন্ত্র পরিচালক করা হয়। তারা ব্যাংকে যায় শুধু লোন দেওয়ার জন্য। ১০ কোটি টাকা ঋণ দিয়ে দুই কোটি নিজে নিয়ে নিল, এক দিনে ধনী হয়ে গেল। যেন আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ। এখানে হরিলুট চলছে। আমরা কমানোর প্রস্তাব করছি না। এদের মেয়াদ আজীবন করে দিন। আমি এখন প্রস্তাব আনলাম। এই পরিচালকরা আজীবন থাকবে। আল্লাহ যতদিন হায়াত রেখেছেন আপনারা খেতে থাকেন। আমরা দেখতে থাকি।

তিনি আরও বলেন বলেন, এই আইনে সংশোধন আনা হচ্ছে শুধু ব্যাংক মালিকদের সুবিধা দেওয়ার জন্য। বেসরকারি ব্যাংকগুলো এখন বাংলাদেশ ব্যাংকের ওপর খবরদারি করে। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর কে হবেন, ডেপুটি গভর্নর কে হবেন এগুলো তারা নির্ধারণ করে দেয়। ব্যাংকারদের কাছে সরকার জিম্মি হয়ে গেছে। জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্য পীর ফজলুর রহমান বলেন, সরকার তাদের প্রিয় পরিচালকদের কীভাবে পদে রাখবে সেটা ভুলে গিয়েছিল। এ কারণে এই সংশোধনী আনা হয়েছে। যে প্রক্রিয়ায় আইনে সংশোধনী আনা হচ্ছে তা সঠিক প্রক্রিয়া নয়।

বিরোধী দলের সংসদ সদস্যদের সমালোচনার জবাবে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বলেন, খেলাপি ঋণ ১৪ বছরে ১৩ দশমিক দুই শতাংশ থেকে আট দশমিক ছয় শতাংশে নেমেছে। সরকারি ব্যাংকের শাখা দ্বিগুণ বেড়েছে। ব্যাংকের আমানত সাত গুণ বেড়েছে। বছরওয়ারি মুনাফা বেড়েছে আট গুণ।

তিনি আশা প্রকাশ করেন, তার এই বক্তব্যে ভুল বোঝাবুঝির কিছুটা অবসান হবে।

সরকারি দলের সংসদ সদস্য আহসানুল ইসলাম তার সংশোধনী প্রস্তাব তুলতে গেলে বিরোধী দলের সংসদ সদস্যরা হইচই করেন। তখন স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেন, আগে সংসদ সদস্যকে সংশোধনী প্রস্তাব তুলতে দেন। এরপর বিষয়টির ব্যাখ্যা দেওয়া হবে।

আহসানুল ইসলাম সংশোধনী প্রস্তাব তোলার পর স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী এ বিষয়ে রুলিং দেন। সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির সংশ্লিষ্ট বিধি উল্লেখ করে স্পিকার বলেন, মূল সংশোধনীতে বিলের ১০ দফায় সংশোধনীর প্রস্তাব ছিল। আর আহসানুল ইসলাম যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন সেটিও এই দফার একটি উপদফা। এখানে বিলে কোন নতুন ধারা যুক্ত করা হয়নি বা এমন নতুন দফাও যুক্ত করা হয়নি। এটি অপ্রাসঙ্গিক নয়।

স্পিকারের বক্তব্যের পর বিরোধী দলের সদস্য ফখরুল ইমাম কথা বলতে চাইলে স্পিকার মাইক না দিয়ে বলেন, মাননীয় সংসদ সদস্য, এটা আমার রুলিং। এ বিষয়ে আর আপনার কিছু বলার নেই।

স্পিকার রুলিংয়ের পর অর্থমন্ত্রীকে ফ্লোর দেন। এ সময় মাইক ছাড়াই বিরোধী দলের সদস্যরা চিৎকার করতে থাকেন। পরে স্পিকার অর্থমন্ত্রীকে থামিয়ে দিয়ে বিরোধী দলের সদস্যদের বলেন, আমরা বিধির বাইরে কিছু করব না।

এটি বলার সঙ্গেসঙ্গে বিরোধী দলের সংসদ সদস্যরা হইচই শুরু করেন। মাইক ছাড়াই কথা বলতে থাকেন মুজিবুল হক। তার পাশাপাশি কাজী ফিরোজ রশীদও দাঁড়িয়ে কথা বলতে শুরু করেন। এক পর্যায়ে ফিরোজ রশীদকে মাইক দেওয়া হয়।

তিনি অর্থমন্ত্রীকে বলেন, আমরা যে আজীবনের কথা বললাম, আপনি কি সেটা গ্রহণ করলেন? এই এক জন পরিচালক আমৃত্যু থাকবে। সেটা গ্রহণ করছেন? না ১২ বছর করছেন? কোনটা সেটা আমাদের স্পষ্ট বলতে হবে।

মুজিবুল হকও একই ধরনের বক্তব্য দেন। এ সময় বিরোধী দলের সদস্যরা হইচই করতে থাকেন। কিছু সময়ের জন্য সংসদে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়।

পরে স্পিকার অর্থমন্ত্রীকে আবারও মাইক দেন। তবে তিনি কথা বলেননি। এ পর্যায় স্পিকার সংশোধনী ভোটে দেন। দফাভিত্তিক সব সংশোধনী ভোটে দেওয়া হয়। অর্থমন্ত্রী আহসানুল ইসলামের সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এ সময় জাতীয় পার্টি ওয়াকআউট করে সংসদ কক্ষ থেকে বেরিয়ে যায়।

পরে গণমাধ্যমকে দেওয়া এক প্রতিক্রিয়ায় জাতীয় পার্টির মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু বলেন, ব্যাংকের পরিচালকদের মেয়াদ নয় বছর থেকে বাড়িয়ে ১২ বছর করার সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করার প্রতিবাদে আমরা ওয়াকআউট করেছি। বিল উত্থাপনের সময় ছিল না এমন সংশোধনী প্রস্তাব নজিরবিহীনভাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

গরুবোঝাই গাড়ি কেউ থামাতে পারবে না ঃ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

ঢাকা ঃ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যসহ কাউকে নির্দিষ্ট কারণ ছাড়া রাস্তায় গরু বোঝাই গাড়ি থামাতে দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন। এ বছর সারাদেশে মোট ৮ হাজার ৩৯৯টি পশুর হাট বসবে।

এছাড়া তিনি ঈদুল আজহার আগে পোশাক শ্রমিকদের জুন মাসের অর্ধেক বেতন এবং ঈদ বোনাস পরিশোধ করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

মন্ত্রী বলেন, 'গার্মেন্টস মালিকদের জুন মাসের ১৫ দিনের বেতন এবং ঈদুল আযহার ছুটির আগে ঈদ বোনাস দিতে বলা হয়েছে এবং বেতন পরিশোধকে কেন্দ্র করে কোনো ধরনের গার্মেন্টস অস্থিরতা এড়াতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কঠোর নজরদারি রাখবে।'

রোববার সচিবালয়ে ঈদুল আজহাকে কেন্দ্র করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন। ঈদযাত্রা নির্বিঘ্ন করতে পোশাক মালিকদের পর্যায়ক্রমে ঈদের ছুটি দিতে বলেন তিনি।

জিলহজ মাসের চাঁদ দেখা সাপেক্ষে ২৯ জুন বা ৩০ জুন ঈদুল আজহা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকায় এ বছর সারাদেশে মোট ৮ হাজার ৩৯৯টি পশুর হাট বসবে।

সতর্কবার্তা জারি করে মন্ত্রী বলেন, সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়া আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যসহ কাউকে রাস্তায় গরু বোঝাই গাড়ি থামাতে দেওয়া হবে না। যদি কেউ গরু বোঝাই যানবাহন থামানোর সঙ্গে জড়িত থাকে তবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্থানীয় পুলিশ সুপারকে জানাতে হবে এবং ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি আরও বলেন, গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে মোড়ে ও গরুর হাটে ওয়াচ টাওয়ার ও সিসিটিভি বসানো হবে।

তিনি গরু ব্যবসায়ীদের গরুবোঝাই গাড়ির উপরে নির্দিষ্ট গরুর হাটের ট্যাগ দিয়ে একটি ব্যানার টাঙাতে বলেন। আসাদুজ্জামান বলেন, মহাসড়ক ও সড়কে কোনো পশুর হাট বসতে দেওয়া হবে না এবং গরুর হাটে 'হাসিল' সাইনবোর্ড দেখতে হবে।

নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গরুর হাটে একটি অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প স্থাপন করা হবে এবং এর পাশাপাশি সেখানে সাদা পোশাকের পুলিশ মোতায়েন করা হবে বলে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, এটিএম বুথ, জাল নোট শনাক্ত করার মেশিন এবং পশুচিকিৎসক গরুর হাটে পাওয়া যাবে।

বাস ও লঞ্চ টার্মিনাল, রেলস্টেশন ও ফেরি ঘাটে ডোপিং গ্যাং সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে আওয়ামী লীগ নেতা বলেন, এই চক্রের তৎপরতা সম্পর্কে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো সতর্ক থাকবে।

ঈদের ছুটিতে ডাকাতি, ছিনতাই, চুরি ও অন্যান্য অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড রোধে গোয়েন্দা দলের নজরদারি বাড়ানো হবে এবং এই সময়ে র‍্যাবের টহল দৃশ্যমান থাকবে বলে জানান তিনি। তিনি আরও বলেন, যান চলাচল নিশ্চিত করতে সড়ক, মহাসড়ক এবং শহরের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট ও মোড়ে পুলিশ ও আনসার সদস্যরা তাদের দায়িত্ব পালন করবেন। ২৪টি পয়েন্টকে যানজটের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে উল্লেখ করে আসাদুজ্জামান বলেন, এসব স্থানে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং ঈদের ছুটিতে যাত্রীদের নির্বিঘ্নে যাত্রা নিশ্চিত করতে হাইওয়ে পুলিশ, জেলা পুলিশ ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী যৌথভাবে কাজ করবে।

নৌপথে দুর্ঘটনা এড়াতে মন্ত্রী বলেন, লঞ্চের ধারণক্ষমতার বাইরে অতিরিক্ত যাত্রী নেওয়া এবং যাত্রীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ভাড়া নেওয়ার ব্যবস্থা নেবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

ঈদের জামাতের কথা বলতে গিয়ে মন্ত্রী সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানান।আসন্ন ঈদুল আজহার ছুটি একদিন বাড়ানোর বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, এখনো কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি।

সীমান্ত এলাকা দিয়ে কোনো দেশ থেকে গবাদিপশু প্রবেশের বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে চিঠি দিয়েছে এবং প্রতিবেশী দেশগুলো থেকে গবাদিপশু প্রবেশ ঠেকাতে সীমান্তরক্ষী সদস্যরা প্রস্তুত রয়েছে।

লোকসভা ভোটের আগে জানুয়ারিতে অযোধ্যায় রামমন্দির উদ্বোধন

অযোধ্যাঃ আগামী ১৪ জানুয়ারি মকর সংক্রান্তির দিন অযোধ্যায় রামমন্দিরে রামলালার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

দিনক্ষণ তৈরি হয়ে গেল। ২০২৪-এর ১৪ জানুয়ারি রামমন্দিরে রামলালার মূর্তি প্রতিষ্ঠা হবে। এই বছরের অক্টোবরের মধ্যে মন্দিরের একতলা তৈরি হয়ে যাবে। রামমন্দির ট্রাস্টের চেয়ারম্যান নৃপেন্দ্র মিশ্র এই কথা জানিয়েছেন। ২০২৪ সালের এপ্রিলমে মাসে লোকসভা ভোট হতে পারে। বর্তমান লোকসভার মেয়াদ শেষ হচ্ছে আগামী ১৬ জুন। ২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচন হয়েছিল এপ্রিলমে মাসে। সেই হিসাবে ভোটের মাস কয়েক আগে রামমন্দিরে মূর্তি বসে যাচ্ছে। রামমন্দিরের দরজা খুলে যাচ্ছে সাধারণ মানুষের কাছে। বিরোধীরা আগেই অভিযোগ করেছিলেন, ২০২৪ সালের লোকসভা ভোট হিন্দুত্বের আবহে করতে চান মোদী। রাজনৈতিক হিসাব কষেই রামমন্দিরের উদ্বোধন করা হবে।

নৃপেন্দ্র মিশ্র বলেছেন, মন্দিরে মূর্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ১০ দিন ধরে অনুষ্ঠান চলবে। গোটা বিশ্বজুড়ে যাতে তা লাইভ দেখানো হয়, তার ব্যবস্থা করতে চাইছে ট্রাস্ট। সেইমতো আলোচনাও চলছে। মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠান চলবে ১৫ থেকে ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত।

তিনি জানিয়েছেন, মন্দির হবে ৩৬০X২৩৫ ফুটের। প্রথম তলায় ১৬০টি স্তম্ভ বা থাম থাকবে। দ্বিতীয় তলায় ১৩২টি ও তৃতীয় তলায় ৭৪টি থাম থাকবে। মোট পাঁচটি মণ্ডপ থাকবে মন্দিরে। রাম মন্দিরের দেওয়াল হবে বেলেপাথর ও মার্বেল দিয়ে। রাজস্থান থেকে এই পাথর আনানো হয়েছে। গোটা মন্দিরে কোনও স্টিল বা ইটের ব্যবহার হবে না। মন্দিরে ৪৬টি সেগুন কাঠের দরজা থাকবে। গর্ভগৃহের দরজা সহ তিনটি দরজা সোনার হবে। মন্দিরের চূড়াটিও সোনায় মোড়া থাকবে। দেওয়ালেও সোনার কাজ থাকবে। নৃপেন্দ্র মিশ্রের দাবি, কম করে হাজার বছর যাতে মন্দিরটি টিকে থাকে এমনভাবেই বানানো হচ্ছে। ট্রাস্টের সদস্য চম্পত রাই টাইমস নাওকে বলেছেন, ''রামমন্দির পরিসরে আরো সাতটি ছোট মন্দির হবে। সেগুলি বিভিন্ন ঋষি ও রামায়ণের সঙ্গে জড়িত দেবদেবীর মূর্তি থাকবে।'' ট্রাস্টের হিসাব, রামমন্দির বানাতে এক হাজার ৮০০ কোটি টাকা খরচ হবে। সূত্র জানাচ্ছে, প্রতিটি দূতাবাসে এই উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান হবে। বিজেপি নেতা সুদেশ বর্মা জানিয়েছেন, ''শ্রীরামকে রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে দেখা ঠিক হবে না। রাম হলেন ঐক্যের প্রতীক। রাম হলেন মূল্যবোধের প্রতীক। যারা বিজেপি'র কাজ ভালোবাসেন তারা ২০২৪-এ বিজেপিকে ভোট দেবেন। বিজেপি কী করেছে, কী করছে, তা তো মানুষের সামনেই আছে। ফলে ২০২৪-এ জয়ের ব্যাপারে আমাদের মনে কোনো দ্বিধা নেই।'' সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মী আশিস গুপ্ত মনে করেন, ''মন্দিরের প্রভাব লোকসভা ভোটে পড়তে বাধ্য। বিশেষ করে উত্তরভারত, পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে। পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে রামনবমী পালন করা হচ্ছে, তা থেকেই পরিস্থিতি বোঝা যাচ্ছে।'' আশিস বলেছেন, ''প্রভাব পড়বে বলেই তো মন্দির তৈরির কাজ পুরো শেষ না করেই তাড়াহুড়ো করে মন্দিরের দরজা সকলের জন্য খুলে দেয়া হচ্ছে।

নরেন্দ্র মোদীকে কেন এত গুরুত্ব দিচ্ছে অ্যামেরিকা?

নতুন দিল্লিঃ প্রদানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সফরকে খুবই গুরুত্ব দিচ্ছে অ্যামেরিকা। কেন? বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বললো ডিডাব্লিউ। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর নরেন্দ্র মোদীর এটাই প্রথম যুক্তরাষ্ট্রে স্টেট ভিজিট বা রাষ্ট্রীয় সফর। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার তিনি মার্কিন কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে ভাষণ দেবেন। উইনস্টন চার্চিল, নেলসন ম্যান্ডেলার মতো অল্প কয়েকজন রাষ্ট্রনেতা এই সম্মান পেয়েছেন। জো ও জিল বাইডেন বুধবার রাতে মোদীকে হোয়াইট হাউসে নৈশভোজে আপ্যায়ন করেছেন। বোঝা যাচ্ছে, এই সফরকে অ্যামেরিকা যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে। ভারতে বিশেষজ্ঞরা কেমনভাবে দেখছেন এই সফরকে? দিল্লির কূটনীতি বিশেষজ্ঞ প্রবীণ সাংবাদিক প্রণয় শর্মা বলেছেন, ''অ্যামেরিকা পুরো রেড কার্পেট বিছিয়ে দিয়েছে মোদীর জন্য। এই প্রথম মোদী অ্যামেরিকায় স্টেট ভিজিটে গেলেন। আগে বহুবার গেছেন। কিন্তু সেগুলি স্টেট ভিজিট নয়।'' প্রণয়ের ব্যাখ্যা, ''নানা ধরনের সফর হয়। ওয়ার্কিং ভিজিট হয়। অল্প সময়ের জন্য এসে কিছু বিষয়ে আলোচনা করে রাষ্ট্রনেতা চলে যান। মধ্যাহ্নভোজ বা এই ধরনের একটা অনুষ্ঠান থাকে সেখানে। কিন্তু স্টেট ভিজিটে যিনি আসবেন তাঁকে ২১টি তোপধ্বনি দিয়ে হোয়াইট হাউসে স্বাগত জানানো হয়। সাউথ লনে সকলের সঙ্গে আলাপ করানো হয়। নৈশভোজ বা ব্যাঙ্কোয়েট দেন প্রেসিডেন্ট। সেখানে অ্যামেরিকার বিভিন্ন ক্ষেত্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বরা থাকেন।'' প্রণয়ের মতে, ''মোদীর প্রতি বাইপার্টিজান সমর্থন আছে। তার অর্থ, শুধু বাইডেন বা তার দল নয়, বিরোধী রিপাবলিকানরাও মোদীকে একইরকমভবে স্বাগত জানাচ্ছেন। তারাও চান, ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক। হাউসের স্পিকার ম্যাকার্থি মোদীকে যৌথ অধিবেশনে ভাষণ দিতে ডেকেছেন। ফলে বাইডেন এবং রিপাবলিকান দুই পক্ষই চাইছে, দুই দেশের সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হোক।''

অ্যামেরিকার কিছু পার্লামেন্ট সদস্য চিঠি লিখে অনুরোধ করেছেন,

প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে যেন মানবাধিকারের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন মার্কিন কর্তৃপক্ষ। এই প্রসঙ্গে প্রণয়ের বক্তব্য, ''গণতন্ত্রে বিভিন্ন ধরনের মত থাকবে। সকলের মত এক হবে, তা নয়। অ্যামেরিকা ভাইব্র্যান্ট গণতন্ত্র। তাদের নিজেদের প্রেসিডেন্টকে নিয়েও কত মত রয়েছে। তাই নরেন্দ্র মোদীকে নিয়ে সরকারি একটা মত থাকতে পারে, কিছু প্রতিনিধির অন্য মত থাকতে পারে। তারা সেটা তুলতে পারেন। কিন্তু সরকারিভাবে এমন কোনো প্রশ্ন তোলার চেষ্টা হচ্ছে না, যাতে তিক্ততা বাড়ে। ইতিবাচক দিকটা তুলে ধরার চেষ্টা চলছে।''

অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল উৎপল ভট্টাচার্য মনে করছেন, ''সামরিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই সফর। ডিডাব্লিউকে তিনি বলেছেন, আমরা দীর্ঘদিন শুধু ওয়ারশ চুক্তিভুক্ত দেশ থেকে কেনা অস্ত্র দিয়ে লড়েছি। যখন সোভিয়েত ভেঙে যায়, আমাদের খুব অসুবিধা হয়েছিল। এখন আমরা ন্যাটো গোষ্ঠীভুক্ত দেশ থেকে অস্ত্র পাচ্ছি। অ্যামেরিকা থেকে প্রচুর অস্ত্র পাচ্ছি বা পেতে পারি। যেমন ড্রোনের কথা হচ্ছে, সাবমেরিনের কথা হচ্ছে, জেটইঞ্জিনের কথা হচ্ছে।'' উৎপল ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, ''২০০০ সালের পর থেকে যখন আমরা অ্যামেরিকা থেকে বেশি করে অস্ত্র কেনা শুরু করলাম, তখন ওরা সর্বশেষ প্রযুক্তির অস্ত্র দিত না। কিছুটা পুরনো অস্ত্র দিত। এখন অবস্থা পাল্টেছে। আমরাও আশা করব, সর্বশেষ অস্ত্র, প্রযুক্তি আমাদের দেবে অ্যামেরিকা। পাকিস্তানকে ওরা সর্বশেষ প্রযুক্তির এফ১৬ দিয়েছে।''

প্রণয় শর্মা মনে করেন, ''ভারতের একটা বিশাল বাজার আছে। যেখানে অ্যামেরিকা শুধু যে অস্ত্র বিক্রি করতে পারবে তাই নয়, বিশাল মধ্যবিত্ত শ্রেণির বাজার তাদের কাছে আকর্ষণীয়। ভারতের নলেজ পুল আছে। একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, ভারতসহ এশিয়ার দেশগুলিতে উৎপাদন খরচ অনেক কম। ইউরোপ বা অ্যামেরিকার তুলনায়। তারা আগে চীনে বিনিয়োগ করেছে, দক্ষিণ কোরিয়ায় করেছে। কিন্তু চীনের পর ভারতের মতো এত বড় বাজার নেই।'' প্রণয়ের মতে, ''কোভিডের পর অনেকের মনে হচ্ছে, একটামাত্র বাজারের উপর নির্ভর করা উচিত নয়। তাই ছড়িয়ে থাকতে হবে। তারা কিছু দেশ বেছে নিয়েছে। ভারত তার মধ্যে অন্যতম।'' উৎপল ভট্টাচার্য মনে করছেন, ''আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হলো প্রশান্ত মহাসাগর। চীন এটাকে সাউথ চায়না সির সঙ্গে মিলিয়ে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রাধান্য বিস্তার করতে চাইছে। তার মোকাবিলায় কোয়াড হয়েছে। অ্যামেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, জাপান ও ভারত মিলে কোয়াড তৈরি করেছে। এটা চীনের প্রতি বার্তা। সেই দিক থেকে ভারতের গুরুত্ব অ্যামেরিকার কাছে বাড়ছে।'' প্রণয় শর্মাও মনে করেন, ''চীনের কারণে অ্যামেরিকার কাছে ভারত বাড়তি গুরুত্ব পাচ্ছে। বাইডেন দেখেছেন, অ্যামেরিকার আধিপত্যকে কোনো দেশ যদি চ্যালেঞ্জ করতে পারে, সেটা চীন। তাই চীনকে তারা সবচেয়ে বড় বিপদ মনে করে। এশিয়াপ্যাসিফিকে বিভিন্ন দেশ আছে, চীনের এই উত্থানে যারা প্রচুর সমস্যায় আছে। আমরা জানি, ভারতের সঙ্গে চীনের সীমান্তে ২০২০ থেকে সংঘাতের পরিস্থিতি রয়েছে। চীন একতরফা চুক্তি ভেঙে সীমানা বদলাতে চেয়েছে।'' তার বক্তব্য, ''অ্যামেরিকা, অন্য দেশগুলিকে সঙ্গে নিয়ে চীনের মোকাবিলা করতে চাইছে। তবে অ্যামেরিকা যেভাবে চীনকে দেখবে, ভারত সেভাবে দেখতে পারে না। চীন ভারতের প্রতিবেশী দেশ। আমাদের সমস্যার মোকাবিলা অন্যভাবে করতে হবে।'' প্রণয় শর্মার বক্তব্য, ''ভারতের নীতি, যা এখন অনেক দেশ নিচ্ছে, তা হলো, আমি কোনো দেশের সঙ্গে এমন শত্রুতা রাখব না যাতে ক্ষতি হয়। গায়ে পড়ে ঝগড়া করলে অন্য কথা। তাছাড়া যত বেশি দেশের সঙ্গে সম্ভব সুসম্পর্ক রাখব। অনেক বিষয়ে একমত না হলেও রাখব। অ্যামেরিকার সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখা মানে রাশিয়ার সঙ্গে রাখতে পারব না, এমন নয়। আরো অনেক দেশের সঙ্গে ভারত সম্পর্ক মজবুত করতে চাইছে। তাতে ভারতের লাভ। কোনো দেশের প্রাথমিকতা তো তার নিজের স্বার্থ দেখা। সকলেই এটা করে।'' উৎপল ভট্টাচার্যের মতে, ''আমরা রাশিয়া বা ইউক্রেন কারো পক্ষে নেই। আমরা রাশিয়া থেকে তেল নিয়ে অন্য দেশে বিক্রি পর্যন্ত করছি। কারণ, আমরা নিজেদের স্বার্থ দেখছি। আমরা বলছি, যুদ্ধ কোনো বিকল্প নয়।'' তিনি বলেছেন, ''অ্যামেরিকা ও রাশিয়া দুই দেশের সঙ্গেই সুসম্পর্ক চায় ভারত। এটা একটা ব্যালেন্সিং অ্যাক্ট, যা এখনো পর্যন্ত ভারত ঠিকভাবেই করে চলেছে।''

সম্পাদকীয়

প্রবাসী ভারতীয়দের কোন জাদুতে বশ করেছেন মোদী

ওয়াশিংটন ডিসির রোনাল্ড রেগন সেন্টারে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর যে সভা অনুষ্ঠিত হবে ‐ তাতে হাজির থাকার জন্য আমেরিকায় বসবাসকারী ভারতীয়রা দলে দলে ভিড় করছেন। এই অনুষ্ঠান শুধু 'আমন্ত্রিত অতিথি'দের জন্য, তারপরও এক একটা টিকিটের জন্য চলছে হাহাকার! এর ঠিক আগের দিন মার্কিন কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী, সেখানেও দর্শক গ্যালারির একটা আসন সেনেটর ও কংগ্রেসম্যানরা যাতে নিজের কোটা থেকে বরাদ্দ করে দেন ‐ সে দেশের ভারতীয়রা সে জন্য তাদের ব্যতিব্যস্ত করে মারছেন। হোয়াইট হাউসের সাউথ লনে প্রেসিডেন্ট বাউডেন ও ফার্স্ট লেডি জিল বাইডেন মোদীর সম্মানে যে 'রিসেপশন' দিচ্ছেন, সেখানেও দর্শক হিসেবে 'রেজিস্ট্রেশন' করানোর জন্য প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে ধুম পড়ে গেছে। আসলে প্রধানমন্ত্রী মোদী আমেরিকায় পা রাখলেই সেখানে বসবাসকারী ভারতীয় বা ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের মধ্যে তাঁকে ঘিরে যে প্রবল মাতামাতি শুরু হয়ে যায়, এবারেও তার কোনও ব্যতিক্রম হচ্ছে না। দু'হাজার চৌদ্দ সালে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর আমেরিকায় তাঁর প্রথম সফরে নরেন্দ্র মোদী নিউ ইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে প্রায় হাজার বিশেক ভারতীয়‐আমেরিকান দর্শকের সামনে ভাষণ দিয়েছিলেন, সেই 'ট্র্যাডিশন' এখনও চলছে। দু'হাজার উনিশ সালে টেক্সাসে মোদীর 'হাউডি মোদী' অনুষ্ঠানেও দর্শক উপচে পড়েছিল, এসেছিলেন তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও। বস্তুত শুধু আমেরিকা নয় ‐ পৃথিবীর যে সব দেশে একটা বড় সংখ্যায় ভারতীয় বংশোদ্ভূত লোকজন বা 'ইন্ডিয়ান ডায়াসপোরা' আছে, সেখানে সফরে গেলেই তাদের সঙ্গে মেলামেশা করা কিংবা সভায় ভাষণ দেওয়াটা মোদী প্রায় নিয়মে পরিণত করে ফেলেছেন। আমেরিকা ছাড়াও ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, জার্মানি, ফ্রান্স, এমন কী সংযুক্ত আরব আমিরাত ‐ গত ন'বছরে বিশ্বের নানা প্রান্তেই এই একই দৃশ্য দেখা গেছে। গত মাসে যেমন সিডনির কুদোস ব্যাঙ্ক এরিনাতে মোদীর সভায় প্রবাসী ভারতীয়দের ঢল দেখে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি অ্যালবানিজ বলেই ফেলেছিলেন, এতো রক কনসার্টকেও হার মানাবে! কিন্তু ঠিক কীসের আকর্ষণে প্রবাসী ভারতীয়রাও বছরের পর বছর ধরে এভাবে নরেন্দ্র মোদীতে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে আছেন? বস্তুত মোদীর আগেও ভারতে বহু জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী এসেছেন, কিন্তু বিদেশের মাটিতে তারা এরকম আবেগ‐উচ্ছ্বাসের ঝড় তুলতে পারেননি যা নরেন্দ্র মোদী করে দেখাচ্ছেন। প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে নরেন্দ্র মোদীর এই বিপুল জনপ্রিয়তার পেছনে একটা সূক্ষ্ম রাজনৈতিক কেমিস্ট্রি যে কাজ করেছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। বিজেপি ও আরএসএসের প্রভাবশালী নেতা রাম মাধবের মতে, প্রবাসী ভারতীয়দের কাজে লাগিয়ে বিদেশের মাটিতে ভারতের স্বার্থ দেখার জন্য খুব সচেতনভাবে নরেন্দ্র মোদী সরকার তাদের কূটনীতিতে এই 'ডায়াসপোরা' এলিমেন্টটা নিয়ে এসেছে। দু'হাজার পনের সালে নরেন্দ্র মোদী যখন সবে তাঁর এই 'ডায়াসপোরা আউটরিচ'টা শুরু করেছিলেন, সে সময় দ্য গার্ডিয়ান পত্রিকাকে রাম মাধব বলেন, এই প্রবাসী ভারতীয়রা যে যে দেশে আছেন সে সেব দেশের অনুগত নাগরিক হয়েও কিন্তু ভারতের কন্ঠস্বর হয়ে উঠতে পারেন। তিনি আরও বলেছিলেন, আমেরিকার মাটিতে ইহুদীরা যেভাবে ইসরায়েলের স্বার্থ দেখে থাকেন, ঠিক সেভাবেই যাতে ভারতীয় বংশোদ্ভূতরাও সে দেশে ভারতের স্বার্থ দেখতে পারেন, এটাই ছিল এই পদক্ষেপের পেছনে প্রধান লক্ষ্য। এই সচেতন প্রচেষ্টা শুরু করার প্রায় এক দশক পর এসে দেখা যাচ্ছে সেই লক্ষ্য অনেকটাই সফল হয়েছে। নরেন্দ্র মোদীর জীবনীকার ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায় আবার মনে করিয়ে দিচ্ছেন, প্রবাসীদের আরও কাছাকাছি পৌঁছতে ২০১৪ সাল থেকে মোদী আর একটি পুরনো পরম্পরাও কিন্তু ভেঙে ফেলেন। আগে বিদেশে গিয়ে ভারতের নেতারা দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি নিয়ে কথা বলতেন না, আর সেটাই ছিল রেওয়াজ। কিন্তু ২০১৪র পর থেকে মোদী একের পর দেশে গিয়ে বলতে শুরু করেন তিনি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে কী কী বদলেছে, কেন ভারতীয় বলে নিজের পরিচয় দিতে মানুষ এখন গর্ববোধ করে, কীভাবে কংগ্রেস ভারতের আত্মমর্যাদাকে ভূলুন্ঠিত করে রেখেছিল ইত্যাদি ইত্যাদি, বলছিলেন মি মুখোপাধ্যায়। এর সঙ্গে যোগ করা হয় প্রচ্ছন্ন হিন্দুত্বের একটা ন্যারেটিভ। নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের কথায়, বিলেত‐আমেরিকায় গিয়ে নরেন্দ্র মোদী কিন্তু ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ভাষণ দেন না, লক্ষ্য করে দেখবেন তিনি কথা বলেন 'হিন্দু হৃদয়সম্রাট' হিসেবে।

ইউক্রেনীয় বাহিনীর 'পাল্টা অভিযান' আসলে কতটা সফল হলো?

ইউক্রেন তাদের রুশ‐দখলকৃত ভূখন্ড উদ্ধারের জন্য পাল্টা অভিযান শুরু করার পরে এখনও পর্যন্ত বড় কোন সাফল্য পেয়েছে এমন কোন ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে না।

ইউক্রেনীয় বাহিনী বলছে, পাল্টা অভিযানে এ পর্যন্ত জাপোরিশা ও দোনেৎস্ক অঞ্চলের আটটি গ্রাম পুনর্দখল করেছে তারা। প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কিও এখন স্বীকার করছেন যে যুদ্ধে অগ্রগতি প্রত্যাশার চেয়ে অনেক ধীর গতিতে হচ্ছে।

এ্যান্ড্রু ক্র্যামার
প্রাবন্ধিক

কিছু লোক মনে করে যে এটা একটা হলিউড সিনেমা, তারা এক্ষুণি ফলাফল চায়। কিন্তু যুদ্ধ কোন মুভি নয় ‐ বলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি।

তিনি স্বীকার করেছেন যে রুশদের বিরুদ্ধে তার বাহিনীর পাল্টা অভিযানে অগ্রগতি হচ্ছে ধীর গতিতে।

মি. জেলেনস্কি এমন এক সময় এ কথা বললেন যখন ইউক্রেনের দক্ষিণ ও পূর্বদিকে রুশ অধিকৃত এলাকার প্রতিরক্ষাব্যূহ সংলগ্ন এলাকাগুলোতে ব্যাপক লড়াই চলার খবর পাওয়া যাচ্ছে। এরই পাশাপাশি ইউক্রেনের বিভিন্ন শহরে নিয়মিত ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চলছে।

ইউক্রেনীয় বাহিনী বলছে, দু সপ্তাহব্যাপী পাল্টা অভিযানে এ পর্যন্ত জাপোরিশা ও দোনেৎস্ক অঞ্চলের আটটি গ্রাম পুনর্দখল করেছে তারা। অন্যদিকে ইউক্রেনেরই ডেপুটি প্রতিরক্ষামন্ত্রী হান্না মালিয়ার বলছেন, দোনেৎস্কের বাখমুত ও লিমানে রুশ বাহিনীও এলাকা দখল করার চেষ্টা করে যাচ্ছে।

মিজ মালিয়ার বলছেন, ইউক্রেনীয় সৈন্যরা এ পর্যন্ত ৪.৩ মাইল এগিয়েছে এবং ৪৪ বর্গমাইল এলাকা পুনর্দখল করেছে। সবশেষ দখল করা গ্রামটি হচ্ছে পিয়াটিখাটস্কি। স্থানীয় রুশ কর্মকর্তা এবং রুশ সামরিক ব্লগাররাও এ খবর নিশ্চিত করেছেন।

তবে এসব যুদ্ধে রুশ বাহিনীর স্থল ও আকাশ থেকে চালানো আক্রমণে ইউক্রেনীয় বাহিনী পশ্চিমাদের দেয়া নতুন কিছু ট্যাংক ও সাঁজোয়া যান হারিয়েছে। প্রাণহানি কত হয়েছে তা প্রকাশ করা হয়নি। রুশ বাহিনী বলছে, জাপোরিশা ও লিমানের কাছে তারা ইউক্রেনীয় আক্রমণ প্রতিরোধ করে তাদের হারিয়ে দিয়েছে।

কোন দাবির সত্যতাই যাচাই করা যায়নি।

ইউক্রেন যে সমস্ত অগ্রগতির কথা বলছে, সংবাদমাধ্যমগুলোর রিপোর্ট থেকে আভাস মেলে যে তার পরিমাণ খুবই সামান্য।

মি. জেলেনস্কিও এখন বলছেন, তাদের পাল্টা অভিযান কঠিন হয়ে পড়েছে ‐ কারণ ইউক্রেনের ৭৭,২২০ বর্গমাইল এলাকায় মাইন পেতে রেখেছে রুশ বাহিনী।

একটি ব্রিটিশ গোয়েন্দা রিপোর্টে রোববার বলা হয়, দক্ষিণের পুরো ফ্রন্টলাইন জুড়ে বেশ কিছু স্থানে যুদ্ধ তীব্রতর হয়েছে, তবে তেমন কোন বড় অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে না।

এতে বলা হয়, উভয় পক্ষেই উচ্চ মাত্রায় ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানি হচ্ছে এবং সামরিক বিশেষজ্ঞদের মতে এখানে হয়তো আগামী মাসগুলোতে কামান ও পরিখাভিত্তিক যুদ্ধ দেখা যাবে।

মার্কিন সংবাদমাধ্যমের রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, ইউক্রেনীয় বাহিনী যতটা অগ্রগতি অর্জন করেছে তাকে 'ক্ষুদ্র' বলে অভিহিত করছে তারা।

বলা হয়, এটুকু অগ্রগতি অর্জনের জন্য তাদের প্রাণহানি এবং পশ্চিমা দেশগুলোর দেয়া অত্যাধুনিক সামরিক সরঞ্জাম ধ্বংস হবার মত মূল্য দিতে হয়েছে। রুশ বাহিনী এসব ক্ষয়ক্ষতিকে তাদের 'ট্রফি' হিসেবে প্রচার করছে।

কিছু বিশ্লেষক বলছেন, ইউক্রেনের

কাউন্টার‐অফেন্সিভের সাফল্য কতটা তা নিরুপণ করতে কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস লেগে যাবে।

এ যুদ্ধে আসলে কি হচ্ছে তা বলা খুবই কঠিন।

মার্কিন দৈনিক নিউইয়র্ক টাইমসের সংবাদদাতা এ্যান্ড্রু ক্র্যামার জাপোরিশা থেকে জানাচ্ছেন, পরস্পরবিরোধী দাবি‐পাল্টা দাবির কারণে যুদ্ধক্ষেত্রের প্রকৃত অবস্থা কী তা যাচাই করা কঠিন হয়ে পড়েছে।

তবে এসবের মধ্যেও কোন পক্ষই যে খুব একটা সুবিধাজনক অবস্থায় নেই তার আভাস পাওয়া যায়।

মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিন ও জয়েন্ট চিফ অব স্টাফ জেনারেল মার্ক মাইলিও ইতোমধ্যেই স্বীকার করেছেন যে ইউক্রেনের বাহিনী তীব্র প্রতিরোধের সম্মুখীন হচ্ছে এবং তাদের সেনা ও পশ্চিমাদের দেয়া ট্যাংক ও সাঁজোয়া যান ‐ উভয়ে ক্ষেত্রেই ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে।

তবে তারা এটাও বলেছেন, এই কঠিন পরিস্থিতি প্রত্যাশিত ছিল এবং ইউক্রেনীয়রা এ ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে পারবে।

ক্ষয়ক্ষতির কথা স্বীকার করছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনও।

নিউইয়র্ক টাইমস জানাচ্ছে, সম্প্রতি এক বিরল স্বীকারোক্তিতে মি. পুতিন বলেন, রাশিয়ার নিজস্ব কিছু সমস্যা আছে । এর মধ্যে আছে নির্ভুলভাবে লক্ষ্যে আঘাত হানতে সক্ষম এমন অস্ত্রের সরবরাহের স্বল্পতা, আর একটি হলো রুশ বাহিনী ও ওয়াগনার নামের ভাড়াটে বাহিনীর মধ্যেকার সংঘাত।

এছাড়া কয়েকদিন আগে রুশ সংবাদদাতা ও সামরিক ব্লগারদের সাথে কথা বলার সময়ও মি. পুতিন স্বীকার করেন যে জুন মাসে তারা ৫৪টি ট্যাংক সহ বেশ কিছু ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছেন।

ইউক্রেন যুদ্ধে অগ্রগতি হচ্ছে বলে যেসব দাবি করছে ‐ সেগুলো স্বাভাবিকভাবেই অস্বীকার করছেন মি. পুতিন এবং বলছেন যে ইউক্রেনীয় বাহিনী যে পরিমাণ ট্যাংক হারিয়েছে তার সংখ্যা রুশ পক্ষের চেয়ে শত শত বেশি। তা ছাড়া কোন জায়গাতেই তাদের বলার মত কোন অগ্রগতি হয়নি ‐ একথাও বলেন তিনি।

এক সপ্তাহ আগেকার কিছু রুশ আক্রমণ থেকে ধারণা হয় যে কিয়েভের বাহিনীর সামনে অত্যন্ত বিপজ্জনক কিছু সমস্যা রয়েছে।

সামরিক বিশ্লেষকরা বলছেন, তারা যখন তাদের পরিখাগুলো থেকে বের হয়ে তাদের নিজেদের বাহিনীর বিমান প্রতিরক্ষা এবং ইলেকট্রনিক জ্যামিং ব্যবস্থার আওতার বাইরে চলে যাচ্ছে ।

এর ফলে তারা রুশ বিমান হামলার সহজ শিকারে পরিণত হবার ঝুঁকিতে রয়েছে।

আমেরিকানদের দেয়া স্টিংগারের মত কাঁধে‐বহনযোগ্য বিমান‐বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে ইউক্রেনীয় সৈন্যরা সামনে এগুতে পারছে।

কিন্তু এর চাইতে উন্নত ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা যা সামরিক যানের ওপর বসাতে হয়, সেগুলো নিয়ে সামনে এগুতে গেলে তাদের রুশ কামানের গোলার মুখে পড়তে হবে।

ইউক্রেন বহু দিন ধরেই যুক্তরাষ্ট্রের কাছে এফ১৬ যুদ্ধ বিমান চাইছে ‐ যাতে তারা তাদের অগ্রসরমান বাহিনীকে আকাশ থেকে সুরক্ষা দিতে পারে।

তবে এফসিক্সটিন বিমান পেতে আরো অনেকটা সময় লাগবে ।

মি. জেলেনস্কি বলছেন, তার ধারণা আগস্ট মাস নাগাদ ইউক্রেনীয় যোদ্ধা পাইলটদের প্রশিক্ষণ শুরু হবে এবং প্রথম এফসিক্সটিন বিমানের চালান আসতে আসতে ছয় থেকে সাত মাস পার হয়ে যাবে।

স্থল যুদ্ধ সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ এবং রয়াল ইউনাইটেড সার্ভিসেস ইনস্টিটিউট বা রুসির একজন ফেলো জ্যাক ওয়াটলিং বুধবার এক নিবন্ধে লিখেছেন, এখন যেখানে যুদ্ধ হচ্ছে ‐ রাশিয়ার আসল প্রতিরক্ষাব্যূহ এখনো তার থেকে অনেকটা দূরে।

তিনি বলছেন, ইউক্রেনের বাহিনী এখনো রুশদের হাতে‐খোঁড়া পরিখা ও ছোট ছোট ফায়ারিং পজিশনগুলো ভেদ করে এগুনোর চেষ্টা করছে।

কিন্তু সেখান থেকে ১৫‐২০কিলোমিটার দূরে রয়েঝে রাশিয়ার আসল প্রতিরক্ষাব্যূহ যেখানে আছে যথাযথভাবে তৈরি করা পরিখা, কংক্রিটের সুরক্ষিত ফায়ারিং পোস্ট, ট্যাংক প্রতিরোধী ব্যবস্থা, সমন্বিত আর্টিলারি সিস্টেম এবং আরো কিছু মাইন পাতা এলাকা।

ইউক্রেনের বাহিনী সামনে এগুলে তাদের আকাশ থেকে বিমান প্রতিরক্ষা যথেষ্ট জোরদার না হলে তারা রুশ হেলিকপ্টার ও যুদ্ধবিমানের অব্যাহত আক্রমণের মুখে পড়বে।

তা ছাড়া ইউক্রেন কোন একটি জায়গায় খুব বেশি সৈন্য সমাবেশ করছে না।

মি. ওয়াটলিং বলছেন, তারা চাইছে তাদের আক্রমণগুলোর ফলে রুশরা তাদের অবস্থানগুলোতে আরো সৈন্য নিয়ে আসুক, তাহলে তাদের দুর্বল জায়গাগুলো কোথায় তা বোঝা ইউক্রেনীয়দের জন্য সহজতর হবে।

তবে সেটা এখনো ঘটবে বলে রুশ নেতৃত্বের কথায় মনে হচ্ছে না।

'দীর্ঘ ও কঠোর' যুদ্ধের কথা বলছে ইউক্রেন ইউক্রেনীয় বাহিনীকে এর মধ্যেই মাইনফিল্ড, পরিখা, ট্যাংকের অগ্রযাত্রা থামানোর জন্য খুঁড়ে রাখা গর্ত, বিমান হামলা এবং কামানের গোলাবর্ষণ মোকাবিলা করতে হচ্ছে।

স্বাধীন সামরিক বিশ্লেষকরা বলছেন, ইউক্রেনীয়দের পক্ষে রুশদের প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেদ করা কঠিন হবে।

আমাদের সামরিক বাহিনীকে দীর্ঘ এবং কঠোর যুদ্ধের জন তৈরি থাকতে হবে ‐ ফেসবুকে ডিফেন্স এক্সপ্রেস নামে একটি ইউক্রেনীয় গ্রুপে একথা বলেন একজন বিশ্লেষক ইভান কিরিচেভস্কি ।

নিউইয়র্ক টাইমসের এক রিপোর্টে বলা হচ্ছে, রাশিয়া তাদের বিমান দিয়ে পাল্টা হামলা চালানোর যে কৌশল নিয়েছে তা ইউক্রেনীয় বাহিনীর অগ্রযাত্রা শ্লথ করে দিতে পারে।

তা ছাড়া এর ফলে রাশিয়ার বাহিনী হয়তো আরো বেশি প্রতিরক্ষাব্যূহ স্থাপন করার জন্য হাতে সময় পাবে।

মিয়ানমারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক ও ব্যাঙ্কের উপর যুক্তরাষ্ট্রের নতুন করে নিষেধাজ্ঞা

মিয়ানমারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক এবং ক্ষমতাসীন সামরিক জান্তা কর্তৃক বিদেশী উৎস থেকে অস্ত্র ও অন্যান্য পণ্য কেনার জন্য ব্যবহৃত দুটি ব্যাংকের ওপর বুধবার নতুন করে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট এক বিবৃতিতে বলেছে, সামরিক বাহিনী তার নিষ্ঠুর দমন‐পীড়ন সমর্থন করার জন্য, অস্ত্র তৈরির উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম এবং কাঁচামাল ক্রয় এবং আমদানি করতে নিষেধাজ্ঞার অধীনে থাকা রাশিয়ার সংস্থাগুলিসহ বিদেশী উৎসের উপর নির্ভর করে আসছিল। ২০২১ সালের অভ্যুত্থানে সামরিক নেতারা ক্ষমতা দখলের পর থেকে দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রক কমপক্ষে ১০০ কোটি ডলার মূল্যের পণ্য ও উপকরণ আমদানি করেছে বলে অভিযোগ করেছে ওয়াশিংটন। নতুন এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় রয়েছে, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন মিয়ানমার ফরেন ট্রেড ব্যাংক (এমএফটিবি) এবং মিয়ানমার ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড কমার্শিয়াল ব্যাংক (এমআইসিবি)। ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট বলছে, ব্যাংক দুটি মিয়ানমা অয়েল অ্যান্ড গ্যাস এন্টারপ্রাইজ (এমওজিই) সহ রাজস্ব‐উৎপাদনকারী রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন উদ্যোগগুলিকে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছে। ব্যাংকগুলো মিয়ানমার সরকারের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা গ্রহণ ও প্রেরণ করে থাকে। ২০২১ সালে একটি অভ্যুত্থানে গণতন্ত্রপন্থি নেত্রী অং সান সু চির নেতৃত্বে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখল করে জান্তা সরকার। ক্ষমতা দখলের পর তারা নানারকম দমন পীড়নের মাধ্যমে হাজার হাজার বিরোধীদের হত্যা করে চলেছে। এর পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য পশ্চিমা দেশগুলি মিয়ানমারের সামরিক নেতাদের উপর কয়েক দফা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে।

এই ঘোষণার আগে, মিয়ানমারের সামরিক জান্তার একজন মুখপাত্র বলেছেন, নতুন কোনো নিষেধাজ্ঞা নিয়ে তারা মোটেও বিচলিত নয়। জাও মিন তুন মঙ্গলবার রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন চ্যানেল এমডব্লিউডিকে বলেন, আমাদের দেশ এর আগেও নিষেধাজ্ঞার সম্মুখীন হয়েছে, মিয়ানমারের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকে নতুন করে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলে, তারা কোনই ক্ষতির সম্মুখীন হবে না। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র শুধু অর্থনীতি ও রাজনীতিতে অসুবিধা সৃষ্টি করার জন্যই এই কাজ করছে। অন্যদিকে, থাই সূত্রের বরাত দিয়ে ব্যাংকক বিজনেস নিউজ বলেছে, যুক্তরাষ্ট্রের এই নিষেধাজ্ঞা থাইল্যান্ড এবং এই অঞ্চলের অন্যান্য দেশগুলিকে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। কারণ স্থানীয় ব্যাংকগুলির সাথে তাদের আন্তঃসংযোগ রয়েছে। তবে, যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস বলেছে, থাইল্যান্ড কিংবা অন্যান্য দেশের উপর নিষেধাজ্ঞার প্রভাব কীভাবে কমানো যায়, তা সহ মিয়ানমারের বিষয়ে থাই সরকারের সাথে তাদের নিয়মিত কথোপকথন হচ্ছে।

জানা অজানা

আমিই পুরীর জগন্নাথ ঃশ্রীরামকৃষ্ণ

সুনীল কুমার দে

ঠাকুর একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলেন, তোমাদের অতি গুহ্য কথা বলছি । জগন্নাথের সঙ্গে মধুর ভাবে আলিঙ্গন করতে গিয়ে হাত ভেঙ্গে গেল । জানিয়ে দিলে, 'তুমি শরীরধারণ করেছ ‐ এখন নররূপের সঙ্গে সখ্য বাৎসল্য এইসব ভাব লয়ে থাক' ।

শ্রীম একদিন বলেন যে ঠাকুর অনেকবার বলেছেন আমাদের, 'আমিই পুরীর জগন্নাথ' । আমাদের কয়েকবারই পুরী পাঠিয়েছিলেন । কি করতে হবে এসব বলে দিতেন ।

একবার বলে দিলেন, জগন্নাথকে আলিঙ্গন করবে । মহা ভাবনায় পড়লাম কি করে হয় ! তখন আলিঙ্গনের সময় নয় । শেষে এক বুদ্ধি তিনি মনে জাগ্রত করে দিলেন । অনেকগুলি রেজকি পয়সা, কিছু টাকাও ছিল, পকেটে করে নিয়ে গিয়ে সব নিচে ছড়িয়ে ফেললাম গর্ভমন্দিরে । পাণ্ডারা সব ঐ সব কুড়ুচ্ছিল আর আমি এই ফাঁকে রত্নবেদীতে উঠে আলিঙ্গন করলাম । কেউ কেউ দেখতে পেয়ে হৈ হৈ করে উঠল । আমি ফস্ করে নেমে প্রদক্ষিণ করতে লাগলাম । অন্ধকারে কেউ বুঝতে পারলে না ‐ কে ! যিনি আমায় বলে দিয়েছিলেন তিনিই বুদ্ধি দিলেন আবার তিনিই পাণ্ডাদের ভিতর লোভ দিয়ে ওদের সরিয়ে দিলেন । এখন ভাবলে অবাক হই, কি করে এ অসীম সাহসের কাজ করেছিলাম !

ঠাকুরের শরীর থাকতে কয়েকবারই আমাদের পাঠিয়ে দিয়েছিলেন । তিনি নিজে যেতেন না । বলতেন, ওখানে গেলে এশরীর থাকবে না । তাই নিজে যেতেন না ।

পুরী থেকে ফিরে এলে ঠাকুর শ্রীমকে গাঢ় আলিঙ্গন করে বলেছিলেন, এই আমারও জগন্নাথকে আলিঙ্গন করা হলো।

সাময়িকী

মির্জা গালিব ঃ সৃষ্টি ও স্রষ্টা

মির্জা আসাদুল্লা বেগ খান (গালিব),জন্ম ১৭৯৭,২৭ডিসেম্বর, আগ্রা,মৃত্যু ১৫ফেব্রুয়ারী ১৮৬৯, দিল্লী।ইংরেজি সাহিত্যের বিখ্যাত রোমান্টিক কবি John Keats এর জন্মের দুই বছর পর আবির্ভাব,আবার উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ এর মৃত্যুর উনিশ বছর পর তিরোধান।অন্যভাবে বলা যায়,আসাদুল্লা খান,ওরফে মির্জা গালিব,যখন ইহলোক ত্যাগ করেন তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স মাত্র আট বছর।আর নজরুল ইসলামের চেয়ে তিনি বয়সে একশো বছরেরও বেশি বড়।অতএব দেখা যায় বিশ্ব সাহিত্যের এইরকম এক উজ্জ্বলতম সময়ে মির্জা গালিব জন্ম গ্রহন করেন।এত কথা লেখার কারণ পাঠককে সময়ের গুরুত্ব বোঝান। অনেক আলোচক মনে করেন যে ভারতীয় উপমহাদেশের সাহিত্যে যদি শুধু মাত্র মির্জা গালিব এবং রবীন্দ্রনাথ থাকতেন তাহলেও ভারতীয় সাহিত্য,বিশ্ব সাহিত্যের আঙ্গিনায় অত্যন্ত উচ্চ আসনে আসীন থাকত। আবার অনেকের মতে বেদের শ্রেষ্টত্ব যেমন অস্বীকার করা যায়না তেমনি বেগেরও।তাইতো তিনি 'গালিব' তিনি শ্রেষ্ঠ। গালিবের গজলের সংখ্যা উর্দুর থেকে পার্সিতেই বেশি। কিন্তু তিনি অন্যদের চেয়ে অনেক কম লিখেছেন।মির্জা গালিবকে উনবিংশ শতাব্দীর বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি,শায়ের,গজলকার বললে ভুল বলা হবেনা। ১৮৫০ সালে মুঘল সম্রাট,বাহাদুর শাহ জাফর তাঁকে দাবির‐উল‐মুল্ক এবং নাজম‐উদ‐দোউলা শিরোপাই ভূষিত করেন। ভারতীয় উপমহাদেশে মেটাফিজিক্যাল কবিতার প্রথম উত্তরসূরি বলে যদি কেউ থাকেন,তাহলে তিনি মির্জা গালিব।তাঁর শায়েরীর মধ্যে আমরা মস্তিকের স্ফুরণের সাথে সাথে হৃদয় মথিত ভাবাবেগের অসাধারণ মিলন খুঁজে পাই। ইংরেজিতে যাকে বলে Intellectual apprehension and emotive content. Metaphysical poetry 'র যা অনবদ্য এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।গালিবের গজলের কথায়,শায়েরীর আলোচনায়,বার বার উল্লেখিত হয় মদিরা প্রসঙ্গ।মদিরা গালিবের অতি প্রিয়।বিশ্বের সর্বোৎকৃষ্ট মদিরা তিনি সংগ্রহ করতেন,এমনকি ঋণ করে চরম অর্থ কষ্টের মধ্যেও। কোনো এক উর্দু কবি লিখেছেন ‐

ইয়ে আপনি মস্তি হ্যায় যো মচাতি হলচল
নশা অগর শরাব মে হোতি তো নাচতি বোতল।

গালিবের এসব অজানা ছিলনা,কিন্তু তবুও মদিরার আকর্ষণ তাকে সারাজীবন তাড়া করে বেড়িয়েছে। তাঁর একটি শয়েরীতে তিনি লিখেছেন এখন আর গালিব পানাসক্ত নন, তবে মেঘলা দিনে,অথবা আকাশে যখন পূর্ণিমার চাঁদ শোভা পায়,তখন সে একটু আদটু মদিরা সেবন করে।

এই সময়টা আমের সময় আর তাই এই সময়টা গালিবের সময়।কারণ আম ছিল গালিবের ভীষণ প্রিয়। আম তিনি খুবই পছন্দ করতেন।একবার একজন গালিবের কাছে ভালো আমের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে চাইলে,জবাবে গালিব হেসে বলেন, প্রথমতঃ আম খুব মিষ্টি হতে হবে,আর দ্বিতীয়তঃ পরিমানে প্রচুর হতে হবে। ভারতীয় উপমহাদেশে গালিবের সুদূরপ্রসারী পরিচিতি ছিল। যদিও অর্থাভাব ছিল নিত্য সঙ্গী,তবুও তার বংশ পরিচয়,তাঁর আভিজাত্য,কৌলিন্য নিয়ে তিনি অত্যন্ত গর্ব বোধ করতেন।মোঘলদের সাথে আসা সেনা আধিকারিক দের বংশধর ছিলেন মির্জা গালিব।তাই গর্ববোধ থাকটাই স্বাভাবিক।তাঁর জীবনযাত্রাও ছিল বিলাসবহুল। অর্থাভাবে জর্জরিত থাকলেও কোনো বিষয়ে কার্পণ্য করতেন না।সংসারে তাই অশান্তি লেগেই থাকত।একবার কোনো এক আমন্ত্রণে,ভাড়া করা গাড়িতে গালিব আমন্ত্রণ রক্ষার্থে গিয়েও,বাড়ির বাইরে থেকেই ফিরে আসেন,কারণ তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে আমন্ত্রণ কর্তা দরজা পর্যন্ত এগিয়ে আসেননি। এমনই ছিল তাঁর মর্যাদাবোধ।দাম্পত্য জীবনে চরম অসুখী হলেও তাঁর সৃষ্টির জগতে তিনি ছিলেন আদ্যোপান্ত এক সফল কবি। নিজের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে তিনি এক প্রকার শ্লাঘা অনুভব করতেন,একথা বললে বাড়িয়ে বলা হয়না।

পুছতে হ্যায় উহ কি গালিব কৌন হ্যায়
কোই বতলাও,কি হম বতলায়ে ক্যা

গালিব তাঁর বন্ধু হরগোপাল তোপ্তাকে চিঠি লিখছেন, মিয়া তোমাকে সাত দিন আগে চিঠি লিখেছি, কিন্তু কোন উত্তর আজও পাইনি।যদি তুমি আমার ওপর রাগ করে থাক,তাহলে অন্ততঃ উত্তরে একটু জানাও তোমার রাগের কারণ কি?আর যদি আমার ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছ, তাহলে ঠিকানাতে শুধু এটুকুই লিখো ‐গালিব,দিল্লী।তাহলেই আমি তোমার চিঠি পেয়ে যাবো।কারণ দিল্লী সবাই জানে,আর দিল্লীর গালিবকে কে না জানে?এমনই ছিল গালিবের আত্মবিশ্বাস। এমনই বিশাল ছিল তাঁর পরিচিতি।গালিব তাঁর শায়েরীতে হৃদয়ের কথা লিখতে গিয়ে নিজের সংশয়ের উল্লেখ করেছেন ‐

দিল এ নাদান তুঝে হুয়া ক্যা হ্যায়
আখির ইস দর্দ কা দাওয়া ক্যা হ্যায়

কবি নিজেই জানেন না হৃদয় যন্ত্রণার শুরু কোথায় আর এর নিরাময়ের উপাচারই বা কি? মির্জা শায়েরীতে কমা,ছেদ ব্যবহার পছন্দ করেন না,কারণ কমা,ছেদ শায়েরীর ভাবনাকে,অর্থকে সীমিত করে দেয়,আর গালিবের শায়েরীর ক্ষেত্রে তা কখনোই কাম্য নয়। তাঁর শায়েরী,তাঁর গজল তো সীমাহীন অর্থের ভান্ডার,অপরিসীম ভাবনার ভারকেন্দ্র। তিনি নিজেই বলেছেন,যে তিনি যখন শায়েরী বলেন তখন শব্দেরা ভিক্ষা পাত্র নিয়ে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ায়। কিছু অর্থ ভিক্ষা করে। শব্দের নতুন নতুন অর্থের অন্বেষণে মির্জা সিদ্ধহস্ত। ভালোই ছিলেন দিল্লীতে। কিন্তু পাওনাদারের ক্রমাগত চাপে জেরবার হয়ে,অবশেষে ভাগ্যান্বেষনে মির্জা ১৯২৬ সালের নভেম্বরে দিল্লী ছেড়ে কলকাতা পাড়ি জমান।পথে দীর্ঘকাল বেনারসে কাটান। বেনারসের অলি গলিতে, গঙ্গার ঘাটে, দেখা বিচিত্র সব দৃশ্যাবলী,তাঁর জীবনের স্থায়ী অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে।প্রায় দেড় বছর পর, ফেব্রুয়ারি,১৮২৮ এ পৌঁছান কলকাতা।সেখানে সিমলা স্ট্রীটে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেন।সেকালের কলকাতা তাঁর কাছে জাদু নগরীর মত। দেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা গালিবকে জাতীয়তাবোধে দীক্ষিত করে তোলে। তাঁর শায়েরীর ছত্রে ছত্রে পাঠক ধর্মনিরপেক্ষতা,জাতীয়তাবাদ এবং ভারতীয়ত্বের প্রভূত উদাহরণ লক্ষ্য করেন।কোনো কোনো আলোচক মনে করেন যে ভারতবর্ষে না জন্মালে,গালিব হয়ত গালিব হতে পারতেন না।কারণ তাঁর শায়েরীতে ভারতীয়ত্ব,ভারতীয় উপমহাদেশের আচার, আচরণ, মনন, চেতনা,বিশ্বাস,ভাবনা, এত গভীর ভাবে সম্পৃক্ত যে অন্য কোথাও তার দেখা মেলেনা।অতএব অন্যত্র গালিবের পক্ষে হয়ত এই ধরনের শায়েরী রচনা সম্ভব ছিলনা। পরিশেষে গালিবের একটি শায়েরী উদ্ধৃত করে শেষ করছি

মুস্করাহট পর তো, হাজারো ফিদা হোতে হ্যায়
বাত তো তব বনেগী যব, আঁশুও কো ভি কোই রিস্তেদার হো

অমৃত পাল
কলামিস্ট

(প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, ইংরেজি ও সংস্কৃতি চর্চা বিভাগ,কোলহান বিশ্ববিদ্যালয়,চাইবাসা, ঝাড়খন্ড)

পাঠকের চিঠি

রথযাত্রা আজ শুধু উৎসব না,এ যেন এক আবেগ ও সংস্কৃতি

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'রাধারাণী' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র রাধারাণীর কথায় উঠে আসে মাহেশের রথযাত্রার কথা। রথযাত্রা ভারতবর্ষের অতিপ্রাচীন এক উৎসব।ঐতিহ্যমণ্ডিত এই রথযাত্রা যেন সুদীর্ঘ প্রাচীনকাল থেকেই সনাতনপন্থী ধর্মাবলম্বীদের কাছে বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত। এর সাথে যুক্ত আছে হিন্দুদের নানা লৌকিক ও সামাজিক নানা আচরণগুলো। আষাঢ়স্য দিবসের বৃষ্টিভেজা দিনে যেন রথযাত্রা উৎসব হিন্দুদের মধ্যে এক অন্যমাত্রা নিয়ে আসে। রথযাত্রা শুধুমাত্র আজ ধর্মীয় উৎসব না তা যেন আজ লোকউৎসবে রুপ নিয়েছে। এর মূল সমাজের গভীরে এতটাই বদ্ধমূল যে এই রথের দিনগুলোর জন্যে আট থেকে আশি সকলেই যেন অধীর আগ্রহে থাকেন চেয়ে। শহর কিংবা গ্রাম,পাড়ায় পাড়ায় বা রাস্তায় চলে দড়ি ধরে রথটানার সেই পরিচিত দৃশ্য যা কখনই ভোলার না। তাছাড়া রথের মেলায় দুরদূরান্ত থেকে বিভিন্ন দোকানিদের ভিড় যেন এক অন্যমাত্রা বহন করে। রথের মেলা মানেই মেলায় জিলেপি আর তেলেভাজা পাঁপড়ের স্বাদ যেন সবকিছুকেই বদলে দেয়। সবমিলিয়ে রথযাত্রা মানেই এক আবেগ। রথযাত্রা যেন সনাতনপন্থীদের শুধু এক উৎসব না এ যেন এক আবেগ ও সংস্কৃতি। রীতি রেওয়াজ মেনেই প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হয় এই বিশেষ দিনটি। তাই রথযাত্রার স্মৃতি বয়ে চলে সবার মুখে।

শংকর সাহা, পতিরাম, দঃদিনাজপুর

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

কংগ্রেস কাঁদলেই হাসবে অসম হাসবে ভারত, কংগ্রেস কার সপক্ষে থাকে সেটা সবাই জানেন বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

রাজনৈতিক ভাবে অসম সুরক্ষিত হয়ে থাকবে

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ গতকাল ভারতীয় নির্বাচন কমিশন আচমকা রাজ্যের লোকসভা এবং বিধানসভা কেন্দ্রের সীমানা পুনর্বিন্যাসের খসড়া প্রকাশ করার পর এদিন ফের একবার এই সংক্রান্তে নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যাক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তবে এবার এক্ষেত্রে কংগ্রেসের বিরোধিতারও একই সঙ্গে জবাব দিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন কংগ্রেস কাঁদলেই হাসবে অসম হাসবে ভারত। তাছাড়া কংগ্রেস কার সপক্ষে থাকে সেটা সবাই জানেন। ফলে কংগ্রেসের এই অশ্রুতে মাথাব্যথা নেই তার। কিন্তু এই ডিলিমিটেশনের প্রক্রিয়ার ফলে রাজনৈতিক ভাবে অসম সুরক্ষিত হয়ে থাকবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

প্রসঙ্গত মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশনের তরফে ডিলিমিটেশনের খসড়া প্রকাশিত হওয়ার পর ধুবড়িতে থাকা মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা তাৎক্ষণিক ভাবে গতকালই নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যাক্ত করে এই প্রক্রিয়াকে স্বাগত জানালেও সামরিক দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন তিনি। মূলত পুনর্গঠনের খসড়ায় চেনা জালুকবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের হদিস খুঁজে না পেয়ে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এমনকি

এক্ষেত্রে রীতিমতো টুইটও করেছেন তিনি। তবে রাজ্যের প্রতিটি জাতির আশা, আকাঙ্ক্ষা, দাবি এই খসড়ায় প্রতিফলিত হয়েছে বলেও মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। বুধবার ধুবড়িতে কেন্দ্রীয়ভাবে আয়োজিত আন্তর্জাতিক যোগ মহোৎসবে যোগদান করার পর ফের একবার এই বিষয় নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে অংশ নিয়েছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন ডিলিমিটেশনের খসড়া প্রকাশিত হওয়ার পর সারা রাজ্যজুড়ে প্রত্যেকের মধ্যে উৎসাহের বন্যা বইছে। এক খুশির পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। অসমের জাতি, জমি এবং ভবিষ্যতের সুরক্ষার জন্য অতি প্রয়োজনীয় থাকা এই ডিলিমিটেশনের প্রক্রিয়া সঠিক ভাবি এগিয়ে চলেছে। সর্বসাধারণ মানুষের স্বার্থ সুরক্ষিত হয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে উত্তর অসমে এবার আহোম চুতিয়াদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জায়গা সুনিশ্চিত হয়েছে। এক্ষেত্রে মানুষের মনে এক বিশ্বাস জন্ম নিয়েছে। উজান অসমের ধেমাজি এবং লক্ষীমপুরে একটি করে মোর দুটি আসন বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে সর্বাধিক তাৎপর্য পূর্ণ বিষয় এবার উজান অসমের যোরহাট কিংবা তিনসুকিয়ায় আসলে সংখ্যা কমেনি। যেটা গত ২০০৭ সালে অনুষ্ঠিত পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় কমে গেছিল বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন আসন না কমে উল্টো বেড়ে যাওয়া অত্যন্ত খুশির খবর। তিনি বলেন এবারের পুনর্গঠনে গোয়ালপাড়া জেলায় রাভাদের জন্য আসন সৃষ্টি হয়েছে। গুয়াহাটি, তিনসুকিয়া ধেমাজি, লক্ষিমপুরে একটি করে আসন বৃদ্ধি পেয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

বর্তমানের এই ডিলিমিটেশনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উজান অসম, নিম্ন অসম, বরাক উপত্যকা, ব্রহ্মপুত্র বরাক, পার্বত্য সমতল, উপজাতি, সাধারণ প্রত্যেকের স্বার্থ সুরক্ষিত হয়ে থাকবে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন একাংশ নেতার কেন্দ্র বিলুপ্ত হওয়ার ফলে তারা জাতি নিয়ে রাজনীতি শুরু করেছেন। তার নিজের চেনা জালুকবাড়ি কেন্দ্র হাতছাড়া হয়েছে। কিন্তু একমাত্র অসমের স্বার্থে এই বিষয়ে তিনি কিছু বলেননি বলে উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের বড়ো, কার্বি, আহোম, চুতিয়া প্রত্যেকে ভূমিপুত্র, সাধারণ শ্রেণীতে থাকা তিনিও ভূমিপুত্র। ফলে শুধুমাত্র একজন ব্যক্তি বিশেষ ভূমিপুত্র হলে চলবে না। নিজের মনে বিশ্বাস না থাকার ফলে কেন্দ্র বিলুপ্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই একাংশ নেতারা বিষয়টি নিয়ে অযথা ঘাটাঘাটি করছেন। নিজের উপরে বিশ্বাস থাকলে যেকোনো কেন্দ্র থেকে নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেই জয়লাভ করা সম্ভব বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

ডিলিমিটেশনের প্রক্রিয়ার ফলে রাজনৈতিক ভাবে অসম সুরক্ষিত হয়ে থাকবে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বললেন কোনো দল থাকবে কোনো দল থাকবে না সেটা বড় ব্যাপার নয়। ১০ বছর পরে কি হবে কে জানে। কিন্তু অসম এবার সুরক্ষিত হয়ে থাকবে। মুখ্যমন্ত্রী বলে কংগ্রেস কার ভোটে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করে, কার ভোট পেয়ে জয়লাভ করে সেটা প্রত্যেকেই জানেন। কংগ্রেসের কষ্ট অসমীয়ার কষ্ট হতে পারে না, ভারতীয়দের কষ্ট হতে পারে না। ফলে কংগ্রেস যেটার জন্য কাঁদবে সেটা দলটি এমনিতেই কাঁদবে। সেই দলকে রক্ষা করা যাবে না। তাছাড়া কেউ কাঁদলে অন্য কেউ হাসবে, অন্যরা হাসতে পারবে। কংগ্রেস কাঁদলেই অসমীয়া হাসবে, ভারতীয় হাসবে। অর্থাৎ কংগ্রেস কাঁদলেই একথা স্পষ্ট হবে যে ডিলিমিটেশনের প্রক্রিয়া ভালো হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

বাড়ছে নদনদীর জল, উজানের ঢলে বন্যার শঙ্কা

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি নদনদীর জল এখন বিপৎসীমার খুব কাছাকাছি। উজানের ঢলে উত্তরের বেশ কয়েকটি নদীর জল গত কয়েকদিনের মধ্যেই অনেকটা বেড়েছে। নিম্নাঞ্চলের কিছু এলাকা ইতিমধ্যে প্লাবিত হয়েছে। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাংলাদেশে দুই দফা বন্যা হয়। প্রথম দফা মে মাস থেকে জুলাইয়ের মধ্যে। আর দ্বিতীয় দফা আগস্ট-সেপ্টেম্বরে। এবার প্রথম দফায় 'বড় বন্যার' আশঙ্কা কম। তবে যতটুকু বন্যা হবে তাতে অন্তত ৬টি জেলার বেশ কিছু মানুষ আক্রান্ত হতে পারেন। দ্বিতীয় দফায় কী হবে সেটা এখনও নিশ্চিত নয়। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের জল ও বন্যা ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. এ কে এম সাইফুল ইসলাম বলেন, বৃষ্টি হলেই যে বন্য হবে বিষয়টি এমন নয়। বৃষ্টি না হলেও বন্যা হতে পারে। দেখতে হবে আমাদের নদনদীর ধারণ ক্ষমতার চেয়ে পানি বেশি আসছে কিনা? এগুলো যখন উপচে পড়বে তখনই বন্যা হবে। প্রথম দফায় বড় বন্যার আশঙ্কা একটু কম। কারণটা হচ্ছে, মে মাসে আমাদের এখানে কোন বৃষ্টি হয়নি। ফলে হাওরসহ নদনদীতে পানি ছিল না। এখন যে জল আসছে সেটা এখনও উপচে পড়ার মতো হয়নি। গত তিন বছর যেটা হয়েছে, মে মাসে বৃষ্টি হয়ে হাওর, নদনদী আগেই ভরে ছিল। ফলে জুন মাসে একটু বৃষ্টি হওয়াতেই এলাকা প্লাবিত হয়েছে। এবার সেটা হবে না। তবে দ্বিতীয় দফায় কী হবে সেটা এখনও বলা যাচ্ছে না। বড় বন্যার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাবে না।

এই বিশেষজ্ঞের মতে, আমাদের নদীর চ্যানেলগুলোতে জল চলাচলের ক্ষমতা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক কমে গেছে। জলেতে লবণাক্ততা বেড়েছে, অনেক জায়গায় চর পড়েছে, হাওর অনেক জায়গায় ভরে ফেলা হয়েছে, পূর্বপশ্চিমে রাস্তা হয়েছে, এগুলোর ফলে আগে জল দ্রুত নেমে যেতে পারলেও এখন পানি নেমে যেতে বেশি সময় লাগে। এসব কারণে বর্ষায় বাঁধ তৈরি, নদী খনন করে তলদেশ থেকে ময়লা উত্তোলনের মতো পূর্ব প্রস্তুতি নেওয়া উচিৎ।

এদিকে কুড়িগ্রামে ধরলা, তিস্তা, দুধকুমার ও ব্রহ্মপুত্র নদের জল বেড়ে প্লাবিত এলাকার পরিসর বাড়ছে। দুধকুমার নদের জল বুধবার রাতে বিপৎসীমা অতিক্রম করেছিল। যদি বৃহস্পতিবার সকালে আবার কিছুটা নেমেছে। এই এলাকায় প্রতিদিন বাড়ছে পানিবন্দি পরিবারের সংখ্যা। নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়ে নদনদী আববাহিকার সহস্রাধিক পরিবার জলবন্দি হয়ে পড়েছে বলে স্থানীয় সাংবাদিকেরা জানিয়েছেন। ব্রহ্মপুত্র ও দুধকুমার অববাহিকার অনেক পরিবারের বাড়িঘরে জল ঢুকতে শুরু করেছে। তবে এখনও ক্ষয়ক্ষতির হিসাব পাওয়া যায়নি। কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরীতে ভেঙে গেছে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ। তীব্র স্রোতে জল লোকালয়ে ঢুকে প্লাবিত হয়েছে নিম্নাঞ্চল। গত মঙ্গলবার বিকাল থেকে তেলিয়ানীতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের ওপর দিয়ে দুধকুমারের জল লোকালয়ে ঢুকতে থাকে। একসময় স্রোতের তীব্রতায় ভেঙে যায় প্রায় ২৫০ মিটার বাঁধ। বাঁধের ভাঙা অংশ দিয়ে লোকালয়ে ঢুকছে জল। প্লাবিত করেছে বামনডাঙ্গার তেলিয়ানী, মালিয়ানীসহ প্রায় ১০টি গ্রাম। কুড়িগ্রাম জল উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, বুধবার রাতে দুধকুমার নদের জল বিপদসীমা অতিক্রম করেছিল, কিন্তু সকালে আবার কিছুটা নেমে গেছে। এখানে যে ৫টি নদনদী রয়েছে, তার সবগুলোতেই জল বিপৎসীমার খুব কাছাকাছি আছে। আমাদের এখানে মূলত ২৫ কিলোমিটার এলাকা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। এর মধ্যে ৪ কিলোমিটার এলাকা আমরা রক্ষনাবেক্ষনের কাজ করছি। তবে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র যে তথ্য আমাদের দিয়েছে সেখানে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে বড় বন্যার কোন আশঙ্কা নেই। সতর্কীকরণ কেন্দ্র আমাদের আগাম ১৫ দিনের রিপোর্ট দেয়। তবে স্বাভাবিক বন্যাতেও নিম্নাঞ্চলের কিছু এলাকা প্লাবিত হয়। সেভাবে এখানে কিছু মানুষ আক্রান্ত হতে পারেন।

কুড়িগ্রামের জল উন্নয়ন বোর্ডের বুধবার সন্ধ্যা ৬টার প্রতিবেদন অনুযায়ী, আগের ২৪ ঘণ্টায় দুধকুমার নদের জল পাটেশ্বরী পয়েন্টে ৪২ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পেয়ে বিপদসীমা স্পর্শ করেছে। এই সময়ে ব্রহ্মপুত্রের জল নুন খাওয়া পয়েন্টে বিপৎসীমার ৫০ সেন্টিমিটার এবং চিলমারী পয়েন্টে ৫৯ সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল। ধরলার জল সেতু পয়েন্টে ৫৫ সেন্টিমিটার এবং তিস্তার জল কাউনিয়া পয়েন্টে বিপদসীমার ৮০ সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল। তবে আগামী দুই তিন দিন এটা একটু বাড়তে পারে। বাংলাদেশে বর্তমান বৃষ্টির পরিস্থিতির হিসেব করে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের কর্মকর্তারা মনে করছেন যে, এই বন্যা খুব বেশি স্থায়ী হবে না। বাংলাদেশ জল উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের সহকারী প্রকৌশলী পার্থ প্রতীম বড়ুয়া বলেন, ভারি বৃষ্টিপাতের ফলে উত্তরাঞ্চলের ধরলা ও দুধকুমার নদীর জল বৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে। তিস্তা নদীর জল স্বল্প সময়ের জন্য ডালিয়া পয়েন্টে বিপৎসীমা অতিক্রম করতে পারে। তবে উত্তরাঞ্চলে মাঝারি বা তীব্র মানের বন্যার আশঙ্কা নেই। উত্তরপূর্বাঞ্চলের বন্যা পরিস্থিতি ক্রমশ উন্নতির পথে। বৃষ্টিপাত কমে আসায় উত্তরপূর্বাঞ্চলের বন্যা পরিস্থিতি উন্নতির পথে। এ অঞ্চলের নদনদীগুলোর জল বুধবার বিপৎসীমার নিচে অবস্থান করছিল। উজানে ব্যারেজ খুলে দেওয়ার কারণে কী তিস্তার জল স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি গতিতে বাড়ছে? জানতে চাইলে পার্থ প্রতীম বড়ুয়া বলেন, তিস্তার দিকে যেটা হয়, উজানে বৃষ্টিপাত বেশি হলে তারা ব্যারেজ খুলে দেয় এবং তখন জল এদিকে চলে আসে। এই ব্যারেজ তারা কখন খুলে দেবে, সে বিষয়ে আমরা কিছু জানতে পারি না। এখন তারা ব্যারেজ খুলে দিয়েছে কিনা তাও আমরা জানি না। আমাদের কাছে এ বিষয়ে কোন তথ্য নেই। তবে অধ্যাপক ড. এ কে এম সাইফুল ইসলাম মনে করেন, ব্যারেজ খুলে দেওয়ার বিষয়টি স্বাভাবিক। একটা নির্দিষ্ট সীমার উপরে জল উঠলে ব্যারেজ খুলে দিতে হয়। ব্যারেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটাই এমন। আমরাও কিন্তু নির্দিষ্ট সীমার উপরে উঠলে তিস্তা ব্যারেজ খুলে দিই। তা না হলে ব্যারেজ ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। আর শুধু ভারত না, চীন, নেপাল, ভুটানের অনেক জলও এখানে আসে। এখানে একটার সঙ্গে আরেকটা সম্পৃক্ত।

বৃষ্টি ও উজান থেকে নেমে আসা জলের কারণে যমুনা নদীর সিরাজগঞ্জ পয়েন্টে জল বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। সেই সঙ্গে অভ্যন্তরীণ নদনদী করতোয়া, ফুলজোড় ও বড়াল নদীর জলও বাড়ছে। ফলে নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হচ্ছে। একই সঙ্গে চরাঞ্চলের ফসলি জমি তলিয়ে গেছে। সিরাজগঞ্জ পাউবোর উপবিভাগীয় প্রকৌশলী রণজিত কুমার সরকার ডয়চে ভেলেকে জানান, উজানে ও দেশের অভ্যন্তরে ভারি বৃষ্টির কারণে কয়েক দিন ধরে যমুনা নদীর জল বাড়ছে। এ কারণে চরাঞ্চলের নিম্নভূমিগুলো প্লাবিত হতে শুরু করেছে। এ ছাড়া অভ্যন্তরীণ নদনদীর জলও বাড়ছে। আরো দুইতিন দিন নদীতে জল বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

পুনর্বিন্যাসের খসড়া অনুযায়ী রাজ্যের সংখ্যালঘুরা তিনটি লোকসভা এবং ৩০ টি বিধানসভা কেন্দ্রে নির্ণায়ক ভূমিকায় থাকবেন বলে মন্তব্য কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরার

এই ডিলিমিটেশনের ফলে কংগ্রেস পাঁচটি লোকসভা কেন্দ্রে ওয়াক ওভার পেয়ে গেছে

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের তরফে প্রকাশিত পুনর্বিন্যাসের খসড়া নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি। একদিকে দলটি এই ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করছে। অন্যদিকে এই খসড়া অনুযায়ী আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস পাঁচটি আসনে ওয়াক ওভার পেয়ে গেছে বলে উল্লেখ করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা। তিনি বলেন পুনর্বিন্যাসের খসড়া অনুযায়ী এবার থেকে রাজ্যের সংখ্যালঘুরা তিনটি লোকসভা এবং ৩০ টি বিধানসভা কেন্দ্রে নির্ণায়ক ভূমিকায় থাকবেন। তবে এরপরেও কংগ্রেস এক খসড়ার প্রতিবাদ অব্যাহতা রাখবে বলে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি।

নির্বাচন কমিশন ডিলিমিটেশনের খসড়া প্রকাশের পর সারা রাজ্যজুড়ে যেন এক রাজনৈতিক ঝড়ের সৃষ্টি হয়েছে। স্বাভাবিক নিয়মে শাসক পক্ষ বিশেষ করে বিজেপি এবং এর সহযোগী দলগুলো এই প্রক্রিয়াকে স্বাগত জানিয়েছে। তবে আমগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে অগপ বিধায়ক কিছুটা হলেও অসন্তুষ্টি ব্যক্ত করলেও সামগ্রিকভাবে সম্পূর্ণ শাসক পক্ষ এর সমর্থন করেছে। কিন্তু এই প্রস্তাবিত খসড়ার ব্যাপকভাবে বিরোধিতা করছে বিরোধীপক্ষ। বিরোধিতা করার ক্ষেত্রেও নিজের নিজেদের যুক্তি প্রদর্শন করে চলেছে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো। এরই অংশ হিসেবে বুধবার এক সাংবাদিক বৈঠক আয়োজন করেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা।

বিজেপি এবং মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তিনি বলেন স্বাধীনতার পর থেকে মাত্র দুটি আসনে সংখ্যালঘুরা নির্ণায়ক ভূমিকায় ছিলেন। কিন্তু বর্তমানের ডিলিমিটেশনের খসড়া অনুযায়ী অসমের তিনটি লোকসভা কেন্দ্রে সরাসরি ভাবে সংখ্যালঘু ব্যক্তিরা নির্ণায়ক ভূমিকা নিতে চলেছেন। তাছাড়া অন্য দুটি লোকসভা কেন্দ্রে পরোক্ষভাবে নির্ণায়ক ভূমিকা নেবেন সংখ্যালঘু ব্যক্তিরা। একইভাবে রাজ্যের ৩০ টি বিধানসভা কেন্দ্রে সরাসরি ভাবে সংখ্যালঘু ব্যক্তিরা নির্ণায়ক ভূমিকায় থাকবেন। অন্যদিকে ১৪ টি বিধানসভা কেন্দ্রে পরোক্ষভাবে সংখ্যালঘু ব্যক্তিরা নির্ণায়ক ভূমিকা নিতে চলেছেন বলে ঘোষণা করেছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা। তিনি বলেন এই খসড়া অনুযায়ী যদি ডিলিমিটেশনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাহলে একসময় বিজেপি এবং আরএসএস কাঁদবে। তাছাড়া প্রকাশিত এই তালিকা অনুযায়ী আসন্ন লোকসভার নির্বাচনের জন্য কংগ্রেস সরাসরিভাবে পাঁচটি আসনে ওয়াক ওভার পেয়ে গেছে। কিন্তু এরপরেও কংগ্রেস এই প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করবে বলে স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি।

অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা বলেন কি অদ্ভুতভাবে এই খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে সেটা কয়েকটি কথা বললে জানা যাবে। লক্ষীমপুরের রঙ্গানদী এলাকায় সার্কেল অফিস নেই, এমনকি গ্রাম্য উন্নয়নের জন্য যেই বিডিও কার্যালয় থাকে প্রস্তাবিত রঙ্গানদী বিধানসভা কেন্দ্রে সেই বিডিও কার্যালয় পর্যন্ত নেই। অথচ প্রস্তাবিত খসড়ায় এটাকে বিধানসভা কেন্দ্রের মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন সাধারণ মানুষের স্বার্থে ডিলিমিটেশনের যাবতীয় খামতি কংগ্রেস দেখিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় এই খসড়া প্রকাশের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের হুনানির দিনটি পর্যন্ত কেন অপেক্ষা করতে পারল না নির্বাচন কমিশন। এক্ষেত্রে ভারতীয় নির্বাচন কমিশন সুপ্রিম কোর্টের অবমাননা করেছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তিনি।

কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা বলেন দাবি করা অনুযায়ী এই খসড়া ভূমিপুত্রদের সুরক্ষা কিংবা স্বার্থে অথবা রাজনৈতিক স্বার্থে প্রকাশ করা হয়নি। বরং মুখ্যমন্ত্রীর অধীনে থাকা কয়েকজন নেতার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করার জন্য এই খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তিনি। এই সংক্রান্তে বিপ্লব শর্মার প্রতিবেদন কেন সরকার কেন কার্যকরী করেনি সেই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা। এদিকে এই খসড়াকে কেন্দ্র করে ব্যক্তিগত ভাবে তিনি খুশি বলে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিধানসভায় কংগ্রেসের উপদলপতি রকিবুল হোসেন। তিনি বলেন মুখ্যমন্ত্রী নিজেকে ধোয়া তুলসির পাতা সাজাতে চাইছেন। বালিতে মাথা ঢুকিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ভাবছেন অন্য কেউ তাকে দেখছে না। জালুকবাড়ি কেন্দ্রের তিন ভাগে বিভক্ত হওয়াকে এক ধরনের কটাক্ষ করে রকিবুল হোসেন বলেন নির্বাচন কমিশনের হাত পা সম্পূর্ণ বাধা রয়েছে। তবে মোদ্দা বিষয় একটি যে কংগ্রেসকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে মুখ্যমন্ত্রী এই ডিলিমিটেশনের প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছেন। তবে এই বিষয়টি আদালতে নিয়ে যাবে বলে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি।

অন্যদিকে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কার্যকরী সভাপতি রানা গোস্বামী বলেছেন রাজ্যের ভৌগালিক সম্পর্কে কোন ধরনের জ্ঞান না থাকা ব্যক্তি এই খসড়া প্রস্তুত করেছে। তবে যেহেতু ভারতীয় নির্বাচন কমিশন অসম সফরে আসবে, সেই সময় তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যাবতীয় সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা করা হবে বলে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন তিনি। কংগ্রেসের লোকসভা সাংসদ আব্দুল খালেক বলেন এটা অসমের ডিলিমিটেশনের খসড়া নয়, এটা হল মুখ্যমন্ত্রীর ডিলিমিটেশনের খসড়া। সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক ভাবে এটা প্রস্তুত করা হয়েছে। এমনকি এই খসড়ায় ডিলিমিটেশনের নীতি-নিয় ম উলঙ্গ করা হয়েছে বলেও অভিযোগ উত্থাপন করেছেন সাংসদ আব্দুল খালেক।

এই ডিলিমিটেশনের খসড়া অসমীয়া জাতির রক্ষাকবচ বলে মন্তব্য সাংসদ পবিত্র মার্গেরিটার

ভারতীয় নির্বাচন কমিশন জারি করা খসড়াকে স্বাগত রাজ্য বিজেপি

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ ভারতীয় জনতা পার্টি নির্বাচন কমিশনের তরফে প্রকাশিত পুনর্বিন্যাসের খসড়া সংক্রান্তে আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে। রাজ্য বিজেপির হয়ে দলীয় মুখপাত্র তথা মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব, সংসদ পবিত্র মার্গেরিটা বলেছেন এই ডিলিমিটেশনের খসড়া অসমীয়া জাতির রক্ষাকবচ। এই খসড়ার মাধ্যমে অসমীয়া জাতির রাজনৈতিক স্বার্থ সুরক্ষার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। তাছাড়া রাজ্য বিজেপি ভারতীয় নির্বাচন কমিশন জারি করা খসড়াকে স্বাগত জানাচ্ছে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

গুয়াহাটি মহানগরের বৈশিষ্ট স্থিত রাজ্য বিজেপির মুখ্য কার্যালয় অটলবিহারী বাজপেয়ী ভবনে আয়োজিত সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা, দলীয় মুখপাত্র তথা সংসদ পবিত্র মার্গেরিটা বলেন সদিয়া থেকে ধুবড়ি পর্যন্ত, বরাক ব্রহ্মপুত্র দুটি উপত্যকা, কার্বি জমি, বড়ো জমি ইত্যাদি সহ প্রতিটি এলাকার ভোটার জনসাধারণ উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে এই খসড়া নিয়ে সন্তোষ ব্যক্ত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন এই নতুন খসড়া ভূমিপুত্রদের রাজনৈতিক অধিকারকে সবলভাবে প্রতিষ্ঠা করেছে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা, দলীয় মুখপাত্র তথা সংসদ পবিত্র মার্গেরিটা বলেন আগে রাজ্যে তপশিলি উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা মোট ১৬ টি ছিল। কিন্তু বর্তমানের খসড়া অনুযায়ী এই আসনের সংখ্যা বাড়িয়ে ১৯ করা হয়েছে। তাছাড়া পিছিয়ে থাকা উপজাতিদের জন্য আসনের সংখ্যা ৮ থেকে বাড়িয়ে ৯ টি করা হয়েছে। একইভাবে কার্বি আংলং এ আগের চারটি থেকে বাড়িয়ে বর্তমান আসনের সংখ্যা পাঁচটি পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। উজান অসমের উত্তর পাড়ের আমজনতার দীর্ঘদিনের দাবির প্রতি গুরুত্ব দিয়ে আহোম চুতিয়া সম্প্রদায় এবং সাধারণ জাতির ব্যক্তিদের ধেমাজি এবং লক্ষীমপুরের রঙ্গা নদী তথা শিশিবরগাঁও কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করা হয়েছে। তিনসুকিয়া জেলায় একটি আসন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মরাণ মটকদের জন্য রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। সংসদ পবিত্র মার্গেরিটা বলেন ২০০৭ সালের খসড়ায় উজান অসমের আসনের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল। বর্তমান খসড়াতে সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। গোয়ালপাড়া, বোকো, দুধনৈ ইত্যাদি কেন্দ্রে সাধারণ জনতা নিজেদের সুরক্ষিত অনুভব করে খসড়ার সমর্থন জানিয়ে রাজপথে নেমে পড়েছেন। একই পরিবেশ বিটিএডি এলাকায় পরিলক্ষিত হচ্ছে। চারদিকে যেন এক উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

দলীয় মুখপাত্র তথা সংসদ, মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা পবিত্র মার্গেরিটা বলেন নির্বাচন কমিশনের

এই খসড়া অসমের প্রকৃত ভারতীয় নাগরিকদের বহু দশক পর্যন্ত সুরক্ষিত করে রাখবে। রাজ্য বাসীর জন্য এটাই ভালো খবর যে বর্তমানের এই সময়ে ৯০ থেকে ১০০ টি আসনের মূল নিয়ন্ত্রণ ভূমিপুত্র তথা ভারতীয় মূলের প্রকৃত নাগরিকদের হাতে থাকবে। তিনি বলেন একটি জেলায় থাকা বিধানসভা কেন্দ্র, সংরক্ষিত কেন্দ্র ইত্যাদি আইনগত বিষয় প্রথা অনুযায়ী জনসংখ্যার উপরে ভিত্তি করে নির্ণয় করা হয়। দুই একটি কেন্দ্রের সীমানা এদিক সেদিক করা হয়েছে। তবে প্রতিটি জাতি উপজাতির প্রত্যেক নাগরিকের রাজনৈতিক সুরক্ষা একই থাকবে বলে তিনি দৃঢ় সুরে ঘোষনা করেছেন। সংসদ পবিত্র মার্গেরিটা বলেন নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র নির্বাচন কমিশন এই খসড়া বিশ্লেষণাত্মক এবং আইন সংগত নিয়ম মেনে অতি সুন্দরভাবে প্রস্তুত করেছে। তৃণমূল পর্যায়ের শুধুমাত্র গণশক্তি, ইউ পি পি এল, অসম গণ পরিষদ, বিজেপি নয়, অসম এবং রাজ্য বাসীর সুরক্ষা তথা স্বাভিমান খোঁজা বিরোধী দলের প্রতিজন সচেতন কার্যকর্তা এই খসড়ার স্বাগত জানিয়েছে।

তিনি বলেন নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য দু একজন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা এই খসড়ার সমালোচনা করলেও সেটা স্বাভাবিক। কারণ সচেতন রাজ্যবাসী এটা নিশ্চিত যে এই খসড়া অসমের সাধারণ জনতার চির জীবন সুরক্ষা প্রদান করবে। সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে সংসদ, মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা পবিত্র মার্গেরিটা বলেন নির্বাচন কমিশনের খসড়া নিয়ে বদরুদ্দিন আজমল যে দুঃখ পেয়েছে সেটা রাজ্যের জন্য সুখের খবর। স্বার্থন্বেষী বিরোধী কি বলছে সেটা বর্তমান এই শুভ মুহূর্তে বিজেপির জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়। কংগ্রেসসহ বিরোধীদলের দুই একজন নেতা সাময়িকভাবে বিরোধিতা করলেও স্বদেশ এবং স্বজাতির স্বার্থে এই খসড়াটাকে অতিশীঘ্রই স্বাগত জানাবেন বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন সংসদ পবিত্র মার্গেরিটা।

লা লিগার সূচি প্রকাশ, জেনে নিন এল ক্লাসিকো কবে কোথায়

প্যারিস (ওয়েবডেস্ক) ঃ ক্লাব ফুটবলে সবচেয়ে রোমাঞ্চকর দ্বৈরথ কোনটি? এ প্রশ্নের উত্তর হবে তর্ক সাপেক্ষে এল ক্লাসিকো। তারকাবহুল দল, বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা সমর্থক গোষ্ঠী এবং লিগের প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে রিয়াল মাদ্রিদ বার্সেলোনার এই ম্যাচ সব সময় বাড়তি গুরুত্ব পেয়ে থাকে। বিশেষ করে লিওনেল মেসি ও ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো যখন বার্সা আর রিয়ালে খেলতেন, তখন এল ক্লাসিকোর উত্তেজনাও ছিল অন্য উচ্চতায়। প্রথমে রোনালদো রিয়াল আর পরে মেসি বার্সেলোনা ছাড়ার পর সেই উত্তেজনায় কিছুটা ভাটা পড়েছে। তবে এখনো এল ক্লাসিকো ক্রীড়া ইতিহাসের সেরা দ্বৈরথগুলোর অন্যতম। এল ক্লাসিকোতে হারজিত দিয়েই অনেক সময় মৌসুমের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায় দুই দলের। তাই মৌসুমের সবার চোখ থাকে এল ক্লাসিকোর তারিখের দিকে। কেউ কেউ হয়তো এই তারিখগুলো ক্যালেন্ডারে চিহ্নও দিয়ে রাখেন। ক্যালেন্ডারে দাগিয়ে রাখার সময়টাও এবার চলে এসেছে। প্রকাশ করা হয়েছে লা লিগার নতুন মৌসুমের সূচি। স্বাভাবিকভাবেই সূচি সামনে আসার পর সবার চোখ ছিল এল ক্লাসিকোর দিকে। লা লিগার নতুন সূচি অনুযায়ী রিয়াল বার্সা প্রথম এল ক্লাসিকো এ বছরের ২৯ অক্টোবর। মৌসুমের প্রথম এল ক্লাসিকো হবে বার্সেলোনার মাঠ এস্তাদিও অলিম্পিক লুইস কোম্পানিস মাঠে। এরপর ফিরতি লেগে এ দুই দল মুখোমুখি হবে আগামী বছরের এপ্রিলের ২১ তারিখে। লিগের দ্বিতীয় এল ক্লাসিকোটি হবে রিয়ালের মাঠ সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে। গত মৌসুমে লা লিগার প্রথম ম্যাচে বার্নাব্যুতে রিয়াল জিতেছিল ৩-১ গোলে। পরের লেগে ক্যাম্প ন্যুতে এই হারের প্রতিশোধ নেয় বার্সা। এ বছরের মার্চের ম্যাচটিতে বার্সা জিতেছে ২-১ গোলে। তবে লা লিগায় সামগ্রিক হিসাবকে বিবেচনায় নিলে বার্সার চেয়ে রিয়ালের দাপটই ছিল বেশি। লা লিগায় ১৮৬ ম্যাচের ৭৭টিতেই জিতেছে মাদ্রিদের ক্লাবটি। বিপরীতে বার্সা জিতেছে ৭৪ ম্যাচে এবং ড্র হয়েছে ৩৫ ম্যাচ। তবে সর্বশেষ ৫ ম্যাচের ৩টিতেই জিতেছে বার্সা। এল ক্লাসিকোর পর লা লিগার যে ম্যাচ নিয়ে সবচেয়ে বেশি আগ্রহ, তা হলো মাদ্রিদ ডার্বি। দুই নগরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল ও আতলেতিকো মাদ্রিদের এই লড়াইয়ের দিকেও চোখ থাকে ফুটবলপ্রেমীদের। লা লিগার শিরোপা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে দুই প্রতিবেশীর লড়াইয়ের। এ মৌসুমে মাদ্রিদ ডার্বির প্রথম ম্যাচটি হবে চলতি বছরের ২৪ সেপ্টেম্বর। আতলেতিকোর মাঠে মুখোমুখি হবে দুই দল। আর আগামী বছরের ৪ ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় লেগের লড়াইয়ে সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে মুখোমুখি হবে এই দুই দল। ১৩ আগস্ট থেকে শুরু হওয়া মৌসুমে রিয়াল নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামবে অ্যাথলেটিকো বিলবাওয়ের বিপক্ষে। যেখানে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন বার্সেলোনা নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলবে হেতাফের বিপক্ষে। আর মৌসুমের শেষ ম্যাচে ঘরের মাঠে রিয়ালের প্রতিপক্ষ রিয়াল বেতিস। অন্যদিকে বার্সেলোনা নিজেদের শেষ ম্যাচে আতিথ্য নেবে সেভিয়ার।

তবু কাবরেরার প্রশংসা পেলেন জামালরা

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক) ঃ শক্তিশালী লেবাননের সঙ্গে দারুণ লড়েও পয়েন্ট পায়নি বাংলাদেশ। শেষ ১৬ মিনিটে দুই গোল খেয়ে হারতে হয়েছে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম ম্যাচ। লেবাননের মতো প্রায় এক শ ধাপ এগিয়ে থাকা দলের কাছে হারের গ্লানি থাকার কথা নয় বাংলাদেশের। এই ম্যাচে জামাল ভূঁইয়াদের হারই স্বাভাবিক। কিন্তু বাংলাদেশের আফসোস থেকে যাচ্ছে। কারণ গোল খাওয়ার আগে বাংলাদেশের ফরোয়ার্ড ফয়সাল আহমেদ লেবাননের গোলকিপারকে একা পেয়েও গোল করতে পারেননি। মেরেছেন কি না গোলকিপারের গায়ে! সেটি গোল হলে বেঙ্গালুরু সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে আজ বাংলাদেশের শুরুটা অন্য রকমই হতে পারত। সেটি না হওয়ায় বাংলাদেশ কোচ হাভিয়ের কাবরেরা হতাশ। ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, 'জানাই ছিল, শুরুর দিকে আমাদের মাঠে ভুগতে হবে। কিন্তু ম্যাচে আমরা ঘুরে দাঁড়িয়েছি। আক্রমণ গড়েছি। আমরা জানতাম, আমাদের কাছে সুযোগ আসবে, সেটা এসেছেও। দ্বিতীয়ার্ধে আমরা ভালো সুযোগও তৈরি করি। কিন্তু গোল পাইনি। আমরা কিছু সুযোগ নষ্ট করেছি। এটা হতেই পারে।' লেবানন কেন জিতল, কাবরেরা করলেন সেই বিশ্লেষণও, 'ওরা শেষ পর্যন্ত জিতে গেছে। কারণ, শেষ দিকে ওরা ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের ঝলক দেখিয়েছে। যেটা ওদের দরকার ছিল সেটা করেছে।' এই ম্যাচে বাংলাদেশ ভুল করেছে কিছু। তারই খেসারত গুনে এই হার। কাবরেরাও সেটাই বলেছেন, 'যেভাবে আমরা গোল খেয়েছি, সেটা হতাশার। রক্ষণ পুরো ম্যাচে জমাট ছিল। মনে রাখতে হবে, লেবানন শক্তিশালী দল। দ্বিতীয়ার্ধে হাসান মাতুক মাঠে আসার পর সে আমাদের জন্য সমস্যা তৈরি করে।' এরপর কোচের সংযোজন, 'হারলেও ছেলেদের খেলায় আমি খুশি। এই ম্যাচ থেকে কিছু অর্জন করতে পেরেছি। ইতিবাচক হলো, বাকি দুই ম্যাচে ভালো খেলে আমাদের সেমিফাইনালে ওঠার সুযোগ আছে। আমাদের চোখও সেদিকেই।'

'শুধু কথা নয় কাজও করতে হবে', রবিনসনকে ধুয়ে দিলেন পন্টিংহেইডেন

লন্ডনঃ শুধু কথায় কাজ হবে না, মাঠে কিছু করে দেখাতে হবে'ইংলিশ পেসার ওলি রবিনসনের উদ্দেশে এমন বলেছেন সাবেক অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক রিকি পন্টিং। এজবাস্টন টেস্টে উসমান খাজাকে স্লেজিংয়ের পর সংবাদ সম্মেলনে এ প্রসঙ্গে পন্টিংয়ের নাম নিয়েছিলেন রবিনসন। সেটির কড়া জবাবই দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়াকে চারটি অ্যাশেজ সিরিজে নেতৃত্ব দেওয়া পন্টিং। রবিনসনের সমালোচনা করেছেন ম্যাথু হেইডেনও।

এজবাস্টন টেস্টের তৃতীয় দিন ১৪১ রান করা খাজাকে বোল্ড করেছিলেন রবিনসন। এরপর খাজাকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলতে শোনা যায় তাঁকে। মনে করা হচ্ছে, খাজাকে গালিই দিয়েছিলেন ইংলিশ পেসার। এরপর সংবাদ সম্মেলনে এ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে রবিনসন বলেছিলেন, 'আমরা সবাই রিকি পন্টিং ও অন্যান্য অজিদের আমাদের সঙ্গে এমন করতে দেখেছি। এখন ভূমিকাটা বদলে গেছে বলে ভালোভাবে সেটি নেওয়া হচ্ছে না।'

খাজা অবশ্য রবিনসনের অমন আচরণ নিয়ে তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাননি। তিনি শুধু বলেছিলেন, 'সেদিন দর্শকদের অনেক আওয়াজ ছিল, কিছু বুঝতেই পারিনি। আউট হওয়ার পর শুধু বার্মি আর্মিদের আওয়াজ কানে এসেছে। (রবিনসনের কথা) কিছু শুনিনি আসলে।'

প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরির পর দ্বিতীয় ইনিংসে ফিফটি করেন খাজা, শেষ দিনও রবিনসনের সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায় তাঁকে। খাজা সেটি নিয়েও দেখিয়েছেন নির্লিপ্ত প্রতিক্রিয়াই, 'এদিন তেমন কিছু হয়নি। এটা আসলে বন্ধুত্বপূর্ণ খোঁচাখুঁচি।'

স্কাই স্পোর্টসে ধারাভাষ্য দেওয়া পন্টিংও এ নিয়ে চুপ করেই ছিলেন। তবে আইসিসি রিভিউ পডকাস্টে এ নিয়ে মুখ খুলেছেন তিনি। সেখানে রবিনসনকে অ্যাশেজের ইতিহাসের দিকে না তাকিয়ে নিজের পারফরম্যান্সের দিকেই মনোযোগ দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন পন্টিং, 'যেমনটি বললাম, ওলি রবিনসন যা বলার বলে দিয়েছে। এই ইংল্যান্ড দল অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে আগে খেলেনি, তারা দ্রুতই বুঝবে অ্যাশেজ ক্রিকেট ও ভালো একটা অস্ট্রেলিয়া দলের বিপক্ষে খেলা কেমন। আর গত সপ্তাহের পর যদি ওলি রবিনসনের শিক্ষা না হয়ে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে তার কিছু শিখতে বেশ সময় লাগে।'

তাঁর নাম টেনে আনা প্রসঙ্গেও চুপ করে থাকেননি পন্টিং, 'সে কিছু জিনিস বলেছে, মানে আমার নামও এনেছে। একটু অবাক করার মতো ঘটনা। তবে তাতে আমার কিছু যায় আসে না। সে যদি বসে বসে আমার কথা ভাবে, ১৫ বছর আগে আমি কী করেছি তা নিয়ে চিন্তিত হয়, তাহলে এ ম্যাচে যেমন বোলিং করেছে তাতে আসলে বিস্ময়ের কিছু নেই। যদি অ্যাশেজ সিরিজে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটারদের সঙ্গে আপনি এমন কথা বলেন, তাহলে আপনার স্কিলও থাকা লাগে এ শিক্ষা দ্রুতই হবে তার।'

রবিনসনকে ধুয়ে দিয়েছেন সাবেক অস্ট্রেলীয় ওপেনার ম্যাথু হেইডেনও। ইংল্যান্ড পেসার প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, 'যখন প্যাট কামিন্স জো রুটকে দুটি ছক্কা মারল, তখন আরেকজন (রবিনসন), সে তো বিস্মৃত এক ক্রিকেটার হয়ে গেল। একজন ফাস্ট বোলার, যে কি না ঘণ্টায় ১২৪ কিলোমিটার গতিতে বল করে। অথচ কথা বলে বড় বড়। আমার মনে হয় ডেভিড ওয়ার্নারের মতো কেউ বলে কয়েই তার ওপর চড়াও হতে পারবে।'

এজবাস্টনে প্রথম ইনিংসে ৩ উইকেট নেওয়া রবিনসন দ্বিতীয় ইনিংসে নেন ডেভিড ওয়ার্নার ও ক্যামেরন গ্রিনের উইকেট।

ট্রুম্যান বেডসার ম্যাসি ঃ ২২ জুন যেভাবে মিলিয়ে দিয়েছে তাঁদের

কলকাতা (উৎপল শুভ্র) ঃ বব ম্যাসি, অ্যালেক বেডসার ও ফ্রেড ট্রুম্যান এই তিন বোলারকে বিনি সুতোর মালায় গেঁথে রেখেছে ২২ জুন। এই দিনেই প্রথম টেস্ট খেলতে নেমেছিলেন বেডসার আর ম্যাসি, ট্রুম্যান ক্যারিয়ারের শেষ টেস্ট। কাকতালীয়ভাবে তা একই মাঠে, লর্ডসে। তিনজনের শুরু ও শেষ ধরে তাঁদের জীবনের গল্প উৎপল শুভ্রর এই বিশেষ লেখায়।

অ্যালেক বেডসার পৃথিবী ছেড়ে গেছেন প্রায় ১৩ বছর আগে। দীর্ঘায়ুই পেয়েছিলেন, ২০১০ সালে শেষবারের মতো নিশ্বাস ফেলার ঠিক তিন মাস আগে পালন করেছেন ৯২তম জন্মদিন। বয়সে প্রায় ১৩ বছরের ছোট হয়েও ফ্রেড ট্রুম্যান চলে গেছেন এরও বছর চারেক আগেই। ৭৫ বছরের জীবনটা অবশ্য পরিপূর্ণভাবেই যাপন করে গেছেন। ফ্রেড ট্রুম্যানকে নিয়ে তো গল্পের শেষ নেই। ডব্লিউ জি গ্রেস ছাড়া আর কোনো ক্রিকেটারকে নিয়ে এত গল্প চালু আছে বলে মনে হয় না। তার কিছু সত্যি, কিছু বানানো, কোনো কোনোটাতে হয়তো সত্য মিথ্যার মিশেল। ট্রুম্যান তাঁকে নিয়ে এসব গল্প উপভোগ করতেন। নিজেও খুব সরসভাবে তা বর্ণনা করতেন, এ কারণে আফটার ডিনার স্পিকার হিসেবে বিপুল চাহিদা ছিল তাঁর। বিবিসির টেস্ট ম্যাচ স্পেশালে ক্রিকেট কমেন্ট্রিও করেছেন অনেক বছর।

এই গল্পের তৃতীয়জন বব ম্যাসিও রেডিও কমেন্টেটর হিসেবে খুব জনপ্রিয় ছিলেন। অস্ট্রেলিয়ান, তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল তাই এবিসি রেডিও। প্রথম দুজন স্বর্গবাসী হলেও বব ম্যাসি এখনো ধরাধামে বর্তমান। বয়স হয়েছে, গত বাংলা নববর্ষের দিন ৭৬তম জন্মদিন উদ্‌যাপন করলেন, বাড়ি থেকে তাই খুব একটা বেরোন না। বেরোলেইবা কী, এই তিনজনের তো আর একত্র হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। নইলে কল্পনায় তিনজনকে একসঙ্গে বসিয়ে দেওয়া যেত। তা না হয় যাচ্ছে না, কিন্তু বাকি দুজনকে নিয়ে কল্পনার একটা খেলা তো খেলাই যায়। এমন যদি হয়, আজ স্বর্গে একই টেবিলে বসে আড্ডা দিচ্ছেন তাঁরা দুজন ফ্রেড ট্রুম্যান আর অ্যালেক বেডসার। আড্ডার বিষয়? বিষয় একটাই, ২২ জুন।

২২ জুনই এই তিনজনকে গেঁথেছে বিনি সুতোর এক মালায়। ২২ জুনেই অ্যালেক বেডসার আর বব ম্যাসির শুরু আর ফ্রেড ট্রুম্যানের শেষ। ১৯৪৬ সালের ২২ জুন টেস্ট অভিষেক হয়েছিল বেডসারের। ১৯ বছর পর ১৯৬৫ সালের ২২ জুন ছিল ট্রুম্যানের বর্ণাঢ্য টেস্ট ক্যারিয়ারের শেষ দিন। এরও ৭ বছর পর ১৯৭২ সালের ২২ জুন টেস্ট ক্রিকেটে বব ম্যাসির আবির্ভাব। এই তিনটি ঘটনাই যে লর্ডসে, সেই বিস্ময় কাটানোর জন্য 'কাকতালীয়' শব্দটিকেও ঠিক যথেষ্ট মনে হচ্ছে না।

টেস্ট ক্রিকেটে ৩০০ উইকেটের এভারেস্টে প্রথম পা রাখার কৃতিত্বটি তাঁর, ক্রিকেট ইতিহাসের সর্বকালের সেরা ফাস্ট বোলারদেরই একজন ফ্রেডি ট্রুম্যান, ক্রিকেট ইতিহাসের সবচেয়ে বর্ণাঢ্য চরিত্রগুলোরও একটি। ৬৭ টেস্টে মাত্র ২১.৫৭ গড়ে ৩০৭ উইকেট আর তাঁকে নিয়ে তৈরি হওয়া বেশির ভাগই সত্য আর সামান্য অতিরঞ্জিত অসংখ্য গল্প পেছনে রেখে ১৯৬৫ সালের ২২ জুন যখন ক্রিকেট থেকে বিদায় নিলেন ট্রুম্যান, সে দিনটিতে তাঁকে সেভাবে দেখতেই পাননি দর্শক। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ব্যাট করছিল ইংল্যান্ড, ট্রুম্যানের তাই বোলিং করার প্রশ্নই নেই। মাত্র ৩ উইকেট হারিয়েই ইংল্যান্ড ২১৬ রানের জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যাওয়ায় তাঁকে ব্যাট করতেও নামতে হয়নি। টেস্ট ক্রিকেটে তাঁর শেষ দিনটিকে ঘিরে ট্রুম্যানের তাই ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সের কোনো স্মৃতি নেই। অ্যালেক বেডসার আর বব ম্যাসির কাছে তা নয়। তাঁদের কাছে ২২ জুন তারিখটি স্বপ্নপূরণের অন্য নাম, আবেগ উত্তেজনায় বিনিদ্র রাত কাটানোর পর স্বপ্নের হাত ধরে ভেসে যাওয়ার দিন। কল্পিত আড্ডাতে যদি বব ম্যাসিও থাকতেন, তাহলে কী হতে পারে? বিষয় যেহেতু ২২ জুন, অনুমান করা যায়, কিছুক্ষণ পরপরই ম্যাসি নীরব হয়ে গিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে থাকবেন। বেডসারকে হয়তো সান্ত্বনাও দিতে হতে পারে তাঁকে। কারণ, ২২ জুন তারিখটি অ্যালেক বেডসারের জন্য রৌদ্রকরোজ্জ্বল এক দিনের সঠিক পূর্বাভাস দেওয়া প্রভাত হলেও ম্যাসির জন্য যে তা নয়। তাঁর বেলায় প্রভাত দিনের সঠিক পূর্বাভাস দেয়নি। তাঁর দিনের যতটুকু আলো, তা ওই প্রভাতেই শেষ। ক্রিকেট ইতিহাসে বব ম্যাসির আবির্ভাব আর হারিয়ে যাওয়া বোঝাতে পারে একটি শব্দই ধূমকেতু! ধূমকেতুর মতোই ম্যাসির আবির্ভাব, ধূমকেতুর মতোই পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া। ১৯৭২ সালের ২২ জুন লর্ডসে টেস্ট ক্রিকেটে তাঁর প্রথম দিনেই ইংল্যান্ডের পাঁচ ব্যাটসম্যানকে আউট করলেন ম্যাসি। সে দিন ৭টি উইকেট পড়েছিল ইংল্যান্ডের, বাকি ২টি নিয়েছিলেন ডেনিস লিলি।

পরদিন ইনিংসের বাকি ৩টি উইকেটও ম্যাসির। সেখানে থেমে থাকলেও কথা ছিল। ইচ্ছেমতো বল সুইং আর সোয়ার্ভ করিয়ে ইংলিশ ব্যাটসম্যানদের চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসেও ম্যাসির ৮ উইকেট। দুই ইনিংস মিলিয়ে ১৩৭ রানে ১৬ উইকেট, অভিষেকসেরা বোলিংয়ের রেকর্ড হিসেবে তা টিকে ছিল ১৫ বছর, মাত্র ১ রান কম দিয়ে ১৬ উইকেট নিয়ে রেকর্ডটি ভেঙেছেন ভারতীয় লেগ স্পিনার নরেন্দ্র হিরওয়ানি। অভিষেক টেস্টেই যাঁর ১৬ উইকেট, পুরো ক্যারিয়ারে তাঁর অর্জন মাত্র ৩১ উইকেট। সেই ক্যারিয়ারও মাত্র ৬ টেস্টের, সময়ের হিসাবে স্থায়িত্ব মাত্র ২০৩ দিনের। নটিংহামে সে সিরিজেরই পরের টেস্টে প্রথম ইনিংসে ৪ উইকেট নিয়েছিলেন, টেস্ট ক্যারিয়ারের প্রথম তিন ইনিংসেই যাঁর ২০ উইকেট, তাঁর ক্যারিয়ার কেন ৬ টেস্টে ৩১ উইকেটেই শেষ হয়ে গেল, তা এক রহস্যই হয়ে আছে।

ইংল্যান্ডে অভিষেক সিরিজে ৪ টেস্ট খেলার পরের মৌসুমে দেশের মাটিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলেন দুটি টেস্ট, সেটাই শেষ। ১৯৭৩ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে স্কোয়াডে থাকলেও টেস্ট দলে ঢোকার মতো ফর্মের প্রমাণ রাখতে পারেননি। লর্ডস টেস্টে তাঁর বল সুইং করানোর যে ক্ষমতাকে খাওয়াঘুমানোর মতোই সহজাত ব্যাপার বলে মনে হয়েছিল, রহস্যজনকভাবে হারিয়ে ফেলেন সেটিই। সেই রহস্যের উত্তর হিসেবে ফিসফাস শোনা গিয়েছিল, বলে ঠোঁটে দেওয়ার ক্রিম ব্যবহার করে তা সুইং করাতেন ম্যাসি, স্যার ডন ব্র্যাডম্যানের নির্দেশে সেটি বন্ধ করতে হওয়াতেই ফুরিয়ে যান। যদিও এ কথা তাঁর কানে পৌঁছানোর পর প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়েই তা অস্বীকার করেছিলেন স্যার ডন। সব মিলিয়ে ম্যাসির টেস্ট অভিষেকটা অনেক বেশি স্মরণীয়, তবে শুধু টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম দিনটির কথা বললে অ্যালেক বেডসার তাঁর চেয়েও এগিয়ে। ১৯৪৬ সালের ২২ জুন ভারতের বিপক্ষে লর্ডসে টেস্ট ক্রিকেটে তাঁর প্রথম দিনটিতেই বেডসারের ৭ উইকেট। দ্বিতীয় ইনিংসে ৪। প্রথম টেস্টের মতো দ্বিতীয় টেস্টেও বেডসারের ১১ উইকেট।

দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে ডুবোজাহাজ টাইটানের অক্সিজেন, সময় বাকি কয়েক ঘণ্টা

নিউ ইয়র্ক (ওয়েবডেস্ক)ঃ আটলান্টিক মহাসাগরে নিখোঁজ সাবমার্সিবল বা ডুবোজাহাজ টাইটানের কোন সন্ধান এখনও পাওয়া যায়নি। ধারণা করা হচ্ছে, বাংলাদেশ সময় বিকেল চারটার কিছু পরেই ফুরিয়ে যাবে ওই সাবমার্সিবলের অক্সিজেন, সেইসাথে ফিকে হয়ে আসবে সেখানকার পাঁচ আরোহীর জীবিত উদ্ধারের আশা।

মার্কিন উপকূলরক্ষী বাহিনী তাদের অনুসন্ধান এলাকার পরিধি এরিমধ্যে দ্বিগুণ করেছে। উদ্ধারকারীরা রীতিমতো সময়ের সাথে যুদ্ধ করছেন। সমুদ্রের নীচে টাইটানিক জাহাজের ধ্বংসাবশেষ এলাকা ঘুরিয়ে আনতে ভ্রমণ পরিকল্পনা করে থাকে ওশানগেট নামের কোম্পানি। আরোহীদের পোলার প্রিন্স নামে জাহাজে করে প্রথমে আটলান্টিকের উপর টাইটানিক ডুবে যাওয়ার জায়গাটায় নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর সেখান থেকে টাইটান নামের ওই সাবমার্সিবল বা ছোট আকারের সাবমেরিনে করে, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সাড়ে তিন কিলোমিটার গভীরে, টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষের মুখোমুখি করা হয়। এই পুরো সময় সাবটি পোলার প্রিন্স জাহাজের সাথে যোগাযোগ বজায় রাখে। কিন্তু রবিবার, সাবটি ডুব দেয়ার এক ঘণ্টা ৪৫ মিনিটের মধ্যে জাহাজের সাথে এর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সবশেষ ডেটা অনুযায়ী সাবটি তিন হাজার আটশ মিটার গভীরে ছিল।

টাইটান যে অঞ্চলটি নীচে নেমেছিল সমুদ্রের স্রোত সেখান থেকে সাবটিকে টেনে নিয়ে যেতে পারে। এই ধারণা থেকে ফ্রান্সের রোবটিক্যালি অপারেটেড ভেহিকল আরওভি জলের প্রায় চার কিলোমিটার গভীরে পাঠানো হয়েছে। যানটির সমুদ্রের তলদেশে পৌঁছানোর সক্ষমতা রয়েছে বলে জানা যায়।

উদ্ধার অভিযানে কানাডার নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী, উপকূলরক্ষী, নিউ ইয়র্কের বিমান বাহিনী কাজ করছে।

ইতোমধ্যে ১০টি অতিরিক্ত জাহাজ এবং বেশ কয়েকটি সাবমেরিন আজ উদ্ধার কাজে যোগ দেবে বলে জানা গিয়েছে। সবমিলিয়ে উদ্ধারকারীরা বলছেন যে তারা আশাবাদী। কারণ নিখোঁজ সাবমার্সিবলের অনুসন্ধান অব্যাহত রয়েছে।

তবে অভিযানের নেতৃত্বে থাকা ক্যাপ্টেন বলেছেন ঃ সত্যি বলতে, আমরা এখনও জানি না তারা কোথায় আছেন।

মঙ্গলবার এবং বুধবার সমুদ্রের নীচের ধাক্কা দেয়ার শব্দ পাওয়ার পরই এই তল্লাশি এলাকা আরও বিস্তৃত করা হয়।

এখন ১৪ হাজার বর্গ মাইল বা ২২ হাজার ৫৩০ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে উদ্ধার তৎপরতা চালানো হচ্ছে। যার পরিধি যুক্তরাষ্ট্রের কানেকটিকাট রাজ্যের আকারের দ্বিগুণ।

টাইটান যে গবেষণা জাহাজ থেকে ছেড়ে গিয়েছিল সেই পোলার প্রিন্সে অনুসন্ধানের জন্য কমান্ড সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এটি টাইটানিকের ধ্বংসস্তূপের কাছাকাছি বসে উদ্ধার তৎপরতা তদারকি করছে। ক্যামেরাসজ্জিত রিমোটনিয়ন্ত্রিত বাহন আরওভি সারা দিন সমুদ্রতলের গভীরে স্ক্যান করছে।

জাহাজে থাকা পাঁচ যাত্রীর মধ্যে রয়েছেন ব্রিটিশ ধনকুবের ৫৮ বছর বয়সী হামিশ হার্ডিং, ব্রিটিশপাকিস্তানি ধনাঢ্য ব্যবসায়ী ৪৮ বছর বয়সী শাহজাদা দাউদ, তার ছেলে ১৯ বছর বয়সী ছাত্র সুলেমান দাউদ, ৭৭ বছর বয়সী ফরাসি অভিযাত্রী পলহেনরি নারজিওলেট এবং ওশানগেটের প্রধান নির্বাহী ৬১ বছর বয়সী স্টকটন রাশ।

আরোহীদের মধ্যে মি. নারজিওলেট, টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষ দেখার অভিযানে আগেও অংশ নিয়েছেন।

একটি ২২ ফুট সাবে সাবমার্সিবলে এতো সময় ধরে পাঁচ জন মানুষ আটকে পড়ায় তাদের ক্লাস্ট্রোফোবিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।

নিউফাউন্ডল্যান্ডের সেন্ট জনসএর মেমোরিয়াল ইউনিভার্সিটির হাইপারবারিক মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাঃ কেন লেডেজ বিবিসি নিউজকে বলেছেন বাতাস ফুরিয়ে যাওয়াই এখন একমাত্র বিপদ নয়। ডুবোজাহাজটি বৈদ্যুত বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। এই বিদ্যুৎ অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অক্সিজেনের মাত্রা কমে যাওয়ার সাথে সাথে ভিতরের সবার প্রশ্বাসের সাথে বেরিয়ে আসা কার্বন ডাই অক্সাইডের হার বেড়ে যাবে, যা ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আসবে।

কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রা বাড়ার সাথে সাথে এটি চেতনানাশক গ্যাসের মতো কাজ করে। যার প্রভাবে মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে। বলেন ডা. লেডেজ।

একজন ব্যক্তির রক্তপ্রবাহে হাইপারক্যাপনিয়া নামে গ্যাস অত্যধিক পরিমাণে বেড়ে গেলে এবং দ্রুত চিকিৎসা না করালে মানুষ মারা যেতে পারেন।

সাবেক রয়্যাল নেভি সাবমেরিন ক্যাপ্টেন রায়ান রামসে বলেছেন যে তিনি টাইটানের ভিতরের ভিডিওগুলি অনলাইনে দেখেছেন এবং কার্বন ডাই অক্সাইড অপসারণ ব্যবস্থা দেখতে পাননি, যা স্ক্রাবার নামে পরিচিত।

তার মতে, সাবটি সমুদ্রতটে থাকলে জলের তাপমাত্রা প্রায় শূন্যে নেমে আসবে। যদি এর বিদ্যুৎ চলে যায় তাহলে এটি ভেতরের পরিবেশ উষ্ণ রাখতে পারবে না।

ফলে হাইপোথার্মিয়ার ঝুঁকি বেড়ে যাবে। অর্থাৎ শরীর খুব ঠান্ডা হয়ে যাবে। সাবএর মধ্যে অক্সিজেনের অভাব এবং কার্বন ডাই অক্সাইড জমা হওয়া মানে ভেতরের আরোহীদের উদ্ধারকারীদের সাথে যোগাযোগ করার ক্ষমতা, যেমন নিয়মিত বিরতিতে হুলের উপর আঘাত করার ক্ষমতা হ্রাস পাবে।

যদি তারা অচেতন হয়, তাহলে তারা নিজেদের সাহায্য করার মতো কিছু করতে পারবে না, ডাঃ লেডেজ বলেছেন।

যদিও কোস্ট গার্ড সতর্ক করেছে যে সম্ভবত সামান্য অক্সিজেন অবশিষ্ট আছে, ক্রুরা তাদের সরবরাহ সংরক্ষণ করতে সক্ষম হতে পারে - অন্তত কিছু সময়ের জন্য।

মি. রামসে বলেছেন যে আরোহীরা ধীরে ধীরে শ্বাসপ্রশ্বাস নিলেও কিছুটা বেশি সময় টিকে থাকতে পারবেন।

তবে তারা যে চাপের মধ্যে থাকবেন সেখানে ধীরস্থির থাকা বেশ কঠিন হতে পারে বলে তিনি স্বীকার করেছেন।

ডা. লেডেজ বলেছেন যে তারা কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণকারী দানাগুলো ছড়িয়ে দিতে পারে বা তাদের বিদ্যুৎ ব্যবহার কমাতে পারে যদি তাদের এখনও বিদ্যুৎ থাকে।

এই সমস্ত চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও, তিনি খুব শীঘ্রই অনুসন্ধান বা উদ্ধার অভিযান বাতিল না করার তাগিদ দিয়েছেন, তিনি বলেছেন যে তারা অক্সিজেনের মাত্রা খুব কম থাকা সত্ত্বেও বেঁচে থাকতে পারেন। যদি তাদের মধ্যে কেউ বেঁচে থাকতে পারে, সেটি কেবল তাদের শক্তির উপর নির্ভর করবে এবং যদি আলোর সাহায্যে তারা প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো খুঁজে পায়। তবে অবশ্যই, তারা এখনও বেঁচে থাকতে পারে।

মার্কিন উপকূলরক্ষীরা বলেছেন, নিখোঁজ টাইটানিক সাবমার্সিবল খুঁজতে গিয়ে তারা কিছু শব্দ পেয়েছেন। তারা জানেন না এই শব্দের উৎস কী। এই শব্দ টাইটান থেকে নাও আসতে পারে বলে সতর্ক করেছেন সাবেক মার্কিন নৌবাহিনীর পারমাণবিক সাবমেরিন কমান্ডার ডেভিড মার্কুয়েট।

তিনি বিবিসিকে বলেন, আমি মনে করি না এই শব্দ ওই সাব থেকে এসেছে। এটা সমুদ্রের নীচের প্রাকৃতিক শব্দ হতে পারে। আমরা শব্দ শুনতে পাচ্ছি এবং আরও জাহাজ তল্লাশি অভিযানে যোগ দেয়। এরপর আমরা আরও শব্দ শুনতে পাই এবং আমি এটাকে কাকতালীয় বলে মনে করি না,

ক্যাপ্টেন মারকুয়েট বিশ্বাস করেন যে বোর্ডে যারা আছে তাদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা কম।

কিন্তু তারপরও কিছুটা আশা রয়েছে কারণ টাইটানকে তুলে আনার জন্য সব ধরণের সরঞ্জাম আনা হচ্ছে।

অক্সিজেন ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই ডুবোযানটি খুঁজে পাওয়া দরকার বলে তিনি জানান।

গভীর সমুদ্রের পরিবেশ খুবই নিষ্ঠুর এবং ক্ষমাহীন। অনেকটার পৃথিবীর বাইরের মহাকাশের মতো।

টাইটানিক যেখানে ডুবেছে সমুদ্রের নীচের সেই স্থানটিকে মধ্যরাতের অঞ্চল বলা হয় - যা এর হিমায়িত তাপমাত্রা এবং চিরস্থায়ী অন্ধকারের জন্য পরিচিত।

টাইটানে পূর্ববর্তী অভিযানে অংশ নেওয়া অভিযাত্রীরা সমুদ্রের তলদেশে নামার আগে সেই ভয়াবহ অন্ধকারে দুই ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলার অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন।

সাবমার্সিবলের আলোয় সামান্য দূর পর্যন্ত দৃশ্যমান হয়। তবে সেটাও মাত্র কয়েক মিটারের মধ্যে থাকলে।

উদ্ধারকারীদের এই সব ধরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করতে হচ্ছে।

গভীর সমুদ্রের অভিযাত্রী ড. ডেভিড গ্যালো বলেছেন যে টাইটানে আটকে পড়াদের উদ্ধার করতে অলৌকিক কিছু হওয়া লাগবে, তারপরও তিনি আশাবাদী।

তিনি আইটিভিতে গুড মর্নিং ব্রিটেনকে বলেছেন যে জলের নীচে থেকে আসা শব্দগুলো বিশ্বাসযোগ্য এবং পুনরাবৃত্তি হচ্ছে।

ধারণা করা হচ্ছে যে এই শব্দ ডুবো জাহাজ থেকে আসছে এবং এই শব্দের উৎস সনাক্ত করতে দ্রুত এগিয়ে যেতে হবে।

এই মুহূর্তে, আমাদের ধরে নিতে হবে যে এই শব্দ সাবমেরিন থেকে আসছে এবং দ্রুত সেই স্থানে গিয়ে এর অবস্থান সনাক্ত করতে হবে এবং সাবমেরিনটি কোথায় রয়েছে তা যাচাই করার জন্য সেখানে রোবট নামতে হবে, তিনি বলেন।

তাদের সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত থাকতে হবে কেননা সাবটি উদ্ধারের পর পৃষ্ঠে নিয়ে যেতে কয়েক ঘণ্টা সময় লাগবে।

টাইটান সাবমার্সিবল প্রায় ৪০০০ মিটার গভীরতায় পৌঁছতে সক্ষম। এটি টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষের দিকে যাওয়ার পথে নিখোঁজ হয়।

টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষের অবস্থান সমুদ্রের তলদেশে ৩,৮০০ মিটার গভীরে।

ওই ধ্বংসস্তূপ পর্যন্ত যেতে সাবটির পৃষ্ঠ থেকে অন্তত দুই ঘণ্টা সমুদ্রের গভীরে যাত্রা করতে হয়। কিন্তু এর কিছুক্ষণ আগেই প্রায় এক ঘণ্টা ৪৫ মিনিটের মধ্যে সাবটি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তার আগ পর্যন্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার মতো কোনও লক্ষণ দেখা যায়নি।

যাইহোক, নিখোঁজের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করেছে যে তারা এলাকার একটি সোনার অনুসন্ধানে জলের নিচের শব্দ সনাক্ত করেছে।

মার্কিন উপকূলরক্ষী বাহিনী বলেছে যে তারা শব্দের উৎস সম্পর্কে জানতে কাজ করছে তবে এখনও পর্যন্ত কিছুই পাওয়া যায়নি।

টাইটানের নিরাপত্তা নিয়ে পাঁচ বছর আগে সতর্ক করা হয়েছিল

ডেভিড লখরিজ নামে একজন সাবমেরিন বিশেষজ্ঞ এই সাবের সম্ভাব্য নিরাপত্তা সমস্যার বিষয়ে ২০১৮ সালে সতর্ক করেছিলেন। ডেভিড লোখরিজ ওশানগেটে কাজ করার জন্য ২০১৭ স্কটল্যান্ড থেকে ওয়াশিংটন রাজ্যে চলে আসেন।

কিন্তু এক বছরেরও কম সময় পরে তিনি তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সতর্ক করেছিলেন যে টাইটানের কার্বন হুলের ত্রুটিগুলো চোখের আড়ালে চলে যেতে পারে। এজন্য ডুবোজাহাজটির সার্বিক নিরাপত্তা খতিয়ে দেখতে তিনি একটি বহিরাগত সংস্থার সাহায্য নিতে কোম্পানির প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি বলেন যে এ বিষয়ে একটি রিপোর্ট লেখার আগ পর্যন্ত তার মৌখিক সতর্কতাগুলি উপেক্ষা করা হয়েছিল।

পরে তাকে ওশানগেটের প্রধান নির্বাহী স্টকটন রাশ সহ বেশ কয়েকজন কর্মকর্তার সাথে একটি বৈঠকে ডাকা হয়, যিনি নিখোঁজ সাবমার্সিবলটিতে রয়েছেন।

ওশানগেট লখরিজকে গোপনীয় তথ্য প্রকাশের জন্য চাকরীচ্যুত করে এবং এজন্য কোম্পানি তার বিরুদ্ধে মামলাও করে।

এই সাবমেরিন বিশেষজ্ঞ পরে তাকে অন্যায্যভাবে বরখাস্তের বিরুদ্ধে মামলা করে। পরে মামলার নিষ্পত্তি হয়।

লখরিজের আইনজীবী এসব তথ্য জানিয়েছেন।

আদালতের নথিতে আরও বলা হয়েছে যে, লখরিজ জানতে পারেন টাইটানের ফরোয়ার্ড ভিউপোর্টের নির্মাতারা এটিকে শুধুমাত্র ১,৩০০ মিটার গভীরতায় পাঠানোর অনুমোদন দিয়েছে। অথচ টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষ সমুদ্রের ৩,৮০০ মিটার গভীরে অবস্থিত সমুদ্রবিজ্ঞানী বলেছেন যে ঘটনাটি শিল্পের জন্য বড় সতর্কবার্তা হয়ে থাকবে। এখান থেকে তাদের শেখা উচিত।

সমুদ্রবিজ্ঞানী ডেভিড মারনসকে বলেছেন ঃএই ঘটনার তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। এই ধরণের ঘটনা আমরা বারবার ঘটতে দিতে পারি না, এবং আমাদের এই শিল্পের দিকে নজর দেওয়া উচিত এবং যাত্রীদের এত গভীরে নিয়ে যাওয়ার আগে চিন্তাভাবনা করা দরকার কারণ যদি কোন ভুল হয়ে যায় তবে তা শুধরানোর খুব কম সুযোগ রয়েছে।

তিনি বলেছেন, টাইটানের নিরাপত্তা যাচাই না হওয়া একটি উদ্বেগের বিষয়।

টাইটান সম্পর্কে কিছু তথ্য

সাবটি একজন পাইলট একটি ভিডিও গেম কন্ট্রোলারের সাথে চালনা করেন। সাবটি অত্যন্ত সংকীর্ণ, যার আয়তন ২২ ফুট X ৯.২ ফুট X ৮.৩ ফুট।

ভেতরে একটি ব্যক্তিগত টয়লেট আছে, যেখানে এটি ব্যবহার করার সময় ছোট পর্দা টানা হয়।

সাবটি তার ডাইভ শুরু করার আগে, একটি সহায়তা দল বাইরে থেকে দরজাটি বন্ধ করে দেয় এবং ১৯টি নাটবল্টু দিয়ে সিল করে ক্রুদের ভিতরে লক করে দেয়।

একটি কানাডিয়ান পিথ্রি বিমান টাইটানের অনুসন্ধান এলাকায় জলের নিচের শব্দ শনাক্তে কাজ করছে। এই বিমানটি জলের নীচে শব্দ শনাক্ত করেছিল। পিথ্রি ওরিয়ন স্পটার বিমান গভীরভাবে অনুসন্ধান অভিযান পরিচালনা করতে পারে। এতে ইনফ্রারেড এবং দীর্ঘপরিসরের ইলেক্ট্রোঅপটিক্যাল ক্যামেরার পাশাপাশি বিশেষ ইমেজিং রাডার রয়েছে। উদ্ধার প্রচেষ্টার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বাহন হল আরওভি যা দূর থেকে চালানো হয়। অনুসন্ধানের প্রচেষ্টায় সহায়তা করার পাশাপাশি, আরওভি'র ডুবো জাহাজটিকে পৃষ্ঠে নিয়ে আসার সক্ষমতা রয়েছে। আরেকটি সরঞ্জাম হল ভিক্টর ৬০০০ - একটি মানববিহীন ফরাসি রোবট যা ৬০০০ মিটার গভীর পর্যন্ত ডুব দিতে পারে। এটিও দূর থেকে নিয়ন্ত্রন করা যায়। তবে এর নিজ থেকে সাবমার্সিবল তোলার ক্ষমতা নেই।

টুকরো খবর

বসবাসের অযোগ্যতায় যুদ্ধবিধ্বস্ত কিয়েভ শহরেরও পেছনে ঢাকার অবস্থান

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক)ঃ বসবাসের অযোগ্যতার দিক দিয়ে ঢাকা আবারো সপ্তম অবস্থানে এসেছে লন্ডনভিত্তিক ম্যাগাজিন দ্য ইকোনমিস্টের ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (ইআইইউ) সাম্প্রতিক সমীক্ষায়। গত বছরও ১৭২ টি শহরের মধ্যে ১৬৬ অবস্থানে ছিল ঢাকা। ৪৩.৮ পয়েন্ট নিয়ে ঢাকা রয়েছে তলানির দিক দিয়ে সপ্তম। যদিও পয়েন্টে কিছুটা উন্নতি হয়েছে গত বছরের তুলনায়। গত বছর ১০০ তে ঢাকার পয়েন্ট ছিল ৩৯.২। অবশ্য সব দেশেরই গড়পড়তা উন্নতি হওয়ায় র‍্যাংকিংএ তেমন একটা তফাৎ হয়নি। ঢাকা এবং জিম্বাবুয়ের হারারে একই পয়েন্ট পেয়ে ১৬৬ অবস্থানে রয়েছে। এবারের সমীক্ষায় যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেনের কিয়েভ শহরকেও যুক্ত করা হয়েছে, যেটির অবস্থান ঢাকা শহরের একধাপ উপরে। দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে পাকিস্তানের করাচি শহরের অবস্থান ঢাকার নিচে। শহর কতটা বসবাসের যোগ্য সেটা নির্ধারণে বেশ কয়েকটি দিক বিবেচনা করা হয়। যার মধ্যে রয়েছে স্থিতিশীলতা, স্বাস্থ্যসেবা, সংস্কৃতি ও পরিবেশ, শিক্ষা এবং অবকাঠামোর নানা দিক।

পাকিস্তানের করাচি শহরের বিভিন্ন জায়গায় বৃষ্টিতে জলাবদ্ধতা বড় সমস্যা। ছবিটি ২০২২ সালের জুলাই মাসে তোলা।

তলানিতে যে ১০ শহর

ডুয়ালা, ক্যামেরুন (১৬৪)
কিয়েভ, ইউক্রেন (১৬৫)
হারারে জিম্বাবুয়ে (১৬৬)
ঢাকা বাংলাদেশ (১৬৬)
পোর্ট মোর্জবি, পাপুয়া নিউ গিনি (১৬৮)
করাচি, পাকিস্তান (১৬৯)
লেগোস, নাইজেরিয়া (১৭০)
আলজিয়ার্স, আলজেরিয়া (১৭১)
ত্রিপোলি, লিবিয়া (১৭২)
দামেস্ক, সিরিয়া (১৭৩)

শীর্ষে যেসব শহর

ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া (১ম)
কোপেনহেগেন, ডেনমার্ক (২য়)
মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়া (৩য়)
সিডনি, অস্ট্রেলিয়া (৪র্থ)
ভ্যাঙ্কুভার, কানাডা (৫ম)
জুরিখ, সুইজারল্যান্ড (৬ঠ)
ক্যালগারি, কানাডা (৭ম)
জেনেভা, সুইজারল্যান্ড (৭ম)
টরন্টো, কানাডা (৭ম)
ওসাকা, জাপান (১০ম)
অকল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড (১০ম)

এখানে অষ্টম ও নবম নেই কারণ একই পয়েন্ট পেয়ে দুটি করে শহর সপ্তম ও দশম অবস্থানে রয়েছে। এর বাইরে বেশ কিছু শহর রয়েছে যেগুলোর র‍্যাংকিং আগের তুলনায় বেশ পিছিয়েছে। যেমন যুক্তরাজ্যের এডিনবরা, ম্যানচেস্টার, লন্ডন, আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলেস, স্যান ডিয়েগো, সুইডেনের স্টকহোম, এমন বেশ কিছু শহর। এই সমীক্ষায় যে ৫টি দিক বিবেচনা করা হয় তার ভেতরে অনেকগুলো নির্দিষ্ট খাত আছে। স্থিতিশীলতা - এখানে স্থিতিশীলতা বলতে বুঝানো হচ্ছে একটি শহর কতটা অপরাধপ্রবণ। সেখানে ছোটখাটো বা বড় ধরণের অপরাধ কতটা হয় সেটি বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। এছাড়া সামরিক সংঘাতের হুমকি আছে কি না এবং সন্ত্রাসের হুমকি কতটা আছে সেটিও বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।

স্বাস্থ্যসেবা স্বাস্থ্যসেবার রেটিংএ আছে বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবার প্রাপ্যতা, মান, সরকারি সেবা প্রাপ্যতা, জনস্বাস্থ্য সেবার মান, ওভার দ্য কাউন্টার ওষুধের প্রাপ্যতা ও সাধারণ স্বাস্থ্যসেবা সূচক।

সংস্কৃতি ও পরিবেশ - এক্ষেত্রে তিনটি দিক রয়েছে। জলবায়ু, সংস্কৃতি ও বিনোদন। জলবায়ুর ক্ষেত্রে তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা, সাংস্কৃতিক সমস্যার মধ্যে আছে দুর্নীতি, সামাজিকধর্মীয় বিধিনিষেধ, সেন্সরশিপের মাত্রা এমন কিছু দিক, বিনোদনের দিকে আছে খেলাধুলা, সংস্কৃতি, খাদ্য ও পানাহারের মতো দিক। এছাড়াও আছে ভোগ্যপণ্য ও সেবার প্রাপ্যতার মতো দিক।

শিক্ষা - শিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারি শিক্ষার প্রাপ্যতা, মান এবং সাধারণ সরকারি শিক্ষা সূচকের দিক।

অবকাঠামো -এই খাতে রয়েছে পরিবহণ ব্যবস্থা যেমন সড়ক ও গনপরিবহনের মান, এবং নাগরিক সুযোগ সুবিধার দিক, যেমন আবাসন, পানি, বিদ্যুৎ, টেলিযগাযোগ অবকাঠামো ও গুণগত মানের দিক।

এসব রেটিংএ ঢাকাকে মূলত অস্বস্তিকর অবস্থায় ছিল আগে থেকেই। এখন রেটিং এ কিছুটা এগোলেও সামগ্রিকভাবে সব দিক দিয়ে স্বস্তি বাড়েনি যার ফল এই র‍্যাংকিং।

ঢাকার মতো এত জনঘনত্বের দেশ পৃথিবিতে বিরল। সম্পদের যে ঘনত্ব সেটাও অন্যান্য দেশের চেয়ে বিরল। স্থপতি ইকবাল হাবিবের মতে জনঘনত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিকল্পনার ঘাটতি রয়েছে। নানা কারণে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ ঢাকামুখী হচ্ছে। এর প্রধাণ কারণ হচ্ছে, কর্মসংস্থান। মি. হাবিব মনে করেন, যেসব শহর তালিকায় উপরের দিকে আছে সেগুলোর সাথে ঢাকা শহরের তুলনা যথার্থ নয়। কারণ, সেসব শহরে জনসংখ্যার ঘনত্ব ঢাকার চেয়ে অনেক কম। ভিয়েনা বা মেলবোর্ন শহরে সেলফি তুললে মানুষজন খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু ঢাকায় সেলফি তুললে যে কোনো জায়গায় দাঁড়ালে ১০-১৫ জন চলে আসে, বলেন মি. হাবিব। তবে সমস্যা যে রয়েছে সে দিকটাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না তিনি। সেক্ষেত্রে পরিকল্পনার অভাব একটি বড় দিক। এজন্য বেশি প্রয়োজন ঢাকার উপর জনসংখ্যার চাপ কমানো। ঢাকার আশেপাশের শহরগুলোর সাথে দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে সংযোগ করা গেলে রাজধানীর উপর বাচ কমবে এবং মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে বলে মনে করেন স্থপতি মি. হাবিব।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
শুক্রবার
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
23:06:2023

বিএনপি বিহীন রাজশাহী ও সিলেট সিটি নির্বাচনে নৌকার বিজয়

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী মেয়র পদে নির্বাচিত হয়েছেন। রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের নতুন মেয়র হয়েছেন আওয়ামী লীগের এ. এইচ. এম. খাইরুজ্জামান লিটন। নির্বাচন কমিশন ঘোষিত বেসরকারি ফল অনুযায়ী, তিনি পেয়েছেন এক লাখ ৬০ হাজার ২৯০ ভোট। তার নিকটতম ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী মুরশিদ আলম পেয়েছেন ১৩ হাজার ৪৮৩ ভোট। এছাড়া জাকের পার্টির লতিফ আনোয়ার পেয়েছেন ১১ হাজার ৭১৩ ভোট এবং জাতীয় পার্টির সাইফুল ইসলাম ১০ হাজার ২৭২ ভোট পেয়েছেন। এই সিটি নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন মোট ভোটারের শতকরা ৫৬.২০ ভাগ। সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী মেয়র পদে নির্বাচিত হয়েছেন। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, তিনি পেয়েছেন ১ লাখ ১৯ হাজার ৯৯১ ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জাতীয় পার্টির মেয়র প্রার্থী নজরুল ইসলাম (বাবুল) পেয়েছেন ৫০ হাজার ৮৬২ ভোট। প্রাথমিক ফলাফল ঘোষণার পর মি. ইসলাম নির্বাচনের ফলাফল প্রত্যাখ্যান করেছেন। সিলেটে প্রাথমিকভাবে জয়ের খবর পাওয়ার পর সংবাদ সম্মেলন করেছেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী। তিনি বলেছেন, পর্যটন নগরীকে মায়ের কোলের মতো নিরাপদ করতে কাজ করবেন তিনি। ভবিষ্যতে সিলেটের জন্য কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি।

মণিপুরে ধর্মীয় সহিংসতার ৫০ দিন

ইম্ফল ঃ মণিপুর জ্বলছে ৫০ দিন ধরে।

তার সঙ্গেই জ্বলছে উত্তরপূর্বাঞ্চলের এই রাজ্যটির শত শত বছরের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঐতিহ্য।

জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে একটা স্বপ্ন, যেখানে মেইতেই, কুকি আর নাগা সম্প্রদায়ের মানুষরা পুরনো দ্বন্দ্ব মুছে ফেলে একসঙ্গে থাকতে পারত।

পারস্পরিক বিশ্বাস ঠেকেছে একদম তলানিতে, বেড়েছে হতাশা।

তারই ফল হল মণিপুরে জাতিগত সহিংসতা শুরু হওয়ার দেড় মাসেরও বেশি সময় হয়ে গেছে, কিন্তু পরিস্থিতি এখনও উত্তেজনাপূর্ণ।

মেইতেই এবং কুকি সম্প্রদায়ের মধ্যে চলমান এই সহিংসতায় এখন পর্যন্ত ১০০ জনেরও বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন এবং ৩৯০ জন আহত হয়েছেন।

তবুও সহিংসতা থামছে না, বাঁধ ভাঙ্গছে স্থানীয় মানুষের ধৈর্যের।

মণিপুরের মেইতেই সম্প্রদায় দীর্ঘদিন ধরেই তফসিলি উপজাতি হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ার দাবি জানিয়ে আসছে।

আর এই দাবিটাই কুকি সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাদের চলমান বিবাদের মূল উৎস।

মে মাসের তিন থেকে ছয় তারিখ পর্যন্ত পুরো রাজ্যে ভয়াবহ সহিংসতা ছড়িয়ে পড়েছিল, মেইতেই আর কুকি সম্প্রদায়ের মানুষ একে অপরকে টার্গেট করেছিল।

রাজধানী ইম্ফল থেকে ঘণ্টা দুয়েক দূরের পথ কুকি-অধ্যুষিত চুড়াচাঁদপুর জেলা। সেখানে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে যে সংঘর্ষ চলছিল সেই সময়ে, তখন সেখানেই ছিলেন বছর ২৩এর অ্যালেক্স জামকোথাং।

হঠাৎই ওপরের একটি ভবন থেকে একটি গুলি এসে তার বুক চিরে চলে যায়।

সঙ্গে সঙ্গে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু ততক্ষণে তার মৃত্যু হয়েছে।

তখন থেকে অ্যালেক্স জামকোথাং-এর মা ঘুমোতে পারছেন না, মাঝে মাঝেই কেঁদে উঠছেন।

অ্যালেক্সের বাবা সেনাবাহিনীতে ছিলেন এবং ভাই এখনও ভারত-তিব্বত সীমা পুলিশে কর্মরত।

বাড়ির ছেলের শেষকৃত্য এখনও করেননি জামকোথাং পরিবার।

অ্যালেক্সের ভাই বলছিলেন, এখানে আমাদের জীবন বিপন্ন। কখন কি হবে, কে মরবে, কেউ জানে না। কেন্দ্রীয় সরকার যদি আদিবাসীদের জন্য সুযোগ-সুবিধা না দেয়, তাহলে যেমন আমরা মানব না, আবার মেইতেইরাও রাজি হবে না। এখন যা চলছে, তা সরকারের সঙ্গে গৃহযুদ্ধ। সরকার আমাদের দাবি না মানলে মর্গ থেকে ভাইয়ের মৃতদেহ বের করব না আমরা।

মণিপুর এখন আসলে দু টুকরো হয়ে গেছে, যার একটা অংশে আছেন মেইতেই সম্প্রদায়ের মানুষ, অন্য অংশে রয়েছেন কুকিরা।

এই সহিংসতা এক, দুই বা চারদিনের নয়, টানা কয়েক সপ্তাহ ধরে চলছে। পরিবার ধ্বংস হয়েছে, বাড়িঘর জ্বলে পুড়ে গেছে, উজাড় হয়ে গেছে গ্রাম-গঞ্জ।

যে ধরনের ফাটল দেখা যাচ্ছে মণিপুরী সমাজে, তা দীর্ঘমেয়াদের জন্যই থেকে যাবে বলেই মনে হচ্ছে।

স্বাধীনতার পর থেকে, খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী কুকি সম্প্রদায় তফসিলি উপজাতির মর্যাদা পেয়েছে, অন্যদিকে মেইতেইরা হিন্দু ধর্মাবলম্বী। তাদের একটা অংশ যেমন সংরক্ষণের সুযোগ সুবিধা পাননি, তেমনই আরেকটি অংশ আবার তফসিলি জাতিভুক্ত হয়েছেন কেউ আবার অন্যান্য পিছিয়ে পড়া শ্রেণীতে নাম তুলেছেন।

মেইতেই সম্প্রদায়ের মানুষ কুকিদের এলাকায় জমি কিনতে পারেন না, তাই তারা উপজাতির মর্যাদা চাইছেন।

স্পষ্টতই, সমস্যাটা জমির অধিকারের।

আটাশ লক্ষ জনসংখ্যার অধিকাংশই মেইতেই, যারা উপত্যকা অঞ্চলে বাস করেন।

আর কুকি সম্প্রদায়ের আদি বাসস্থান ছিল চারটি পার্বত্য জেলায়।

আবার মেইতেদের মধ্যে কিছু মুসলমানও আছেন আর রয়েছেন নাগা সম্প্রদায়ের মানুষ, যাদের ওপরে অবশ্য এই চলমান সহিংসতার আঁচ লাগেনি।

ত্রাণ শিবিরে ৫০ হাজার মানুষ

মণিপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সিং বলছেন, তাদের রাজ্যে এই ধরনের সহিংসতার ইতিহাস নেই।

তিনি বলেন, ইতিহাস হল মেইতেইরাই নাগা ও কুকি সম্প্রদায়কে রাজার প্রশাসনিক কাজে জায়গা করে দিয়েছিল। এখানকার মানুষের হিন্দু হওয়ার ইতিহাসটাও আলাদা।

মণিপুরের মানুষের মধ্যে কখনই ধর্মীয় উগ্রতা ছিল না। তবে উনবিংশ শতকে যখন এখানে রাজার শাসন ছিল, সেইসময়ে হিন্দুধর্ম চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেটাও খুব বেশি দিন স্থায়ী হয়নি, বলছিলেন অধ্যাপক সিং।

কিন্তু বাস্তবতা হলো, সাম্প্রতিক এই সহিংসতায় দুই ধর্মাবলম্বীদেরই মৃত্যু আর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

এখনও ৫০ হাজারেরও বেশি মানুষ ঘর ছেড়ে পালিয়ে ত্রাণ শিবিরগুলোতে আশ্রয় নিয়েছেন। তাদের মধ্যেও কুকি আর মেইতেই, দুই সম্প্রদায়ের মানুষই আছেন।

রাজধানী ইম্ফলের স্টেডিয়ামের পাশে একটি যুব হোস্টেল রয়েছে, যা এখন ত্রাণ শিবিরে রূপান্তরিত হয়েছে।

এই শিবিরে ৪০ জন এমন নারী আছেন, যারা সহিংসতা শুরু হওয়ার সময় গর্ভবতী ছিলেন।

গত এক মাসে এখানে চারটি শিশুর জন্ম হয়েছে এবং এই মায়েরা কখনো স্বপ্নেও ভাবেননি যে 'কনফ্লিক্ট চিলড্রেন' নামে একটি ত্রাণ শিবিরে জন্ম হবে তাদের সন্তানদের।

এখানেই আমার সঙ্গে কথা হয়েছিল ২৭ বছর বয়সী মেরিনা সোরামের, যিনি শিবিরেই কন্যা শিশুর জন্ম দিয়েছেন। তার স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছেন তিনি।

মেরিনা তার মেয়ের নাম রেখেছেন 'জিত'।

কাংপোকপির বাসিন্দা মেরিনা সোরাম বলছিলেন, গ্রামে যখন হামলা শুরু হল, তখন আমরা রাতের খাবার খেতে শুরু করতে যাচ্ছিলাম। হামলা হতেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে নদীর দিকে ছুটে যাই। সেখানে দেখি অনেকগুলি শিশু নদীর প্রবল স্রোতের সঙ্গে লড়াই করছে। পরের দিন আমরা তাদের মৃতদেহ খুঁজে পাই।

গত কয়েক বছর ধরেই রাজ্যের রাজনীতিতে সাবেক মেইতেই হিন্দু রাজপরিবারের সদস্যদের জনপ্রিয়তা বাড়ছে।

সাবেক রাজপরিবারের বর্তমান কর্ণধার, মহারাজা লিশেম্বা সানজাওবা বর্তমানে বিজেপির রাজ্যসভার সংসদ সদস্য।

অনেক চেষ্টা করেও বিবিসি তাকে সাক্ষাতকারের জন্য রাজি করাতে পারেনি।

তবে তিনি একটি বিবৃতি জারি করে বলেছিলেন যে, সহিংসতা অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং আলোচনাই প্রতিটি সমস্যার একমাত্র সমাধান।

মণিপুরের ইতিহাসে এই প্রথম ধর্মীয় স্থানগুলি জাতিগত সহিংসতার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে।

ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য সভাপতি শারদা দেবীও মেনে নিচ্ছেন যে মেইতেই এবং কুকি সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক সহিংসতায় চার্চ পুড়েছে, মন্দির ভাঙ্গা হয়েছে।

তিনি বলেন, চার্চ আর মন্দির দুই-ই পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কুকি সম্প্রদায়ের প্রার্থনা করার স্থল গির্জাঘর এবং মেইতেই সম্প্রদায়ের মানুষ তাদের বাড়িতে যে উপাসনা-স্থল বানায়, উভয়েরই ক্ষতি করা হয়েছে। এটা আমাদের সকলের জন্যই দুঃখের বিষয়।

বিবিসির হাতে থাকা সরকারি তথ্য অনুসারে, জুনের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত, রাজ্যে ২৫০টিরও বেশি চার্চ এবং প্রায় দুই হাজার কুকি সম্প্রদায়ের ঘরবাড়িতে হামলা হয়েছে।

চুড়াচাঁদপুরে, আমরা কুকি খ্রিস্টান লিডারস ফেলোশিপের প্রধান যাজক হাওকিপ থংখোসের সঙ্গে দেখা করেছিলাম।

তিনি রাজ্যের গির্জাগুলির নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছিলেন।

হাওকিপ থংখোস বলছিলেন, কুকি সম্প্রদায় গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। গির্জাঘর, মানুষ এবং তাদের সম্পত্তিতে হামলাকারী জনতাকে থামায়নি সরকার, তাই এই সরকারের ওপরে আমরা আস্থা হারিয়ে ফেলেছি। খুবই কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে আমাদের।

এটা জাতিগত সহিংসতা তো বটেই, একই সঙ্গে ভারতীয় হিন্দুদের খুশি করার জন্য গির্জার ওপরে এই হামলাগুলো চালানো হয়েছে, বলছিলেন মি. থংখোস।

ইম্ফলের গির্জাগুলির ছবি তোলা বা সেগুলির সামনে দাঁড়িয়ে কাজ করা সংবাদমাধ্যম কর্মীদের কাছে সবচেয়ে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে।

স্থানীয় লোকেরা এসে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করতে থাকে সংবাদকর্মীদের।

যদি ভাঙা গির্জা বা ধ্বংস হয়ে যাওয়া মন্দিরের ছবি তোলা হয়, তাহলে স্থানীয়রা বিরক্তি প্রকাশ করে।

সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ১০০টি মন্দির আর হাজার দুয়েক মেইতেই বাড়িতে হামলা হয়েছে।

মেইতেই সম্প্রদায়ের একটি গোষ্ঠী 'কোকোমি'র মুখপাত্র কে ওথাবে জোর দিয়ে বলছিলেন মণিপুরের কোনও সমস্যাই ধর্মীয় রূপ নেয় না, এবারেও বিষয়টি আরও বড় হয়ে ওঠার আগেই আটকানো গেছে। তার মতে, ২০০ টি চার্চ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিন্তু আপনার জানা উচিত যে আরও ৪০০ টি চার্চ এখনও অক্ষত রয়েছে। ধর্মীয় সহিংসতা হলে সেগুলো কি অক্ষত থাকত?

কিন্তু পাহাড়ি এলাকায় একটাও মন্দির পাবেন না, বলছিলেন মি. ওথাবে।

এই সহিংসতার জন্য প্রতিবেশী মিয়ানমারের চিন প্রদেশ থেকে পালিয়ে আসা কুকি জঙ্গিদেরও দায়ী করা হচ্ছে, যাদের কাছে রয়েছে প্রচুর আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র।

কুকি স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশনের হোম সেক্রেটারি মাং খনসাইয়ের ক্ষোভ যে কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার, কেউই তাদের দাবিগুলো নিয়ে মাথা ঘামায়নি। তিনি বলেন, সবাই তো কোথাও না কোথাও সংখ্যালঘু। আজ, শুধুমাত্র মণিপুরে থাকার কারণে আপনি সংখ্যাগরিষ্ঠ হলে, আপনি কি শুধু মণিপুরেই সীমাবদ্ধ থাকবেন? আরও অনেক জায়গা আছে যেখানে তারাও আমাদের মতো একই পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে পারে।

এই সহিংসতায় ধর্মীয় স্থানগুলিকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে বলে কুকি সম্প্রদায় বা তিনি অনুতপ্ত কিনা জানতে চাইলে মাং খনসাই বলেন, আমাদের লড়াইটা আসলে কিসের জন্য, সেটা ভেবে আমি নিজেও মাঝে মাঝে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি। এই সহিংসতা শুরু হয়েছিল একটা অধিকারের আঃেদালন দিয়ে, কিন্তু তারপরে সেটা ধর্মীয় সহিংসতার রূপ নিয়ে নেয়।

এখন কেন্দ্রীয় সরকারকে এর অবসান ঘটাতে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে, তা না হলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে, বলছিলেন মি. খনসাই।

পরিস্থিতি এখন এমনই যে রাজধানী ইম্ফল থেকে পাহাড়ী কুকি অধ্যুষিত এলাকায় যেতে প্রশাসনের নয়, কুকি রক্ষীদের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে। দিনের বেলা নারীরা সীমান্ত পাহারা দেয় এবং রাতে পুরুষরা।

দুই সম্প্রদায়ের গ্রামের মধ্যে পারস্পরিক আক্রমণও চলছে।

একটি কুকি গ্রামের বাসিন্দারা আরপিজি থেকে ছোঁড়া গ্রেনেড এবং গোলাবারুদ আমাদের দেখাচ্ছিলেন।

অনেক গ্রামের রক্ষীদের কাছে ওয়াকিটকি আছে, যার মাধ্যমে তারা একে অপরের সঙ্গে কথা বলে।

কয়েকদিন আগে পর্যন্ত, তাদের কাছে লাইসেন্সকৃত বন্দুকও ছিল, কিন্তু এখন ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনী চারদিকে ঘাঁটি তৈরি করেছে এবং তারা গ্রামবাসীদের অস্ত্র ব্যবহার না করার জন্য কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়েছে।

আমরা রাজধানী ইম্ফলের বাইরে একটি গোপন ডেরায় দেখা করেছিলাম বিচ্ছিন্নতাবাদী জঙ্গী গোষ্ঠী ইউনাইটেড ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রঃট বা ইউএনএলএফের প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রিন্স মেগানের সঙ্গে। মি. মেগান কয়েক দশক ধরে আন্ডারগ্রাউন্ড ছিলেন। তার কথায়, আমি মর্মাহত, দুঃখিত। অতীতে কখনও এরকম ঘটনা হয় নি। আমি গির্জা বা ধর্মীয় স্থান পোড়ানো কখনই সমর্থন করি না। পক্ষপাতমূলক দলীয় রাজনীতির ফলেই মেইতেই এবং কুকি সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষকে এই পরিস্থিতিতে পড়তে হল।

এত দীর্ঘ সময়ের সহিংসতার পরের দৃশ্যপট দেখে ভয়ই হয়। যারা শত শত বছর ধরে একসঙ্গে বসবাস করে আসছেন তাদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাসের ছিটেফোঁটাও আর অবশিষ্ট নেই। মণিপুর কংগ্রেস পার্টির কার্যনির্বাহী সভাপতি দেবব্রত সিং পরিস্থিতির সারসংক্ষেপ করে বলছিলেন, এখানে কখনও ধর্মের নামে কোনো দাঙ্গা হয়নি। এই প্রথমবার সেটা দেখলাম আমরা। কোনও মহল থেকে বোধহয় এই সহিংসতাকে ধর্মীয় দাঙ্গার রূপ দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে।

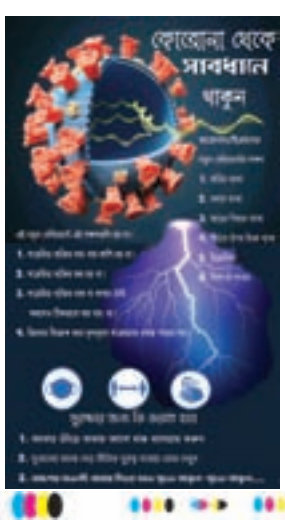

বিজেপিকে ঠেকাতে 'একের বিরুদ্ধে এক' ফর্মুলার প্রয়োগ চাইছেন বিরোধীরা

পাটনা (এজেন্সী) ঃ বিজেপিকে ২০২৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে কীভাবে ঠেকানো সম্ভব, তা নিয়ে আলোচনা করতে আগামিকাল শুক্রবার বিহারের রাজধানী পাটনায় ভারতের প্রায় কুড়িটি বিরোধী দলের নেতানেত্রীরা এক বৈঠকে বসছেন। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী, জনতা দল (ইউনাইটেড) বা জেডি (ইউ) প্রধান নীতীশ কুমার এবং উপমুখ্যমন্ত্রী তথা রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি) নেতা তেজস্বী যাদবের উদ্যোগে বিরোধী দলগুলোর এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

বৈঠকের অনেক আগে থেকেই দেশের বিরোধী নেত্রানেত্রীদের ছবি, পোস্টার আর ব্যানারে পাটনা শহর ছেয়ে গেছে। ভারতের রাজনৈতিক মহলও গভীর আগ্রহ নিয়ে পাটনার এই বৈঠকের দিকে নজর রাখছে।

নীতীশ কুমার ও তেজস্বী যাদব ছাড়াও এই বৈঠকে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী ও দলীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি, ডিএমকে নেতা তথা তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্টালিন, এনিসিপি নেতা শারদ পাওয়ার, শিবসেনার (উদ্ধব গোষ্ঠী) নেতা উদ্ধব ঠাকরে, আম আদমি পার্টির নেতা ও দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং সমাজবাদী পার্টির প্রধান তথা উত্তরপ্রদেশের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদব যোগ দেবেন বলে কথা রয়েছে।

তবে দেশের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিরোধী দল - বহুজন সমাজ পার্টি (বসপা), অন্ধ্রে ক্ষমতাসীন ওয়াই এস আর কংগ্রেস এবং ওড়িশায় ক্ষমতাসীন বিজু জনতা দলকে এই বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি বলে নিশ্চিত করেছেন জেডি (ইউ) মুখপাত্র কে সি ত্যাগী।

মমতা ব্যানার্জি ও এম কে স্টালিনের মতো কোনও কোনও নেতা বিশেষ চার্টার্ড প্লেনে (বৃহস্পতিবার) পাটনা পৌঁছে যাচ্ছেন। বাকিরা বিহারে এসে নামবেন শুক্রবার।

মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে তাঁর ভাইপো ও রাজনৈতিক উত্তরসূরী বলে পরিচিত অভিষেক ব্যানার্জিও পাটনায় যাচ্ছেন বলে কলকাতার 'দ্য টেলিগ্রাফ' পত্রিকা রিপোর্ট করেছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, দশ মাস বাদে দেশের সাধারণ নির্বাচনের আগে এতজন বিরোধী নেতা-নেত্রীর এক মঞ্চে আসার ঘটনা রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ঠিকই - কিন্তু সারা দেশে তা বিরোধী ঐক্য নিশ্চিত করতে পারবে কি না সেটা এখনই বলা সম্ভব নয়।

প্রথমবার নরেন্দ্র মোদী দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন ২০১৪ সালের যে নির্বাচনে জিতে, সেবারে তার দল গোটা দেশে ৩১ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। এর পাঁচ বছর বাদে ২০১৯ সালের নির্বাচনে বিজেপি পেয়েছিল ৩৭.৪ শতাংশ ভোট। ওই দুটি নির্বাচনেই বিজেপি একক শক্তিতে লোকসভায় গরিষ্ঠতা অর্জন করে - যা দেখিয়ে দিয়েছে মোট প্রদত্ত ভোটের এক তৃতীয়াংশের কিছু কম-বেশি ভোট পেলেও দেশের ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য তা যথেষ্ট।

আর এটা সম্ভব হয়েছে বিরোধী দলগুলোর মধ্যে ব্যাপকভাবে ভোট ভাগাভাগির ফলে, সম্মিলিতভাবে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ভোট পেয়েও বিজেপি-বিরোধী দলগুলো গরিষ্ঠতার ধারেকাছে পৌঁছতে পারেনি।

নির্বাচনী বিশ্লেষকরা বলে থাকেন, ভারতে যেহেতু 'ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট' পদ্ধতিতে ভোট হয় (অর্থাৎ একাধিক প্রার্থীর মধ্যে যিনি সবচেয়ে বেশি ভোট পাবেন তিনিই জয়ী হবেন, অর্ধেকেরে বেশি ভোট পাওয়াটা জরুরি নয়) - তাই প্রধান দলকে পর্যুদস্ত করতে হলে বিরোধী দলগুলোর মধ্যে ঐক্য আর বোঝাপড়া থাকাটা খুব জরুরি।

অন্যভাবে বললে, এদেশে আইওইউ বা 'ইনডেক্স অব অপোজিশন ইউনিটি' যত শক্তিশালী হয়, প্রধান দলকে ততটাই বেকায়দায় ফেলা সম্ভব হয়। ফলে ঠিক এই লক্ষ্য নিয়েই পাটনায় বিজেপি-বিরোধী দলগুলোর নেতারা এটা নিশ্চিত করার চেষ্টা করবেন, যাতে তাদের মধ্যে ভোট ভাগাভাগিতে আরও একবার বিজেপির সুবিধা না-হয়ে যায়।

জেডি (ইউ) সূত্রে বিবিসিকে জানানো হয়েছে, শুক্রবারের বৈঠকে প্রধান আলোচ্য বিষয়টাই হবে কীভাবে প্রতিটি কেন্দ্রে একজন বিজেপি (বা বিজেপির শরিক দলের) প্রার্থীর বিরুদ্ধে একজন মাত্র বিরোধী দলীয় প্রার্থীকে দাঁড় করানো যায়।

ভারতের বিরোধী দলগুলো এটাকেই 'একের বিরুদ্ধে এক' ফর্মুলা বলে বর্ণনা করছেন - তবে বিশ্লেষকরা মনে করছেন, বিভিন্ন রাজ্যের আঞ্চলিক রাজনীতির বাধ্যবাধকতার কারণে এটা মুখে বলা যত সহজ, কাজে করে দেখানো ততটাই কঠিন!

দিল্লি ও পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে কংগ্রেসের সঙ্গে যথাক্রমে আম আদমি পার্টি ও তৃণমূলের সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে, ফলে ওই রাজ্যদুটিতে বিরোধীদের মধ্যে আসন সমঝোতা হওয়া খুব কঠিন। এই দুটি রাজ্য মিলে প্রায় গোটা পঞ্চাশেক আসন আছে। এছাড়া ঝাড়খন্ড, কেরালা বা উত্তরপ্রদেশের মতো আরও বেশ কয়েকটি রাজ্যে একাধিক বিরোধী দলের রাজনৈতিক 'স্টেক' আছে। এই রাজ্যগুলোতেও আছে আরও প্রায় ১৩০টি আসন।

অন্ধ্র ও ওড়িশাতে ক্ষমতায় আছে যথাক্রমে ওয়াইএসআর কংগ্রেস এবং বিজু জনতা দল - যে দুটি দলই কংগ্রেস ও বিজেপির থেকে 'সমদূরত্বে'র নীতি বজায় রাখার কথা বলে।

ফলে ওই দুটি রাজ্যের মোট ৪৬টি লোকসভা আসনে বিজেপির বিরুদ্ধে কোনও যৌথ বিরোধী প্রার্থী দেওয়া আদৌ সম্ভব হবে কি না, সেটাও দেখার বিষয়। বিজেপিকে হারানোর স্বার্থে এই সব রাজ্যে প্রভাবশালী আঞ্চলিক দলগুলোকে আপসে রাজি করানো এবং কিছু কিছু আসন অন্য দলকেও ছেড়ে দেওয়া - এটা নিশ্চিত করাটাই বিরোধী শিবিরের কাছে প্রধান চ্যালেঞ্জ।

কংগ্রেস আবার এখনও মনে করে বিরোধী জোটের নেতৃত্ব তাদের হাতেই থাকা উচিত, কারণ বিরোধী শিবিরে তারাই বৃহত্তম দল এবং জাতীয় স্তরে তারাই বিজেপির একমাত্র বিকল্প। কর্নাটকে তাদের সাম্প্রতিক বিজয় সেই দাবিকেই আরও জোরালো করেছে।

কিন্তু অন্য বিরোধী দলগুলো তা মানতে রাজি নয় - যে কারণে তাদের বোঝানোর দায়িত্ব কংগ্রেস নিজের হাতে রাখেনি, বিহারে তাদের জোটসঙ্গী নীতীশ কুমার সেটা এখন নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন।